উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ আশ্বিন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 21 September 2023 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

ওডিআই বোলারদের শীর্ষে সিরাজ

▸▸ এগারোর পাতায়

ভারতীয়দের কানাডা ছাড়ার হুমকি

▸▸ পাঁচের পাতায়

পাঞ্জিপাড়ায় জাতীয় সড়কে শুটআউট

ভরদুপুরে খুন তৃণমূল প্রধান

খুনের পর জাতীয় সড়ক অবরোধ উত্তেজিত জনতার।

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : বুধবার দুপুর ২টা। রাস্তাঘাট তখন ফাঁকা ফাঁকা। পাঞ্জিপাড়া পঞ্চায়েত অফিসের একদম সামনে, ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর হঠাৎ চলল গুলি। আশপাশের লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক চালিয়ে উধাও দুষ্কৃতীরা। ততক্ষণে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহী (৫২)। পরে তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা রাহীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুকে রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় বাইকে ধাওয়া করে গুলি চালিয়ে খুন করা হল তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে। ভরদুপুরে এই শুটআউটের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এলাকায় আইনের শাসন লাটে উঠেছে বলে পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় জনতা প্রায় তিন ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে।

আততায়ীর হানা

- দুপুর ২টা নাগাদ পঞ্চায়েত অফিস থেকে বাইক নিয়ে বের হন প্রধান
- কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে দুই দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়
- গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে নিজের বাইক নিয়ে পালাতে থাকেন প্রধান
- পিছু ধাওয়া করে দুষ্কৃতীরা তাঁর বুকে, পেটে, গলায় তিনটি গুলি করে

পরে তৃণমূলের শীর্ষ নেতা এবং পুলিশের কর্তাদের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, দুই দুষ্কৃতীর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। এদিন দুষ্কৃতীরা প্রথমে তিন রাউন্ড গুলি চালায়। কিন্তু তাদের টার্গেট মিস হয়। রাহী সাহেব প্রাণ বাঁচাতে বাইক নিয়ে কলোনি মোড়ের দিকে ছুটলে দুষ্কৃতীরা অন্য একটি বাইকে চেপে তাঁকে ধাওয়া করে ফের তিন রাউন্ড গুলি চালায়। এবার আর টার্গেট মিস হয়নি। বুকে, পেটে ও গলায় গুলি লাগায় তিনি সড়কে লুটিয়ে পড়েন।

দলীয় কাজিয়া, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি ব্ল্যাকমেল? এই খুনের পিছনে কোন কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তৃণমূল নেতারাও অন্ধকারে। মন্ত্রী সহ দলের জেলা সভাপতি খুনের পিছনে দলীয় কাজিয়া থিওরি মানতে নারাজ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল ফোনে সাড়া না দেওয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক অরবিন্দ মিনা পুলিশকে তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কী ঘটেছে এদিন? দুপুর ২টা নাগাদ রাহী সাহেব নিজের বাইকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে বের হতেই আচমকা তাঁর উপর হামলা হয়। কলোনি মোড় পৌঁছাতেই দুষ্কৃতীরা তাঁকে কাছ থেকে গুলি করে। শরীর ঝাঁঝরা হতেই রাহী সড়কে লুটিয়ে পড়েন।

এরপর দশের পাতায়

জামিনের নথি জালে নাম জড়াল জেলের ডাক্তারের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে মাদক মামলায় জাল নথি দিয়ে জামিন কাণ্ডে এবার নাম জড়াল শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের চিকিৎসকের। যে সমস্ত নকল নথি দিয়ে জগদীশ মণ্ডলের জামিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলি খতিয়ে দেখে ক্লিনচিট দিয়েছিলেন সংশোধনাগারের চিকিৎসক। তাঁর ক্লিনচিটের পরেই আদালতে ওই নথি পেশ করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই জামিন হয়েছিল মালদার বাসিন্দা অভিযুক্ত জগদীশ মণ্ডলের। ইতিমধ্যে ওই চিকিৎসককে নোটিশ পাঠিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, জেল কর্তৃপক্ষের ওপরমহলের নির্দেশেই ওই চিকিৎসক ক্লিনচিট দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। ফলে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কয়েকজন আধিকারিকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

গোটা ঘটনায় এফআইআর করার পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ থেকে অভ্যন্তরীণ তদন্তও করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'কাগজে বিষয়টি পড়েছি। মেডিকেলে বিষয়টি খোঁজ নিতে বলছি। প্রয়োজনে আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ করব। পুলিশ ভালোভাবে তদন্ত করছে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার দীপক সারকির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। তিনি এসএমএসের জবাব দেননি।

বছরখানেক আগে শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল জগদীশ মণ্ডল। তার হেপাজত থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত দীর্ঘদিন জেলবন্দি ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মাস দুয়েক আগে হাইকোর্টে তার জামিন হয়ে যায়। এরপর ১ অগাস্ট শিলিগুড়িতে মাদক সমেত জগদীশের ছেলে ভরত মণ্ডল গ্রেপ্তার হয়। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কনস্টেবল মোবারক আলিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ভরতের বাবা জগদীশকে জাল রিপোর্ট পেশ করে জামিন করানো হয়েছিল।

ঘটনার তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, জেল হেপাজতে থাকা ক্যানসার আক্রান্ত শীতলকুচির বাসিন্দা এক ব্যক্তির সমস্ত রিপোর্ট জাল করে জগদীশ সহ চারজনের নথি তৈরি করা হয়। সেই নথি নিয়ে গিয়ে দেখানো হয় শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের চিকিৎসককে। চুক্তিভিত্তিক ওই চিকিৎসকের ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করে জগদীশ। অগ্ন্যাশয়ের স্টেজ-৪ ক্যানসার দেখিয়ে আদালত থেকে জামিনও পেয়ে যায়। নকল নথি দিয়ে জামিন পেয়ে এখন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে জগদীশ সহ বাকি চারজন। যার তথ্য বিকৃত করে আদালতে দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যক্তি এখনও হাসপাতালের প্রিজনার সেলে চিকিৎসাধীন।

সূত্রের খবর, এই নকল নথি তৈরি করার জন্য মোবারক আলি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। অভিযোগ, সেই টাকা গিয়েছে কারা দপ্তরের নীচু থেকে ওপরতলার আধিকারিকদের কাছে। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মীদের কয়েকজনও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। ওই কর্মীদের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকার

এরপর দশের পাতায়

কাশবনে দোলা লাগে। শরতের দুপুরে জলপাইগুড়ির তিস্তাপাড়ে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ক্লাসে হেনস্তা, আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের উপর মানসিক চাপের প্রভাব যে কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিংয়ের ঘটনা। সেকথা এখনও কারও মন থেকেই মুছে যায়নি। এরই মধ্যে এবার শিলিগুড়ি শহরের একটি নামী স্কুলে ক্লাসের মধ্যে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী। শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে কয়েকজন শিক্ষিকার। ওই ছাত্রী এবং তার পরিবারের অভিযোগ, স্কুলের জনা চারেক শিক্ষিকা লাগাতার তার উপর মানসিক নিপীড়ন চালাতেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় এই অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়েছেন ওই ছাত্রীর বাবা। এমনকি ডিআই অফিসে গিয়েও তিনি কোনও প্রতিকার পাননি। অভিযোগ, শিক্ষিকাদের উসকানিতে কয়েকজন পড়ুয়া মিলে তাঁর মেয়েকে নানাভাবে হেয় করত।

বিতর্কে শিলিগুড়ির নামী স্কুল

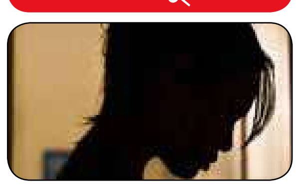

> প্রধান শিক্ষিকা আমাকে গোটা ঘটনাটি জানিয়েছেন। তবে অভিভাবকের পাঠানো চিঠি এখনও পড়া হয়নি। চিঠি পড়ে ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখছি।
>
> গৌতম দেব

হাত কাটার ঘটনাটি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর থেকে পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে রয়েছেন। ওই ছাত্রীর বাবা গোটা বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে চিঠি দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকেও চিঠি দিয়ে সব জানাবেন বলে ঠিক করেছেন। গৌতম বলেন, 'প্রধান শিক্ষিকা আমাকে গোটা ঘটনাটি জানিয়েছেন। তবে অভিভাবকের পাঠানো চিঠি এখনও পড়া হয়নি। চিঠি পড়ে ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

স্কুল সূত্রে খবর, গত ৮ সেপ্টেম্বর ক্লাসরুমে জ্যামিতি বক্সের মধ্যে থাকা ব্লেড দিয়ে ওই ছাত্রী নিজের ডান হাতের শিরা কেটে ফেলার চেষ্টা করে। বিষয়টি জানাজানি হতেই কয়েকজন শিক্ষিকা ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাতের ক্ষত গভীর না হওয়ায় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। তবে স্কুলের তরফে ঘটনার কথা ওই কিশোরীর পরিবারকে জানানো হয়নি। জানা গিয়েছে, বাড়িতে ওই ছাত্রী অভিভাবকদের জানিয়েছিল, তার হাতে কুকুর আঁচড়ে দিয়েছে। পরে স্কুলের তরফে ওই ছাত্রীর অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। তখন বাড়ির লোকজন আসল ঘটনা জানতে পারেন।

কিন্তু কেন সে এমনটা করল? ছাত্রীর বাবার কথায়, 'কয়েকজন শিক্ষিকা প্রায়শই মেয়েকে হেয় করতেন। মেয়ে অঙ্ক না পারায় তাকে সকলের সামনে অপমান করতেন। একজন শিক্ষিকা রয়েছেন, যিনি আমার মেয়েকে সকলের সামনে চোর প্রতিপণ্য করার চেষ্টা করতেন।' কীভাবে? ক্ষুব্ধ বাবার কথায়, 'ক্লাসে পেন, খাতা কিছু না পাওয়া গেলে ওই শিক্ষিকার কথায় অন্য কয়েকজন ছাত্রী আমার মেয়ের ব্যাগে তল্লাশি চালাত। ওর খাতায় গালিগালাজ লিখে দিত।' দিনের পর দিন এমন নিপীড়ন সহ্য করতে পারেনি ওই মেয়েটি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং ক্লাসের মধ্যেই হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বলে তার বাবার দাবি।

স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকি গোটা ঘটনাটি আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শিক্ষিকারা সেই আলোচনায় যোগই দেননি। তাই আর সেই বৈঠকও হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রীর বাবা গোটা ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কিছুদিন আগে ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা অতুহা বাগচীর বিরুদ্ধে স্কুল শিক্ষিকাদের একটি অংশ অনাস্থার কথা জানিয়ে পরিচালন সমিতির সভাপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

অধ্যাপক ও কর্মীদের সরাসরি বেতন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিল রাজ্য সরকার। এতে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি বদলে যাবে অক্টোবর থেকে। অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি বেতন চলে যাবে সরকারি কোষাগার থেকে। এজন্য বেতন প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত রাজ্য সরকারকে পাঠাতে বলা হয়েছে।

নবান্নে ডেকে বুধবার সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফিন্যান্স অফিসারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার ওই বৈঠকে উপস্থিত

দায়িত্ব নিল রাজ্য

- এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন অনুদান দিত রাজ্য
- এখন থেকে বেতন বিলির দায়িত্ব আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকছে না
- ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসারদের ডেকে জানানো হল নবান্নে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার লঙ্ঘন হল বলে অভিযোগ বিরোধী সংগঠনগুলির

ছিলেন। মূলত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শিক্ষা দপ্তরকে এড়িয়ে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন, সেখানকার ফিন্যান্স অফিসাররাই বৈঠকে ছিলেন।

এতদিন রাজ্য সরকারই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের দায়িত্ব বহন করত বটে, কিন্তু সরাসরি অধ্যাপক বা কর্মীদের দিত না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজ্য সরকার এককালীন যে অনুদান দিত, তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বেতন বিলি করত। কিন্তু বুধবার যে সিদ্ধান্ত জানানো হল, তাতে বেতন বিলির দায়িত্ব আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকল না। এই সিদ্ধান্তে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস রয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল বিরোধী অধ্যাপক সংগঠনগুলি। যদিও নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্বের বিষয় নেই।

এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

মায়ের সঙ্গে গৌড়বঙ্গে এক মসিহাও আসুন

রামসিংহাসন মাহাতো

বঙ্গে মা আসছেন। ঠিক সময়ে আসবেন, আবার চলেও যাবেন। দেখে যাবেন, এখানকার মা ও মেয়েদের অবস্থা। বুঝে যাবেন, আমরা যাঁরা শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে তাঁরা আর মা ও মেয়েকে অভয় দিতে পারছি না। বলতে পারছি না, তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

প্রতিবাদ কখন, কোথায় আর কীভাবে করতে হবে, তা ভাবার আগেই নতুন নতুন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। প্রতিদিন। রায়গঞ্জে বৌকে শাস্তি দিতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সেই ওড়না ট্র্যাক্টরের লাঙলে জড়িয়ে বাড়ির চারপাশে ঘোরানো হচ্ছে। গাজোলে পরপর তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে মা ও তিন মেয়েকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা হচ্ছে। কোথাও পরিযায়ী শ্রমিকের বিবিকে বেওয়ারিশ সম্পত্তি মনে করে বিছানায় শোয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিবাদ করায় মারধর করা হচ্ছে। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই, এরকম আরও অজস্র ঘটনা প্রতিদিনই খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। মানুষ আর পাঁচটা খবরের মতো এই খবর পড়ছে, আর ভুলে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় এক ছবি। তবে গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় যেন আরও বেশি চোখে পড়ে এসব ঘটনা।

আইন কানুন তো লম্বা চওড়া ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পাওয়া যায় না। পুলিশ আর প্রশাসন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ওদের দেখা শেষ হয় না। আর দেশ এবং সমাজ হল খুবই বড় ব্যাপার। এইসব পেটি কেস নিয়ে ভাবার সময় সেখানে বড়ই কম। ওখানে এখন সমাজ ও দেশকে চাঁদ ও সূর্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যস্ততা।

এর মধ্যেই মানিকচকের বধূ বুঝে গিয়েছেন, নিজের সম্ভ্রম নিজেকেই বাঁচাতে হবে। স্বামী গিয়েছেন ভিনরাজ্যে কাজ করতে। সাত মাসের সন্তানকে নিয়ে তিনি থাকেন শাশুড়ির সঙ্গে। পুরুষহীন বাড়িতে ওই বধূর কাছে পাড়ার ক্ষমতাবান যুবকের ফোন যায়। বধূ সম্ভ্রম বাঁচাতে পাড়ার অন্যদের সাহায্য চান। এই অপরাধে মঙ্গলবার বাড়িতে চড়াও হয় ওই ক্ষমতাবান যুবক। বধূর কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে বিছানায় ছুড়ে ফেলে। তারপর বেদম মার বধূকে। শাশুড়ি বাঁচাতে ছুটে এলে তাঁকেও মার।

প্রশ্ন এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটাকে নিয়ে নয়। প্রশ্ন হল, সমাজের নতুন প্রজন্মের এই নতুন চাহিদা নিয়ে। আর এই চাহিদার জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা নিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণ আর উন্নয়নে রঙিন সমাজ যখন মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছে তখন এই যুদ্ধ ঘোষণা চিন্তাজনক নয় কি?

পরের নালায়েক ছেলের কথা থাক। এখন বলি ঘরের মানুষের কথা। শুধু মেয়ের জন্ম দিচ্ছেন এর জন্য কি বধূ আর তিন মেয়েকে বিষ খাওয়ানো যায়? সোমবার গাজোলের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসানিবাগ এলাকার এই ঘটনাও কিন্তু সমাজের সব শিক্ষাদীক্ষা,

এরপর দশের পাতায়

জট কাটিয়ে নিয়োগপত্র হাতে পেলেন অনামিকা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : অঙ্কিতা, ববিতা হয়ে শেষপর্যন্ত অনামিকা। দীর্ঘ চার মাসের প্রতীক্ষার অবসান হল। বুধবার কলকাতার ডিরোজিও ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্যালয় থেকে শিলিগুড়ির বাসিন্দা অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। সেই নিয়োগপত্রে বলা রয়েছে, এই চিঠি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অনামিকাকে আমবাড়ির হরিহর হাইস্কুলে যোগ দিতে হবে। সেইমতো বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ফিরে কিংবা শুক্রবার স্কুলে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন অনামিকা।

নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'শিক্ষিকা হওয়ার যে স্বপ্ন দেখতাম, আজ সেই স্বপ্নপূরণের দিন। একজন চাকরিপ্রার্থীর কাছে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

এদিকে, নির্দেশের পরও চাকরি দিতে এত সময় কেন লাগল, তা নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবের কাছে হলফনামা চাইলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি পর্ষদের করণিক সহ অন্য আধিকারিকদের নাম ও পদ এবং দেরির কারণ ওই হলফনামায় উল্লেখ করতে বলেছে আদালত। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সোমবার হাইকোর্টে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠার পর পর্ষদের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট তাঁরা হাতে পাননি। কিন্তু এদিন রাজ্য সরকারের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক আদালতে জানিয়েছেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ওই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যে রিপোর্ট ১৫ সেপ্টেম্বর এসে গিয়েছে, তা পাননি বলছেন পর্ষদের আইনজীবী। এটা আদালতকে ভুল তথ্য দেওয়া। যদিও পর্ষদের আইনজীবী আদালতে বলেন, '১৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার পর ওই রিপোর্ট এসেছে। তাই বিষয়টা আমার জানা ছিল না।'

হাইকোর্টের নির্দেশের পর চার মাস কেটে গেলেও শিলিগুড়ির অনামিকাকে নিয়োগপত্র না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে সোমবার রীতিমতো ভর্ৎসনা করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ। হাইকোর্টে ভর্ৎসিত হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই

চাকরি পেয়ে মুখে হাসি অনামিকার।

অবশ্য পর্ষদের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, বুধবার অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

এই চাকরি নিয়ে নাটকীয়তা কিন্তু কম হয়নি। নম্বরে গরমিল থাকায় তৎকালীন রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি চলে যায়। তাঁর বদলে সেই চাকরি পান শিলিগুড়িরই বাসিন্দা ববিতা সরকার। কিন্তু ভুল তথ্য জমা দেওয়ার কারণে কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরও চাকরি চলে যায়। তখন মেধাতালিকার ভিত্তিতে সেই চাকরি পান শিলিগুড়িরই আরেক বাসিন্দা অনামিকা।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

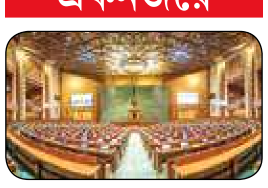

সংবিধান থেকে বাদ ধর্মনিরপেক্ষতা

হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার দিকে তাহলে কি চুপিসারে পা বাড়াল মোদি সরকার। কোনওরকম আলোচনা, সংশোধনী ছাড়াই কি ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা বদলে ফেলল কেন্দ্র। প্রথম দিন নতুন সংসদে পা রাখার সময় প্রত্যেক সাংসদের হাতে উপহার হিসেবে ভারতের যে সংবিধান বইটি দেওয়া হয়েছে তার প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দ দুটি নেই। তার বদলে ভারতকে শুধুই একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সংবিধানের এই পরিবর্তন নিছক ভুল না ইচ্ছাকৃত, বিতর্ক শুরু হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

অবৈধ নার্সিং সেন্টারে নাম জড়াল করিমুলের

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২০ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ির অবৈধ নার্সিং সেন্টারে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দিতেই খুলে দেওয়া হল সংস্থার সমস্ত হোর্ডিং, ব্যানার। এদিকে ওই নার্সিং সেন্টারের সঙ্গে নাম জড়াল করিমুল হকের। ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গার ধলাবাড়িতে করিমুলের বাসভবন মানব সেবা সদনেও চলত ওই সংস্থার ফ্রি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার। জলপাইগুড়িতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান করতেই করিমুলের বাড়ি থেকেও খুলে ফেলা হয়েছে সংস্থার ব্যানার।

মাস ছয়েক আগে ধলাবাড়িতে শুরু হয়েছিল এই ট্রেনিং সেন্টার। প্রথম ব্যাচে স্থানীয় প্রায় ৭০ জন মেয়েকে নিয়ে ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং করিমুল। সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন চলত ক্লাস। মাসখানেক আগে সেই ব্যাচের শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথমে ফ্রি বলা হলেও ট্রেনিং সেন্টার শুরু হলেও ধীরে ধীরে মুখোশ খুলতে শুরু করে সংস্থাটি। ক্লাস শুরুর কিছুদিন পর পরিচয়পত্র ও ইউনিফর্মের জন্য পড়ুয়াপিছু হাজার টাকা করে নিয়েছিল সংস্থাটি। জলপাইগুড়ি থেকেই সংস্থার কর্মীরা এসে ক্লাস নিতেন।

অভিযোগ, নার্সিং শেখানোর জন্য ল্যাব বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই ছিল না। এরপর ট্রেনিং শেষের পর সংস্থার তরফে শংসাপত্রের জন্য ২০-২৫ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়। টাকার জন্য নানারকমভাবে চাপ ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। টাকা দেওয়া হলে নার্সিংহোমে কাজের সুযোগের প্রলোভনও দেখানো হয়। প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে বেশ কয়েকজন অর্থ দিয়ে বিপাকে পড়েন। তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন না শংসাপত্রগুলো ভুয়ো কিনা।

টাকা দিয়ে সার্টিফিকেটের বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন বলে দাবি করিমুলের। করিমুল জানান, বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হয়েই তিনি মানব সেবা সদনে সেন্টার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ভুয়ো বা অবৈধ কি না, সে বিষয়ে তিনি খোঁজ নেননি।

মানব সেবা সদনের দোতলায় চলত বিতর্কিত নার্সিং সেন্টার।

করিমুল বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরে সংস্থার বড় বড় ব্যানার দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। অনেক মেয়েকে সেখানে নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছিলাম। জলপাইগুড়ি শহরের বুকে এতদিন ধরে একটা সেন্টার চলছে দেখে ভেবেছিলাম, আমার গ্রামেও যদি এরকম একটা বিনামূল্যে করা যায়। এতে এলাকার দুঃস্থ মেয়েরা নার্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারবে। কিন্তু ওই সংস্থা যে বেআইনিভাবে আর্থিক লেনদেন করবে সে বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি।'

করিমুলের এই বক্তব্যের পরেও কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন কিংবা প্রয়োজনীয় নথিপত্র আছে কি না,

এরপর দশের পাতায়

প্রজাপতি পাখনা মেলেছে

শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠে

প্রজাপতির পাঠ শিবমন্দিরের শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠে। –সংবাদচিত্র

> সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে অন্যান্য কীটপতঙ্গের সঙ্গে প্রজাপতিও। তার জেরে বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতি হচ্ছে। যা পুনরুদ্ধারে এই প্রজাপতি সংরক্ষণ এলাকা গড়ে তোলা।
>
> –আশিসকুমার রায়
> বায়ো–সায়েন্সের শিক্ষক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : এ যেন হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসা।

একটা সময় ডানা মেলে রং ছড়াত ব্লু প্যানসি, চকোলেট প্যানসি। কখনো–কখনো ঘরের দেওয়ালেও ওরা ডানা মেলত। কিন্তু নগরায়ণের ধাক্কায় সেদিন আর নেই। চোখের সামনে শুধুই রংবেরংয়ের বহুতল। কিন্তু একটু চেষ্টার মধ্যে যে সুদিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব, তার প্রমাণ রয়েছে শিবমন্দির আঠারোখাইয়ের শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠে। স্কুল চত্বরে সদ্য গড়ে ওঠা প্রজাপতি সংরক্ষণকেন্দ্র বা বাটারফ্লাই পার্কে ফের পাখনা মেলছে লেসার মামি থেকে গ্রেট এগফ্লাই। যা দেখে হাসি ফুটছে পড়ুয়াদের মুখে। অধীর আগ্রহে ওরা পাঠ নিচ্ছে বাস্তুতন্ত্রে প্রজাপতির ভূমিকা।

কোনওটার গায়ে কালোর ওপর নীল ময়ূরকণ্ঠী, কোনওটার পাখনায় খয়েরির মধ্যে হলুদের ছোপ। 'নীল রংয়ের যেটা, ওটা ব্লু প্যানসি',– এভাবেই হরেক প্রজাপতির সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিতি ঘটাচ্ছিলেন স্কুলের বায়ো–সায়েন্সের শিক্ষক আশিসকুমার রায়। গত কয়েকদিন ধরেই শ্রেণিভিত্তিক এমন বিশেষ ক্লাস চলছে শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠের বাটারফ্লাই পার্কে। এমন নজির যেখানে শিলিগুড়ি শহরের তথাকথিত নামী স্কুলগুলি দেখাতে পারছে না, সেখানে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্কুল হয়ে এই নজির নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে। তবে নজির গড়েও কৃতিত্ব দাবি করছেন না স্কুলের কেউই। আশিসকুমার রায় বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হলেও এখন এখানেও নগরায়ণের ধাক্কা লেগেছে। গাছের পর গাছ কাটা হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে উষ্ণায়নের প্রভাব। ফলে সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে অন্যান্য কীটপতঙ্গের সঙ্গে প্রজাপতিও। তার জেরে বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতি হচ্ছে। যা পুনরুদ্ধারে এই প্রজাপতি সংরক্ষণ এলাকা গড়ে তোলা।'

পলিনেটর শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে পতঙ্গদের মধ্যে প্রজাপতির স্থান তৃতীয়। ফলে প্রজাপতির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে ওই এলাকার দূষণের মাত্রা। তাই প্রজাপতি যখন ফিরে আসছে, তখন এলাকার দূষণ কমছে বলে বিশ্বাসী স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

এই বাটারফ্লাই পার্ক গড়তে অবশ্য পরিশ্রম কম হয়নি স্কুলের। পাঁচ হাজার বর্গফুট এলাকা চিহ্নিত করে প্রজাপতির 'আবাস ভূমি' তৈরি করতে রোপণ করতে হয়েছে হরেকরকম গাছ। গাছের তালিকায় রয়েছে লেবু, আকন্দ, রঙ্গন, কারিপাতা, তেঁতুল ও জবা ফুল। এই গাছগুলির টানে শুধু বিভিন্ন প্রজাপতি ফিরে এসেছে তাই নয়, বংশবৃদ্ধিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

স্কুল সূত্রে খবর, এখন পর্যন্ত ১৫ ধরনের প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে। সংখ্যাটা যে বাড়বে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা চন্দ বলছেন, 'ইতিমধ্যে অনেক লার্ভা আমাদের নজরে এসেছে। ফলে বংশবৃদ্ধি ঘটছে বোঝাই যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে প্রজাতির সংখ্যা বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।' প্রজাপতির ফিরে আসায় বাস্তুতন্ত্র সমাজজীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা পড়ুয়ারা বুঝতে পারছে বলে জানান স্কুলের টিআইসি গোবিন্দচন্দ্র রায়। তাঁর বক্তব্য, 'গাছপালা, কীটপতঙ্গের গুরুত্ব পড়ুয়ারা বুঝতে পারায় ওদের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে উঠছে। যা সমাজের জন্য যথেষ্ট ইতিবাচক।' এই ক্ষেত্রে ওয়েস্টবেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড সাহায্য করেছে বলে তিনি জানান।

শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠের প্রজাপতি পার্ক নিয়ে উচ্ছ্বসিত শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। তিনি বলছেন, 'এটা সময়ের দাবি। যে স্কুলে পর্যাপ্ত জায়গা এবং সীমানা প্রাচীর রয়েছে, এমন প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এমন পার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আশা করব অনেক স্কুলই এগিয়ে আসবে।'

আশার আত্মরক্ষার মন্ত্র

আলওয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : 'মুক্ত করো ভয়, আপনা–মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।' কবিগুরুর এই গানের লাইন জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছেন রাজস্থানের আলওয়ার জেলার প্রাথমিক শিক্ষিকা আশা সুমন। এখনও পর্যন্ত হাজারেরও বেশি মেয়েকে আত্মরক্ষার পাঠ শিখিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকশো দৃষ্টিহীন ও কয়েকশো মূকবধির মেয়ে রয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে জাতীয় শিক্ষক সম্মানে ভূষিত করেন।

রাজস্থানের আলওয়ার জেলার রাজগড় ব্লকের খরখরা গ্রাম। সেখানেই একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন আশা। তবে সেটিকে স্কুল বললে ভুল হবে। একটি গাছের নীচে চলত ক্লাস। নিকটবর্তী রাস্তা সাড়ে তিন কিমি দূর। বলতে গেলে একেবারে অজ পাড়াগাঁ। এলাকার জনা ২০ বাচ্চা স্কুলে আসত। ২০০৭ সালে অবশ্য রাজস্থান সরকার একটি স্কুল বিল্ডিং গড়ে দেয়। আশার প্রথম লড়াইটা শুরু হয় স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। যে গ্রামে স্কুলটি সেটি মুসলিমপ্রধান। অধিকাংশ অভিভাবকই তাঁদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চাইত না। গ্রামের সরপঞ্চের সাহায্যে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে আশা পথনাটিকা শুরু করলেন। তার ফল মিলতে শুরু করল দু'বছরের মধ্যেই পড়ুয়ার সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে ১২০–তে পৌঁছায়।

সবই যখন ঠিকঠাক চলছিল, তখনই একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায়। স্কুলের ৫০০ মিটারের মধ্যে এক মানসিক চাহিদাসম্পন্ন মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। যা গোটা গ্রামে প্রভাব ফেলে। অভিভাবকরা ফের স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দেন। তিন কিমি পথ একাই হেঁটে আসতেন আশা। ফলে তিনিও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। মেয়েদের আত্মরক্ষা নিয়ে আশা ভাবতে শুরু করেন। এরপরই একটি ঘটনা আশার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যা তাঁর কথায়, 'ঈশ্বরের মহিমা'। রাজস্থান পুলিশের পক্ষ থেকে সেই সময় আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। সেই শিবিরে অংশ নেন আশা। তিনি বলেন, 'আমি হিন্দির শিক্ষক। ওই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে পৌঁছে যায়। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, যত মানুষই আসুক না কেন আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব।'

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ১০ জন মেয়েকে নিয়ে তৈরি করেন আত্মরক্ষার টিম। সেই টিম ঘুরে ঘুরে সবাইকে সচেতন করতে থাকে। ভয়কে জয় করতে শেখায়। এই টিমের ক্রিয়াকলাপ সাড়া ফেলে দেয়। ফের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ২০১৮ সালের একটি ঘটনা ফের আশাকে নাড়া দিয়ে যায়। আলওয়ার জেলার থানাগাজিতে এক মহিলা তাঁর স্বামীর সামনেই গণধর্ষিতা হন। বিষয়টি গোটা দেশজুড়েই হইচই ফেলে দেয়। এরপরই মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ শেখানোকে জীবনের লক্ষ্য করে নেন।

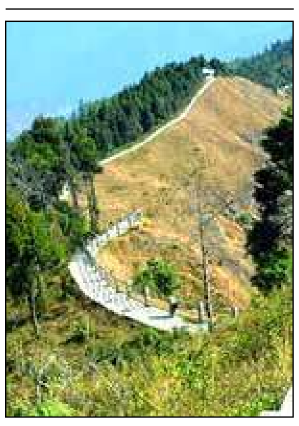

পর্যটনে সেরা কিতাম গ্রাম

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ পর্যটনে দেশে সেরার শিরোপা পেল সিকিমের নামচির কিতাম গ্রাম। পর্যটনমন্ত্রকের তরফ থেকে জাতীয় পুরস্কারের জন্য গ্রামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, দেশের ৭৯৫টি গ্রামের মধ্যে কিতামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সিকিমের গ্রামীণ পর্যটনে নতুন দিশার দেখা মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রামীণ পর্যটনের পরিকাঠামোর দিকে সিকিম সরকার এখন থেকে আরও নজর দেবে বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য।

উল্লেখ্য, করোনার পর থেকেই অফবিট ডেস্টিনেশন হিসেবে গ্রামগুলিকে বেছে নিচ্ছেন পর্যটকরা। সরকারি তরফেও গ্রামীণ পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

e-Tender Notice

e-Tenders are invited by this office from the bonafied Contractor vide **05/BDO/KHB/RIDF-XXIX/2023-24, Dated. 20.09.2023**. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days or in the website- **www.wbprd.nic.in** or **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kharibari Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৭১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

চলচ্চিত্র

এ মাসে শুটিং। অভিনয়ে সাধারণ দেখতে নতুন মুখ চাই। রোজ 500/– – 5,000/–। ফ্রি অডিশন হচ্ছে। 8282979209. (C/107440)

কর্মখালি

Agent Security Guards Rec Champasari Anchal and Ashighar E.By pass Road and Islampur Putiya. No. – 9064996928. (C/112669)

•

Organic Fertilizer shop requires a Manager in Mathabhanga. Candidates in and around Mathabhanga will be preferred. Ph : 7044675280. (B/S)

•

Electric Two Wheeler showroom is looking for a Manager and a Sales–Person in Mathabhanga. Candidates in and around Mathabhanga will be preferred. Female candidates are welcome. Ph: 7044675280. (B/S)

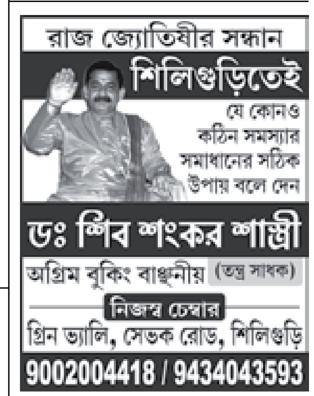

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশনের কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এসএন্ডটি/এপিডিজে/১৩, তারিখ: ১৫-০৯-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : এপি-এসটি-১৩-২০২৩-২৪; কাজের নাম: ৩ বছরের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ... টেন্ডার মূল্য: ₹১,৮৬,৬৬,১২৭/-; বিড সিকিউরিটি: ₹ ২,৪৩,৩০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৯-১০-২০২৩ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER

E.E., NBDD, invites online e-Tender for Construction of vertical garden along the boundary wall in the compound of Kanyashree Bungalow at Uttarkanya campus in Fulbari in the district of Jalpaiguri. Vide e-NIT No.- 52 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department. ICA-T19543(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Divisional Forest Officer, Malda Division
Open e-Tender Notice

Online (e-Tender) tender is invited for the Supply of food materials for different captive animals at Adina Deer Park under Malda Division. NIT No. 01/WBZA/MLD of 2023-24 (2nd Call). Last date of Bid submission online is 03.10.2023 upto 05:00 P.M. For further details contact in the Office of The Divisional Forest Officer, Malda Division, Nazrul Sarani, Mukdampur, Malda P.O. & Dist- Malda. Website: http://wbtenders.gov.in or http://www.westbengalforest.gov.in/tender.php Sd/- Ex-Officio Director, Adina Deer Park & Divisional Forest Officer, Malda Division ICA-T19496(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Repairing & renovation of Existing SNCU with testing & checking all existing electrical DBs and separate emergency DB and Air conditioner DB, with new power plug, earthling system n necessary allied works of North Bengal Medical College, Siliguri." Estimated amount: Rs. 9,95,322/- Tender ID: 2023_WBPWD_570367_1. Bid Submission start date (Online): 16.09.2023 at 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 27.09.2023 at 12:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- K. Sahu, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division. ICA-T19599(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer/ Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of - Patch repairing works of potholes, premix carpet & seal coat (in stretches) from 3.00 km to 11.00 km & 17.00 km to 22.00 km of Falakata-Madarihat Road under Alipurduar during the year 2023-24. N.I.(e).T No : 06 of 2023-24/EE/APD HW DIVN. Bid submission start date (Online): 20.09.2023 from 9.45 a.m. Bid submission closing date (Online): 04.10.2023 upto 6.55 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e).T and Tender documents may be downloaded from : http://etender.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T19579(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte. invites e-Tender for the work of Different Repair works in Mechanical Department, Construction of Pathway and restoration of damaged gangway at Jalpaiguri Govt. Engineering College, Jalpaiguri under Jalpaiguri Construction Division, PWD, during the year 2023-2024 WBPWD/EE/JCD/PWDte NIeT No. 16 of 2023-2024, Estimated Amount put to Tender Rs. 5,56,205.00. Tender Id: 2023_WBPWD_567525_1. Bid submission start date (online) 16.09.23 from 11.00 A.M., Bid submission closing date (online) 23.09.23 up to 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte., Jalpaiguri, Govt. of WB ICA-T19586(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte. invites e-Tender for the work of 'Construction of 01(one) no. New Deep Tube Well and allied works at Pharmacy Hostel, Jalpaiguri during the year 2023-2024 (2nd call), WBPWD/EE/JCD/PWDte NIeT No. 15 of 2023-2024, Estimated Amount put to Tender Rs. 9,05,350.00. Tender Id: 2023_WBPWD_567463_1. Bid submission start date (online) 16.09.23 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online) 23.09.23 up to 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte., Jalpaiguri, Govt. of WB ICA-T19585(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-NIT No. 07e of AE/CHSD of 2023-24
Tender ID: 2023_SH_569272_2

A.E., Chanchal Hwy Sub-Divn, P.W.(R)Dte., invites online e-tender for two works under Chanchal Hwy Sub-Divn. (i) Ratua Bhaluka Road from 6.40 kmp to 9.00 kmp (in stretches) by potholes repairing, premix carpeting and seal coat in stretches under Malda Highway Division, (ii) Damage repair (will be occur during laying pipe line by P.H.E. deptt.) of Bituminous road, hard shoulder portion over N.H-81 Connection to Harishchandrapur Railway Station Road. Bid Submission start date (online): 15/09/23 from 10.00 AM. Bid Submission closing date (online): 26/09/23 at 11.00 AM. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- K.Sikder, AE, Chanchal Hwy Sub-Divn, P.W.(R) Directorate. ICA-T19584(1)/2023

E-NIT

The office of undersigned invites Tender for NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO-11/BDO/MNG/JAL OF 2023-24, dated-19/09/2023 of. Last date of Bid submission is 09/10/2023 up to 5.00 P.M. For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/-
Block Development Officer
Maynaguri Development Block

NOTICE INVITING TENDER (e-tender)

e-NIT is hereby invited by the Planning Section, Alipurduar for Construction of structure for installation of water tank and Plumbing work ar Government run SAA vide eNIT No 03/VI-Plan/APD/2023-24, dated : 18.09.2023 of this office from bonafied, eligible contractors as specified in details. For more details please visit to **www.wbtenders.gov.in** & **www.alipurduar.gov.in**

Memo No : 514DICO/APD
Date 20/09/2023

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৫-০৯-২০২৩; নিম্নস্বাক্ষরকারীদের দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ৩৬-এপি-II-২০২৩; কাজের নাম: নিউ বোঙ্গাইগাঁওয়ে এডিইএন ফকিরগ্রাম জং. এর অধীনে গৌরীপুর স্টেশন কলোনিতে নতুন ...

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

তিনসুকিয়া ডিভিশনে আইপি ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এন-২০২৩-২৪-টিএসকে-এনআইটি-১৩, তারিখ: ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নিউ জলপাইগুড়িতে বৈদ্যুতিক কাজের জন্যে টেন্ডার বৈদ্যুতিকরণ

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

... সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে প্রকল্প তত্ত্বাবধান পরিষেবার নিয়োগ

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই (গতি শক্তি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং পরিষেবার (স্পেশাল মাইনর ইউনিট) জন্য ই-নিলাম

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিসেস নং. সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১৫.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র.নং.১. ই-টেন্ডার নং.: এমএলডিটি_এসএনটি_২৩-২৪_সিএপি_১১_ওটি, তারিখ ১৫.০৯.২০২৩। ...

www.ireps.gov.in ... MLD-61/2023-24

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

W.B.Minorities Dev & Fin. Corpn., Amber, DD-27/E, Saltlake, Kol-64

WBMDFC intends to engage 6 (six) Education Supervisor for Raiganj, Malda, Lalbagh, Katwa, Barasat & Alipore on purely temporary on contractual basis (not a Govt. employment). A written test & interview will be held on 04.10.23 for Raiganj, Malda & Barasat and on 05.10.23 for Lalbagh, Katwa & Alipore at 11:00 a.m. at WBMDFC Office. For details please visit our website : **www.wbmdfc.org**. Toll free no. 18001202130

Sd/- OSD & EO
Managing Director

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. - 1) NIT 084/Engg/2023-24 of SJDA & 2) NIT 085/Engg/2023-24 of SJDA. Name of Work: 1) Construction of Parking place with driver's rest room for New Office Building at Himanchal Vihar, Matigara, Dist. Darjeeling & 2) Construction of Bus Stand at Paribahan Nagar, Matigara, District Darjeeling. Amount put to Tender- 1) Rs. 58,62,300.00 & 2) Rs. 1,80,62,198,00, Earnest Money- 1) Rs. 1,17,246.00 & 2) Rs. 3,61,244.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 21.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 13.10.2023 upto 4:00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 16.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T19504(4)/2023

GOVT. OF WEST BENGAL
E-NIT No - 03/GPS dt.20.09.2023

Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Officer Gazole Panchayet Samity Malda on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for Construction of various type of works at different pin point under Gazole Panchayet Samity under 15 CFC. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work.

Last Date of Application : 29/09/2023

Details are available from the office.

Sd/-
Executive Officer
Gazole Panchayet Samity

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

২০ শতাংশের দাবিতে অনড় তরাই–ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা

আজ বোনাস বৈঠক, আশায় বাগান

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ২০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। ১৪ সেপ্টেম্বরের নিষ্ফলা বৈঠকের পর করমপুজোর প্রাক্কালে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ডুয়ার্স–তরাইয়ের প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিক।

তার আগে বুধবার অ্যান্ড্রিউ ইউল পরিচালিত নিউ ডুয়ার্স ছাড়াও কারবালা, চুনাভাটি ও বানারহাট মিলিয়ে মোট ৪টি চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলি বানারহাট চা বাগানে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে। মালিকপক্ষ যদি বোনাস বৈঠকে অংশ না নেয়, তাহলে শ্রমিকরা একজোট হয়ে বাগান অচল করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেইসঙ্গে সকাল থেকে ভারত–ভুটান আন্তর্জাতিক সড়ক, ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধেরও হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। বানারহাট চা বাগানের ওই সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি, তৃণমূল ও সিপিএম প্রভাবিত চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, শ্রম দপ্তরের তরফে সমস্ত শিল্প মহলের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

বোনাসের আশা নিয়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা।

জারি করে বোনাস না কমানোর অনুরোধ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, গত বছর যা বোনাসের হার ছিল, এবার যেন তা থেকে কম না হয় সেটা নিশ্চিত করা হোক। চা মহল জানিয়েছে, গত ৩ বছর ধরে ২০ শতাংশ হারেই বোনাস রফা হয়ে আসছে। তারও আগে ২০১৯ ও ২০১৮ সালে বোনাসের হার ছিল যথাক্রমে ১৮.৫ ও ১৯.৫ শতাংশ।

১৪ সেপ্টেম্বর প্রথম বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল টাটা অ্যামালগ্যামেটেড ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা অ্যান্ড্রিউ ইউল কর্তৃপক্ষ। ফলে শ্রমিক মহলে ক্ষোভ দেখা দেয়। ওই দুই সংস্থা অবশ্য বৃহস্পতিবারের বৈঠকে যোগ দেবে বলে জানিয়েছে। চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার (ডিবিআইটিএ) সম্পাদক

> ডুয়ার্সে টাটা গোষ্ঠীর ৪টি বাগান রয়েছে। তারা বোনাস বৈঠকে অংশ নেবে বলে চিঠি দিয়েছে।
>
> **–সঞ্জয় বাগচী,** *সম্পাদক ডিবিআইটিএ, ডুয়ার্স শাখা*

সঞ্জয় বাগচি বলেন, 'ডুয়ার্সে টাটা গোষ্ঠীর ৪টি বাগান রয়েছে। তারা বোনাস বৈঠকে অংশ নেবে বলে চিঠি দিয়েছে।' বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা জানান অ্যান্ড্রিউ ইউলের নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের ম্যানেজার তমাল গঙ্গোপাধ্যায়ও।

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'প্রথম বোনাস বৈঠকে ১৮টি প্রতিষ্ঠিত বাগান অংশ নেয়নি। ৪৩ বছর ধরে আলোচনার মাধ্যমে বোনাস নিষ্পত্তির যে পরম্পরা চা শিল্পে চালু আছে তা যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের।' বিটিডব্লিউইউয়ের সভাপতি যুগলকিশোর ঝাও একই কথা বলেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের বক্তব্য, '২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি কিছু অন্যায় নয়। তাছাড়া, প্রতি বছরই প্রকৃত রুগ্নতার নিরিখে কয়েকটি বাগানকে ছাড় দেওয়া হয়েই থাকে।'

এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির জিয়নকাঠি চা শিল্পে ২০ শতাংশের বোনাস থাকবে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে। বিশেষ করে প্রথম বৈঠকে মালিকপক্ষের মনোভাব শ্রমিকদের আশঙ্কা বাড়িয়েছে।

শিশুকন্যাকে নির্যাতনের ঘটনায় ধৃতের কঠোর শাস্তির দাবিতে ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। বুধবার।

অভিযোগ, নজরদারি নেই প্রশাসনের

পরিত্যক্ত ট্রাক টার্মিনাস যেন দুষ্কৃতীদের আখড়া

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : অবৈধ ট্রাক টার্মিনাসের আড়ালেই চলছিল নানা ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ট্রাক টার্মিনাসে সোমবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিন গভীর রাতে আড়াই বছর বয়সি শিশুকন্যা লালসার শিকার হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস ট্যাংকারের পিছন থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

২০০৭ সাল নাগাদ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'ধারে প্রায় ৩০ একর জমিতে কয়েক কোটি টাকা খরচে ট্রাক টার্মিনাসটি তৈরি করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, সেটি কর্তৃপক্ষের তরফে চালু না হওয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। এরপর স্থানীয় কয়েকজন মিলে লরি প্রতি কখনও ১০ টাকা আবার কখনও ২০ টাকার বিনিময়ে সিন্ডিকেট করে ট্রাক টার্মিনাসটি চালায়। সেখানে প্রচুর অবৈধ দোকান গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। আর প্রশাসনের নজরদারির অভাবের সুযোগ নিয়ে নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপও চলছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ট্রাক টার্মিনাসে শিশুকন্যাটির পরিবারও অবশ্য অবৈধভাবেই একটি ঘর দখল করে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। যদিও, খবর মিলেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ চলতি বছরই ট্রাক টার্মিনাসটি চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এখানে বিভিন্ন রাজ্যের লরিচালকরা এসে দাঁড়ান। লরি রেখে দিনের পর দিন থাকেন।

এই গোটা প্রক্রিয়াটি দেখভালের জন্য কোনও বৈধ অথরিটি না থাকায়, সন্ত্রাসবাদী কিংবা সমাজবিরোধীরা আশ্রয় নিচ্ছে কি না তা ঠাহর করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। শিশুকন্যা নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসতেই এই ট্রাক টার্মিনাস নিয়ে এমনই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ধৃত বর্ধমানের বাসিন্দা সুবল মণ্ডল (৪১) লরি নিয়ে মাঝেমাঝেই আসত। শিলিগুড়ি এলে কয়েকদিন টার্মিনাসে কাটিয়েই ফিরত। আরও জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা শিশুটিকে বেশ কয়েকবার চকোলেট, বিস্কুট সহ বিভিন্ন ধরনের

> ট্রাক টার্মিনাসটি কারা চালাচ্ছেন, কীভাবে সেটি চলছে তা খোঁজ নিয়ে দেখছি। এরপরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **–সঞ্জু গুহ মজুমদার**
> *বিডিও, ফাঁসিদেওয়া*

খাবারও কিনে দিতে দেখেছিলেন। এর থেকে স্থানীয় দোকানদাররা মনে করছেন প্রথম দিন থেকেই ওই লরিচালকের শিশুটির প্রতি কুনজর ছিল। সুবল বিভিন্ন প্রকারের নেশায় আসক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। সম্ভবত, পুজোর দিন রাতে নেশার ঘোরেই ঘুমন্ত শিশুটির সঙ্গে অপকর্ম করেছে। ঘটনার পরই অবশ্য ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছে সে।

বুধবার সন্ধ্যায় দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্থানীয়রা প্ল্যাকার্ড হাতে ময়লানিজোত থেকে ঘোষপুকুর ফাঁড়ি পর্যন্ত একটি মিছিল করেন। পরে, ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের উপস্থিতিতে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষকে একটি স্মারকলিপি জমা করেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ দেবরায়ের মন্তব্য, 'নৃশংসভাবে কন্যাশিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। দোষীর ফাঁসি চাই আমরা। সেইসঙ্গে ট্রাক টার্মিনাসে ভিনরাজ্যের লরি আসে। তাই, প্রশাসনের কাছে সেখানে নজরদারির দাবি রাখছি।'

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ট্রাক টার্মিনাসে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মঙ্গলবার গোটাদিন লরি প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, এদিন সমস্ত কিছু স্বাভাবিক রয়েছে। নির্যাতিতা শিশুকন্যাটি এখন আগের থেকে সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত। তাঁর মন্তব্য, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা। যখন শিশুকন্যাটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনও ব্লিডিং হচ্ছিল। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখছেন। সঠিকভাবেই চিকিৎসা চলছে। এখন আগের থেকে ভালো আছে।'

এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে শিশুটিকে দেখতে যান দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সদস্যরা। শিশুটির মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। সংগঠনের সভাপতি অমিত সরকারের কথায়, 'শিশু সুরক্ষা কমিশনে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। ব্লকে চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার থাকলেও, তাঁদের কোনও ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে না। ফলে, এধরনের সমস্যা বাড়ছে। সচেতনতা বাড়াতে তাঁদেরকেও কাজ করতে হবে।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদারের কথায়, 'ট্রাক টার্মিনাসটি কারা চালাচ্ছেন, কীভাবে সেটি চলছে তা খোঁজ নিয়ে দেখছি। এরপরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

অপহৃত নাবালিকার লোকেশন ট্র্যাক

নকশালবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : চারদিন আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল ১৬ বছরের এক নাবালিকা। বুধবার সেই নাবালিকার হদিস মিলল উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ১৬ বছরের এক নাবালিকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। ঘটনাটি নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বাবুপাড়ার।

ঘটনার দিন নাবালিকা ও তার মা বাড়িতে একাই ছিলেন। তার মা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় বাড়ি থেকে উধাও হয়ে পড়ে মেয়েটি। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। শেষে তার মা নকশালবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। নিখোঁজ নাবালিকা একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার নাবালিকার লোকেশন উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে মিলেছে। থানার ওসি অনির্বাণ নায়েকের কথায়, 'মেয়েটি একটি অপরিচিত নম্বর থেকে তার বাবাকে ফোন করে জানায়, সে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে আছে। সেই ফোনের সূত্র ধরে আমরা তার লোকেশন পেয়েছি। তাকে খুঁজতে আমরা উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

এদিকে নাবালিকার কাকার কথায়, মেয়েটি কীভাবে উত্তরপ্রদেশে পৌঁছাল? তাকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, মেয়েটির সঙ্গে একজন যুবক রয়েছে যে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সেই যুবকের সঙ্গে নাবালিকার দুই বান্ধবীর আগে থেকেই পরিচয় রয়েছে। সেই দুই বান্ধবী নকশালবাড়ি এবং বাগডোগরার বাসিন্দা।

নাবালিকার কাকা আরও জানান, মেয়েটির নিজস্ব মোবাইল ছিল না। কিন্তু বাড়ির মোবাইল মাঝেমধ্যেই সে ব্যবহার করত বন্ধুবান্ধবীদের ফোন করতে। উত্তরপ্রদেশের ওই যুবক মেয়েটিকে বিক্রি করতেই নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর। নাবালিকাকে ফেরত আনতে নকশালবাড়ির পুলিশ সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে।

পুকুর ভরাটের তদন্ত শুরু ভূমি দপ্তরের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পুকুর ভরাট কাণ্ডে আইনি ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়ে উঠল রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়ার পুকুর ভরাটের জায়গাটি বুধবার পরিদর্শন করেন রেভেনিউ ইনস্পেকটর অসীম ঘোষ। তিনি কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। কবে, কীভাবে জলাভূমিটি ভরাট করা হয়েছে, তা জানতে চান। ভরাটের সঙ্গে কারা যুক্ত, সে ব্যাপারেও খোঁজখবর নিতে দেখা যায় তাঁকে। সূত্রের খবর, এদিনই তিনি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলআরও) শুভব্রত মিত্রকে।

রাজগঞ্জের বিএলএলআরও বলছেন, 'ওখানে যে জলাভূমি ছিল, তা জানা গিয়েছে। এখন দেখতে হবে সরকারিভাবে জলাভূমিটি নথিভুক্ত রয়েছে কি না। রেকর্ডে থাকলে ওই নথি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যথায় স্থানীয়দের বক্তব্য অনুসারে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর আইনি পথে হাঁটলেও রাস্তা নির্মাণ নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও সংস্থার বোর্ড সদস্য রঞ্জন শীলশর্মার বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করব। পরের বোর্ড মিটিংয়েও বিষয়টি তুলে ধরা হবে। এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ করবে এসজেডিএ। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এমন অভিযোগ না ওঠে, তার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

সরকারি বা বেসরকারি কোনও পুকুর বা জলাভূমি ভরাট করা যায় না আইনত। কিন্তু ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়ায় এমনই একটি পুকুর ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে সম্প্রতি। মারাত্মক অভিযোগ, পুকুর ভরাটের পর যাতে জমি প্লট করে চড়া দামে বিক্রি করা যায়, তার জন্য তেমন জনবসতি না থাকার পরও দুই পাশে রাস্তা তৈরি করছে এসজেডিএ। পুকুর ভরাট যখন করা হয়েছে, তখন এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তৃণমূলের জুলি রায়। পারিবারিক পুকুরটি ভরাটের ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পুকুর ভরাট এবং এসজেডিএ'র রাস্তা তৈরি নিয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

ওই খবরের জেরেই পুকুর ভরাট কাণ্ড নিয়ে রাজগঞ্জ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে এসজেডিএ'র বিরুদ্ধে। রাস্তা তৈরি নিয়ে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল, তাঁরা

ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়ার বুজিয়ে দেওয়া পুকুর।

সরাসরি কোনও প্রকল্প হাতে নেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভার দেওয়া প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার পরই কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তেমন জনবসতি না থাকার পরেও এখানে রাস্তা তৈরির জন্য এসজেডিএতে প্রস্তাব দিয়েছিল ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তখন গ্রাম পঞ্চায়েতটির ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। কিন্তু এখন যখন দেখা যাচ্ছে, ওই এলাকায় রাস্তা তৈরির তেমন প্রয়োজন নেই, তখন কেন কাজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

শেষ হল প্রশিক্ষণ শিবির

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বুধবার শেষ হল রাজগঞ্জ ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের দু'দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। রাজগঞ্জের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তরে এই আসর বসেছিল। দু'দিনে দুটি করে মোট চারটি শিবিরের আয়োজন করা হয় দপ্তরের তরফে। প্রায় তিন শতাধিক সহায়িকা এতে অংশ নেন বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক দেবব্রত দেবনাথ বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ ও শিশুদের প্রতি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই উদ্যোগ।'

দপ্তর সূত্রে খবর, ব্লকে ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলা সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এখানে। এছাড়াও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সহায়িকাদের। দুর্ঘটনা এড়াতে সবসময় সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি ব্লকের ৩০৮টি কেন্দ্রে পাঁচটি করে পেঁপে গাছের চারা বিলি করা হয়েছে। ব্লকে ৫২৩টি কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ৩০৮টি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন রয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলোতেই চারা দেওয়া হয়। দু'দিনের শিবিরে প্রকল্প আধিকারিক ছাড়াও ব্লকে প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সুপারভাইজাররা অংশগ্রহণ করেন।

চৌপুকুরিয়ায় চুরি

বাগডোগরা, ২০ সেপ্টেম্বর : ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকা, গয়না সহ মূল্যবান নানা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে বাগডোগরার অদূরে চৌপুকুরিয়ায় এই চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাগডোগরা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মঙ্গলবার চৌপুকুরিয়ার রত্নবাহাদুর থাপা বাড়িতে তালা দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে নগদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। বুধবার সকালে প্রতিবেশীরা তালা ভাঙা দেখে রত্নবাহাদুরকে খবর দেন। রত্নবাহাদুর বলেন, 'বাড়ি করেছি নিরাপদে থাকার জন্য। কিন্তু এভাবে সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না।' এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপদ বসু বলেন, 'সোমবার রাতে বিশাল ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির বাড়ির গ্রিলের তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। এভাবে চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত।'

অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃতের হাতে উদ্ধার দু'দেশের পরিচয়পত্র

খড়িবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : দুই দেশের নাগরিকত্ব থাকার অভিযোগে এক নেপালের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত রাজেনকুমার থাপা নেপালের সিঙ্গিয়া জেলার চিত্রেভানজিয়াং এলাকার বাসিন্দা।

ভারত–নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাসস্ট্যান্ডে বুধবার সকালে নেপালের ওই বাসিন্দাকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হয়। পুলিশ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এরপর তাকে পুলিশ ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে নেপালের নাগরিক পরিচয়পত্র এবং ভারতীয় ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। ভারতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী সে মণিপুরের সেনাপতি এলাকার বাসিন্দা।

ধৃত রাজেনকুমার থাপা।

ধৃত পুলিশি জেরায় স্বীকার করে সে নেপালের বাসিন্দা। সে মণিপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। তার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানান, ধৃত কীভাবে দ্বৈত নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র তৈরি করেছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন ধৃতকে পুলিশ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে বিচার বিভাগীয় জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ছেলের মৃত্যুতে বিপাকে মা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছেলের মৃত্যুতে বিপাকে পড়েছেন বৃদ্ধা মা। মঙ্গলবার রাতে পেশায় সবজি বিক্রেতা দুলাল আচার্য (৫৫) সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। আমবাড়ি–সাহুডাঙ্গি রাজ্য সড়কে সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মগরাডাঙ্গির রাজগঞ্জ ব্লক হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুলালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পরেই বাইক ফেলে পালিয়ে যায় চালক। বাইকে থাকা তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বুধবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ নিয়ে আসা হয় এলাকায়। এদিন সন্ধ্যাতেই সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাটে মৃতদেহের সৎকার করা হয়। ছেলের মৃত্যুতে শোকের মাঝেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে মৃতের ৭৮ বছর বয়সি মাকে। স্থানীয়রা জানান, বিভিন্ন হাট ঘুরে সবজি বিক্রি করতেন দুলাল। তাঁর উপার্জনেই চলত মা–ছেলে দুজনের সংসার। এখন সংসার কীভাবে চলবে তা ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

২ পুলিশ অফিসারের বদলির নির্দেশ বাতিল

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের ওসি পাপ্পু সিং এবং তদন্তকারী অফিসার এএসআই বিশ্বজিৎ ঘোষকে কর্মস্থল থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাঠাবার আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বাতিল করে দিল।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী মামলা করেন। এই মামলার শুনানি হয় বুধবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং উদয় কুমারের আদালতে। উল্লেখ্য, পানিট্যাঙ্কি এলাকায় দুই ব্যক্তির মধ্যে টাকা–পয়সার লেনদেন নিয়ে মামলা হয়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আদালতে আইনজীবী সঞ্জয় মজুমদার মামলা করেন।

এজাহার দাখিল করার ছয় মাস পরেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন আউটপোস্টের ওসি পাপ্পু সিং এবং এএসআই বিশ্বজিৎ ঘোষকে তাঁদের কর্মস্থল থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে হবে।

বুধবার অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী আদালতে বলেন, বিষয়টি সিভিল ম্যাটার। দুইজন পুলিশ অফিসারকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা অভিপ্রেত নয়। মামলার শুনানির পর দুই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং উদয় কুমার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ বাতিল করে দেন বলে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী জানান। দ্রুত দুই পুলিশ অফিসারকে পুনরায় স্বপদে বহাল করার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

এই রায় শোনার পর শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশকর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া পরিলক্ষিত হয়। আদেশের অনুলিপি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটকে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চালু হল জিও এয়ার ফাইবার

নিউজ ব্যুরো

২০ সেপ্টেম্বর : আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা, মুম্বই ও পুনেতে গণেশ চতুর্থীতে চালু হল জিও এয়ার ফাইবার। ভারতকে প্রিমিয়ার ডিজিটাল সোসাইটিতে পরিবর্তন করতে এই উদ্যোগ জিওর। টিভি ও ব্রডব্যান্ড গ্রাহকদের উন্নতমানের পরিষেবা ও উন্নত ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স দিতে লঞ্চ হল নতুন এয়ার ফাইবার। অনেকসময় প্রত্যন্ত এলাকার গ্রাহকরা এই পরিষেবা পান না, তাঁদের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে জিও। রিলায়েন্স জিওর চেয়ারম্যান আকাশ আম্বানি বলেন, 'আমাদের ফাইবার–টু–হোম সার্ভিস জিওফাইভার আগের থেকে প্রচুর গ্রাহককে উন্নতমানের পরিষেবা দিয়ে এসেছে। কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি। তাই সকলের কাছে পৌঁছাতেই আমাদের এই জিও এয়ার ফাইবার লঞ্চ করা হল।' এয়ার ফাইবারের দাম শুরু হচ্ছে ৫৯৯ টাকা থেকে এবং থাকছে ৩৯৯৯ টাকা পর্যন্ত। ৩০ এমবিপিএস থেকে শুরু করে ১০০০ এমবিপিএস অবধি পরিষেবা থাকবে। এয়ারফাইবার ও এয়ার ফাইবার ম্যাক্স এই দুই ধরনের ভ্যারিয়েশন থাকবে। তবে ম্যাক্স ভার্সনটি শুধুমাত্র কয়েকটি এলাকায় সীমিত থাকবে। ৬০০০৮–৬০০০৮–এ মিসড কল দিয়ে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ করে বিস্তারিত জানা যাবে। কিংবা ভিজিট করতে হবে www.jio.com। কাছের জিও স্টোরে গিয়েও এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

পাথুরে রাস্তায় ধুলোয় অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : এবড়োখেবড়ো রাস্তা। হাঁটলেই হোঁচট খেতে হয় পথচলতি মানুষকে। কোথাও বিশাল গর্ত, কোথাও আবার পথজুড়ে ছড়িয়ে পাথর। গাড়িও চলছে দুলকি চালে। দিনের পর দিন এটাই অবস্থা শিলিগুড়ি লাগোয়া শিবমন্দিরের সদর রাস্তার। স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতে সেখানে জল জমে যায়। দিনেরবেলাতেই গাড়ি চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সবাইকে। মেরামতের জন্য একাধিকবার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে আর্জি জানানো হলেও অবস্থা বদলায়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর।

স্থানীয় ব্যবসায়ী তপন হালদার বলছিলেন, 'শিবমন্দিরের সদর রাস্তা লাগোয়া আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও মিলিটারি রোড সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়। অথচ প্রশাসনিক আধিকারিকদের কোনও হেলদোল নেই। দীর্ঘদিন থেকে এভাবে বেহাল দশা পথগুলোর।'

দুর্গাপুজোর আর মাত্র একমাস বাকি। নিত্যযাত্রী থেকে ব্যবসায়ী, সকলের দাবি, এবার অন্তত সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হোক প্রশাসন। নাহলে উৎসবের দিনগুলোতে ভোগান্তি বাড়বে আরও কয়েকগুণ। এনিয়ে বুধবার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রধান যূথিকা খাসনবিশ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁর দেখা মেলেনি। এরপর ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি তোলেননি।

প্রায় মাস ছয়েক আগে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় হালেরমাথা পর্যন্ত

রাস্তায় গর্ত, সামান্য বৃষ্টিতেই জমেছে জল। –সংবাদচিত্র

শিবমন্দিরের সদর রাস্তা এবং মাটিগাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন রাস্তা পুনরায় নির্মাণের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১.৩ কিমি এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু বর্ষার বাহানা দিয়ে সেই কাজ আর শুরু হয়নি বলে দাবি গ্রামবাসীর। বাইকচালক সুমন দাস বলেন, 'ভাঙা রাস্তায় ধুলো খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি। এরই মাঝে পথ দিয়ে ট্রাক সহ একাধিক ভারী গাড়ি যাতায়াত করায় সামনে কিছু দেখা যায় না। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন দায় কে নেবে?'

ঘটনাপ্রসঙ্গে অবশ্য আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। তাঁর কথায়, 'রাস্তার কাজ আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু বর্ষার কারণে থমকে রয়েছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, পুজোর আগে আনুমানিক ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে।'

GOVERNMENT OF NAGALAND
DIRECTORATE OF STATE LOTTERIES
NAGALAND :: KOHIMA

No.DSL/LOT-90/2022 Dated Kohima the 19th September 2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We would like to inform you that the draws for the Nagaland State paper lotteries, namely Dear 200 & 500 Monthly and Bumper, will now take place at 8:00 PM onwards starting from 23rd September, 2023. The draw timings Printed on the tickets as "6:00 PM onwards" should now be read as "8:00 PM onwards."

Here are the upcoming draw details:

Sl. No.	LOTTERY NAME	DRAW No.	DRAW DATE
1	DEAR 200 GOLD MONTHLY LOTTERY	5TH	23/09/2023
2	DEAR 500 MONTHLY LOTTERY	5TH	30/09/2023
3	DEAR 200 GOLD MONTHLY LOTTERY	6TH	07/10/2023
4	DEAR 500 BI-MONTHLY LOTTERY	3RD	14/10/2023
5	DEAR 500 BI-MONTHLY LOTTERY	4TH	21/10/2023
6	DEAR PUJA BUMPER 2023 LOTTERY	1ST	28/10/2023

Any inconvenience caused is regretted.

Sd/- (ZHOTHISA DAWHUO)
Director, Nagaland State Lotteries, Kohima.

অবৈধ জমি কারবারে নাম জড়াল তৃণমূলের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : মহানন্দা নদীর মধ্যে 'দ্বীপ'। আর সেই দ্বীপ এলাকাকে কেন্দ্র করে দেদারে চলছে জমির কারবার। বুধবার সেখানে যেতে নজরে পড়ল, সিমেন্টের ছোট ছোট সীমানা পাঁচিল দিয়ে এলাকাজুড়ে প্লট তৈরি করা হয়েছে। এলাকায় ঘোরাঘুরি করতেই কয়েকজন এসে বললেন, 'জমি লাগবে?' রেট কত জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এল, 'কাঠা প্রতি জমি হিসেবে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা থেকে শুরু।' আরও বললেন, 'জমির রেট ঠিক হওয়ার পরে প্রতিমা দিদির সঙ্গে দেখা করতে হবে। উনিই এই এলাকার সব।' এই প্রতিমা দিদি হলেন ডাবগ্রাম (১)-এর উদ্বাস্তু সেলের সভানেত্রী প্রতিমা ঠাকুর।

রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে খবর, ওই এলাকায় কিছুটা জমি খতিয়ানভুক্ত। আর একটা বড় অংশই খাস জমি। তবে পাট্টার জমিও রয়েছে। অভিযোগ, প্রতিমার নির্দেশ ছাড়া ওই এলাকায় কোনও জমি কেনাবেচা হয় না। অবশ্য বিষয়টা অস্বীকার করেছেন প্রতিমা। তাঁর বক্তব্য, 'জমি সংক্রান্ত কোনও ঝামেলা হলেই লোকজন আমার কাছে আসে। আমি সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করি।' কী ধরনের সমস্যা? এ বিষয়ে প্রতিমার জবাব, 'কেউ জমি কেনার পর টাকা দিচ্ছে না, কেউ জমি ছাড়ছে না।' শুধু তাই নয়, জমি কেনা ও বিক্রির পর প্রতিমার সঙ্গে দেখা করার অলিখিত নির্দেশ জারি রয়েছে এলাকায়। প্রতিমা বলেন, 'লোকজন আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার কাছে আসে।' কিন্তু এলাকার অধিকাংশ জমিই তো সরকারি। তাহলে সেখানে একের পর এক নির্মাণকাজ হচ্ছে কীভাবে? কোন জমি কী ধরনের জানা নেই তাঁর।

এদিকে, গোটা বিষয়টা নিয়ে সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'প্রতিমা তো কোনওভাবেই নেত্রী নয়। তাকে আমরা জমির দালাল হিসেবেই জানি। দ্বীপনগরের সরকারি জমি দালালি করে বিক্রি করছে। অবৈধ এই জমির কারবারে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বিরোধী দলের নেতাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।' প্রতিমার পালটা বক্তব্য, 'বিরোধীরা তো বলবেই। আমি সবসময়ই এলাকাবাসীর পাশে থাকি।'

এদিকে, দ্বীপনগরের এই কারবার নিয়ে দলের মধ্যেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের সভানেত্রী সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এক বছর হল এই পদে এসেছি। আমার আগে এই পদে দেবাশিস প্রামাণিক ছিলেন। উনি এ ব্যাপারটা ভালোমতো বলতে পারবেন।' প্রতিমা ডাবগ্রাম (১) প্রাক্তন উপপ্রধান অঞ্জন দত্ত ও প্রাক্তন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

দেবাশিস বলেন, 'জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিমা যাতে হস্তক্ষেপ না করে, সে ব্যাপারে আমি কথা বলব।' অঞ্জন এবারে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে ওখানে সরকারি জমি, পাট্টা জমি থাকায়, সে জমি কেনা ঠিক হবে কি না, সে বিষয়ে কথা বলতেই প্রতিমার সঙ্গে দেখা করে।' এদিকে, সেচ দপ্তরের এক অধিকর্তা বলেন, 'বিষয়টা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়রা জানান, দার্জিলিংয়ের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন নদীর মাঝখানে দ্বীপের মতন দেখতে এই এলাকায় হাতেগোনা কয়েকজন বাসিন্দা থাকলেও মূলত বসতি গড়ে ওঠে গত আট বছরে। জানা গিয়েছে, প্রতিমার বাড়ি আগে শালুগাড়াতে থাকলেও ২০১৬ সালে তিনি দ্বীপনগরে থাকতে শুরু করেন। এরপরই এলাকায় জমি কারবারির দাপট বাড়তে শুরু করে।

প্রতিমার দাবি, 'আমিই এলাকার উন্নয়নে এই এলাকাটিকে পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লড়াই চালিয়েছি।' অন্যদিকে অঞ্জন জানান, এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতিমার বাড়ির পেছনের পাঁচ কাঠা জায়গায় আইসিডিএস সেন্টারও তৈরি করা হবে।

দ্বীপনগরে এভাবেই প্লট করে বিক্রি করা হচ্ছে জমি।–সংবাদচিত্র

লক্ষ টাকার লেনদেন

- মহানন্দার বুকে তৈরি হয়েছে 'দ্বীপ', ক্রমশ সেখানে বাড়ছে জনসংখ্যা
- প্লট করে সেখানে কাঠাপ্রতি ৩-৪ লক্ষ টাকায় জমি বিক্রি হচ্ছে
- জমি বিক্রিতে নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের উদ্বাস্তু সেলের সভানেত্রীর

বাংলা-বিহার সীমানায় অবরোধ টোটোচালকদের। বুধবার।– সংবাদচিত্র

বিহারের টোটো চলাচলে ধন্দ ইসলামপুরে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : বিহারের টোটো নাকি বাংলায় চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাই বাংলা-বিহার সীমানায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিহারের টোটোচালকরা। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অনুমতি দেওয়া হবে না, ততক্ষণ তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তবে ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, এমন কোনও নির্দেশিকাই জারি করা হয়নি যে বিহারের টোটো বাংলায় চলতে পারবে না। যেসব টোটোচালক ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবেন শুধু তাঁদের উপরই পদক্ষেপ করা হবে।

বিহারের টোটোচালকদের অভিযোগ, ইসলামপুর শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের উপর বিহারের টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামপুর শহরের অলিগলিতে টোটো চালালেও তাঁদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। তাই তাঁরা পথ অবরোধ করে বিনা বাধায় বাংলায় টোটো চালানোর অনুমতি চাইছেন। এই দাবিতে বুধবার বিহার সীমানায় একাধিক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিহারের টোটোচালকরা। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলে।

এরপর ইসলামপুর থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। এই পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ চলাকালীন বাংলার কোনও গাড়িকে বিহারে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে সেই সময়ের মধ্যে যাঁরা কাজের উদ্দেশ্যে বিহারে যাচ্ছিলেন তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে।

> বিহার-বাংলার টোটো বলে নয়, যেসব টোটো ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবে এবং নিয়ম ভেঙে জাতীয় সড়কে টোটো চালাবে আইন অনুযায়ী তাদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
>
> **– মহম্মদ আব্দুল শাহিদ**
> *মহকুমা শাসক, ইসলামপুর*

ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ বলেন, 'বিহার-বাংলার টোটো বলে নয়, যেসব টোটো ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবে এবং নিয়ম ভেঙে জাতীয় সড়কে টোটো চালাবে আইন অনুযায়ী তাদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলের বক্তব্য, টোটো নিয়ে নতুন একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়েছে। পুলিশ সেই অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নে জোর ডিএমের

ভার্চুয়াল বৈঠকে সমতলের চারটি ব্লকের কাজের রিপোর্ট তলব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন এক সপ্তাহও হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ নজর দিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডঃ প্রীতি গোয়েল। বুধবার শিলিগুড়ির চারটি ব্লকের কোথায় কেমন কাজ হয়েছে, তার যেমন খোঁজ নিয়েছেন তিনি, তেমনই বকেয়া কাজগুলিতে বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে।

নতুন জেলা শাসকের গুরুত্বের তালিকায় যেমন রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি, তেমনই রয়েছে পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে নির্দিষ্ট কাজগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জেলা শাসক বলেন, 'সমতলের চারটি ব্লকের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিছু প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু প্রকল্পের কাজ আমরা দ্রুত শেষ করতে চাইছি।'

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। যার ফলে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির টাকা চলতি মাসেই পেয়ে গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। কাজে ঢিলেমির জন্য সাধারণত এক অর্থ বর্ষের টাকা পরবর্তী অর্থবর্ষে পাওয়া যায়। আর এবছর দ্রুত টাকা পাওয়া যাওয়ায়, কাজের ক্ষেত্রেও আরও গতি আনতে চাইছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। ওই লক্ষ্যেই বুধবার গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন নতুন জেলা শাসক। বৈঠকে তিনি জানতে চান কোন ব্লকে কেমন কাজ হয়েছে। সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও চান।

> সমতলের চারটি ব্লকের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিছু প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু প্রকল্পের কাজ আমরা দ্রুত শেষ করতে চাইছি।
>
> **– ডঃ প্রীতি গোয়েল**
> *জেলা শাসক, দার্জিলিং*

প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্ষেত্রে খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়াকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মাটিগাড়া ব্লক। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও জেলা শাসক প্রথম কিস্তির টাকা দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক ব্লককেই। কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ওয়ার্ক অর্ডারের পাশাপাশি যে কাজগুলির টেন্ডার এখন পর্যন্ত হয়নি, তার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (পুরোনো স্কিম) প্রথম দুটি কিস্তির টাকায় কোথায় কী কাজ হয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট মহকুমা পরিষদের এইও'র কাছে বিডিওদের জমা দেওয়ার কথা বলেছেন। কোথাও কোনও কাজ না হয়ে থাকলেও, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কথা বলেছেন। মহিলা দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন ডিআরডিসির প্রোজেক্ট ডিরেক্টরকে।

এদিনের ভার্চুয়ালি বৈঠকে মহকুমা পরিষদের এইও প্রেমকুমার বরদেওয়া, ডিআরডিসির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অরবিন্দ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চারটি ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি ও প্রধানরা।

বিদ্যুতের তার চুরিতে গ্রেপ্তার ২

খড়িবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বিপুল পরিমাণে চুরি করা বিদ্যুতের অ্যালুমিনিয়ামের তার সহ বিহারের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃত দীপক চৌহান ও সুরজকুমার রাজভর বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার বাংলা-বিহার সীমান্তের সিঙ্গিয়াজোত এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারবোঝাই করা ই-রিকশা আটক করে খড়িবাড়ি থানার দেবীগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ওই ই-রিকশাতে বিহারের দুই যুবক প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিবাহী অ্যালুমিনিয়ামের তার নিয়ে বিহারের গলগলিয়া থেকে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। এরপর বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের বৈধ কাগজপত্র পুলিশ দেখতে চাইলে তারা উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের রাতেই খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিহার বিদ্যুৎ দপ্তরের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার চুরি করে পশ্চিমবঙ্গের খড়িবাড়ি এলাকায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসছিল। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে তদন্তের স্বার্থে বিচারক ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরিচক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : কাফ সিরাপ সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলো পুলিশ। ধৃতরা হল মণীশ লেপচা, পেমা তামাং ও দীপ রানা। ধৃতদের কাছ থেকে ২৫ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, 'যে গাড়িতে কাফ সিরাপ পাচার করা হচ্ছিল, সেটি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি থেকেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নেপাল থেকে ব্রাউন সুগার পাচার আমরা আটকে দিয়েছি।' কোথাও কোনও সন্দেহভাজন কাজ নজরে এলে বাসিন্দারা যাতে পুলিশকে খবর দেয়, সেই আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

সচেতনতা শিবির

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লকের ধুমডাঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনের উদ্যোগে স্থানীয় মহম্মদবক্স হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে বুধবার একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, 'রেললাইনের ধারে আমাদের স্কুল। অধিকাংশ পড়ুয়াকে লাইনের গেট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সেবিষয়েই পড়ুয়াদের সঙ্গে রেলের কর্তারা এদিন সচেতনতামূলক শিবিরে অংশ নেন।'

ফাইলেরিয়া নির্ণয়

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : ফাইলেরিয়া নির্ণয়ে মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিগাঁও প্রাইমারি স্কুলে একটি শিবির হয়। ৩০১ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে। বুধবার রাতে শিবির বসেছে সোনাপুর মর্নিং প্রাইমারি স্কুলে। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাইলেরিয়া বা গোদ মশাবাহিত একটি রোগ। রাতের দিকে ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু সক্রিয় থাকে। তাই রাতে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আধার শিবির

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের সুবিধার্থে প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার থেকে আধার কার্ড তৈরির শিবির শুরু হল চোপড়ায়। ব্লকের নন্দীগছ হাইস্কুল ও মহম্মদবক্স হাইস্কুলে নিয়মিত শিবির চলবে। চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার জানিয়েছেন, এব্যাপারে এলাকায় প্রচার শুরু হয়েছে।

শিখার নেতৃত্বে পথ অবরোধ

এসজেডিএ'র সমালোচনায় বিজেপি বিধায়ক, পালটা সৌরভের

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বুধবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভিআইপি রোড অবরোধ করল বিজেপি। এদিন সকাল ন'টার আগেই দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামেন শিখা।

তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন থেকে এই পথ বেহাল। ভাঙা রাস্তার জন্য ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙেনি। বহুদিন ধরেই শুনছি, এই তো কাজ শুরু হবে। কিন্তু রাস্তা ভেঙে পুকুর হয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। তাই অবরোধ করতে বাধ্য হলাম।'

এদিন ঘণ্টাদুয়েক ধরে অবরোধ চলে। এর জেরে ওই রাস্তায় আসা গাড়িগুলিকে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করে। যদিও সহজে নিজেদের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ ছিলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপেই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এদিন অবরোধ চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদেরও অনেকে রাস্তা সংস্কার না হওয়ার জন্য এসজেডিএ'র সমালোচনা করেন।

বাড়িভাসায় ভিআইপি রোড অবরোধে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা।

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'জাবরাভিটা, বাড়িভাসা সহ শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজে হাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভিআইপি রোডটিও প্রায় এক কোটি টাকার খরচে তৈরি করে দেওয়া হবে।' বিধায়ক হয়ে শিখা পথ অবরোধ করে মানুষের সমস্যা তৈরি করেছেন বলেও মন্তব্য করেন সৌরভ।

যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতারা পালটা বিধায়কের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন। তাঁদের দাবি, বিধায়ক নিজের তহবিল থেকে উন্নয়নের কাজ করছেন না। কেন্দ্র থেকেও কোনও প্রকল্পের কাজ নিয়ে আসছেন না। পালটা শিখা জানান, বছরে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে রাস্তা, নিকাশিনালা, পানীয় জলের মতো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়।

অনেকদিন থেকেই বাড়িভাসার ভিআইপি রোডের অবস্থা বেহাল। ছাত্রমৃত্যুর পর দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কিছু জায়গায় কোনওমতে পিচের প্রলেপ দিয়ে কাজ শেষ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে আন্ডারপাস পার হলেই রাস্তার মাঝে বড় বড় একাধিক গর্ত দেখতে পাওয়া যাবে। যার জেরে প্রায়শই এখানে দুর্ঘটনা ঘটছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

পুণ্ডিবাড়িতে পুলিশকে আটকে মার গ্রামবাসীর

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : গোরু চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করে রেখেছিল জনতা। খবর পেয়ে সেই যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। শুধু তাই নয়, রাতভর পুলিশকেও আটকে রাখে গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ মরানদীর কুঠি এলাকায়। বুধবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সম্প্রতি এলাকাটির অনেক বাড়ি থেকেই গোরু চুরি হয়েছে। তাই পালা করে রাতপাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাইক সহ এক যুবককে গোরু পাচারকারী সন্দেহে আটক করেন তাঁরা। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। আটক যুবককে উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীর রোষের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। মারধরের পাশাপাশি পুলিশকে আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। সেসময় পুলিশের এক এএসআই সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হন। খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি হিমাদ্রি ঘোষ বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে যান। তাঁদেরও আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী জখম হন। তাঁদের পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়। পুলিশের দাবি, তাদের একটি গাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়েছে।

এরপরই ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস। বিশাল বাহিনী নিয়ে গিয়ে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে।

রাস্তায় পা ভাঙা হাতি, ব্যাহত যান চলাচল

বাগডোগরা, ২০ সেপ্টেম্বর : বুধবার দুপুরে বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কে খোঁড়া দাঁতাল হাতি দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাতিটির পিছনের বাঁ পা ভাঙা থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। ব্যাংডুবি সেনাছাউনির সামনে গজরাজকে দেখে সড়ক দিয়ে চলাচল করা গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে পড়ে। টোটোচালকরা টোটো ফেলে পালিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় যান চলাচল।

টোটোচালক সুমন রায় বলেন, 'হাতিটি সামনের দিকে আসতে দেখে ভয়ে টোটো ফেলে পালিয়ে যাই। টোটোতে তিনজন যাত্রী ছিলেন তাঁরাও পালিয়ে যান।' পর্যটকদের একটি দল বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে এই সড়ক দিয়ে মিরিকের দিকে যাচ্ছিল। হাতি দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন চালক।

গাড়িতে থাকা পর্যটক উমাশংকর তাপাড়িয়া বলেন, 'রাজস্থান থেকে মিরিক, দার্জিলিং বেড়াতে এসে রাস্তায় হাতি দেখে প্রথমে ভয় পেলেও সামনে থেকে হাতি দেখার সুযোগ পেলাম।' মণীশ সিং নামে সেনা জওয়ান বলেন, 'প্রায়দিনই বাগডোগরা জঙ্গল থেকে হাতি সেনাছাউনিতে ঢুকে ভাঙচুর করছে। তবে এদিন পা ভাঙা দাঁতালটি ক্ষতি করেনি।'

বাগডোগরার রাস্তায় হাতি। বুধবার।

বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, 'পা ভাঙা হাতিটি সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি, টিপুখোলা সেনাছাউনি এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। পা ভাঙা থাকায় বেশি ছুটতে পারে না। আজকে রাস্তায় এসেছিল। পরে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে।'

মিরিক লেক দেখে হতাশ অনীত

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পরিদর্শনে গিয়ে মিরিক লেকের অবস্থা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বুধবার তিনি মিরিক লেক সহ আশপাশের এলাকায় যান।

দীর্ঘদিন ধরেই লেকটির বিভিন্ন জায়গা দখল হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া লেকের জলে গাড়ি ধোয়া হচ্ছে। নর্দমার জলও এসে মিশছে। ফলে দূষণ দিন-দিন বাড়ছে। এদিন এসব বিষয় খতিয়ে দেখেন অনীত। তাঁর কথায়, 'মিরিক লেক খুবই সুন্দর। কিন্তু দিন-দিন লেকটি

বাড়ছে দূষণ

গরিমা হারিয়ে ফেলছে। আমরা আর্কিটেক্ট দিয়ে গোটা এলাকা সার্ভে করাব। মিরিকের সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সজাগ হতে হবে। লেকটি সাজিয়ে তুলতে নতুন করে ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে।'

জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ পদে বিমল গুরুং থাকাকালীন মিরিক লেকের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, প্রচুর টাকা বরাদ্দ হলেও সেভাবে মিরিক লেক ও আশপাশের জায়গার সংস্কার করা হয়নি। পরে পর্যটন দপ্তর মিরিক লেকের সংস্কারকাজ শুরু করে। ফলে কিছুটা হলেও এলাকার হাল ফেরে। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আবারও আগের পরিস্থিতিতে পৌঁছে যাওয়ার জোগাড়।

অন্যদিকে, মিরিক শহরে যানজট সমস্যা রয়েছে। গাড়ি পার্কিং নিয়েও নিত্যদিন সমস্যা হচ্ছে। অনীত বলছেন, 'মিরিক বাজারের পার্কিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে। যে কারণে যানজট হচ্ছে। বিকল্প জায়গা দেখা হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে।'

শরীরে বুলেট নিয়ে যন্ত্রণায় দিন কাটে ভোলা-রাধিকার

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ২০ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাসখানেক উত্তপ্ত ছিল দিনহাটা। প্রায় প্রতি রাতেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। গুলি, বোমাবাজি হয়। ভোট শেষে বোর্ড গঠন হওয়ার পর দিনহাটার গ্রামগঞ্জ এখন শান্ত। কিন্তু ভোটপর্বে হানাহানির ছাপ শরীরে নিয়ে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন দিনহাটার দুই বাসিন্দা।

পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/২৫৫ নম্বর বুথের নির্দল প্রার্থী ভোলা বর্মন ও দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রাধিকা বর্মনের দেহে এখনও রয়ে গিয়েছে বুলেট। ভোলার শরীর থেকে গুলি বের করার আশ্বাস দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু রাধিকার শরীর থেকে গুলি বের করা সম্ভব নয়। শরীরে গুলি নিয়ে সারাজীবন থাকতে হবে জানিয়ে দিয়েছেন দিল্লির এইমসের চিকিৎসকরা।

পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ভোলা আগে ১০ বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এর আগের পাঁচ বছর তৃণমূলের টিকিটে। এবারও দলের আশ্বাস পেয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, ওই বুথে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দল প্রতীক দিয়েছে। নির্দল হিসাবে নৌকা চিহ্ন নিয়ে ভোটে দাঁড়ান ভোলা। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। ভোটের আগে কয়েকবার হুমকি দেওয়া হয়। ভোটের আগের রাতে একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায়। ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ভোলার পেটে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। হামলা চালানো হয় ভোলার সঙ্গীদের ওপর। আরও কয়েকজন আহত হন। রাতেই কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ভোলাকে। পরদিন অপারেশন করে একটি গুলি বের করা হলেও কক্সিসে থাকা দ্বিতীয় গুলিটি বের করতে পারেননি চিকিৎসকরা। সামনের ক্ষত শুকোলে দ্বিতীয় গুলিটি বের করবেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ফলে সেই গুলি নিয়েই যন্ত্রণা সহ্য করে দিন কাটাতে হচ্ছে ভোলাকে। নিজে থেকে তিনি কোনও কাজ করতে পারেন না। হাঁটাচলাও করতে পারেন না। ইতিমধ্যে জমি বন্ধক রেখে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করিয়েছেন। দ্বিতীয় গুলি বের করতে আরও কয়েক লক্ষ টাকা লাগবে। কোথা থেকে মিলবে টাকা জানে না ভোলার পরিবার।

উত্তর কোয়ালিদহ গ্রামে ভোলার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন আকাশের দিকে চেয়ে। পেটে ব্যান্ডেজ। কথাবার্তাও স্পষ্ট নয়। ভোলার ছেলে উত্তম বলেন, 'পেটের ক্ষত শুকোলে পিঠে অপারেশন করে গুলি বের হবে। কিন্তু দু'মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেল। কোনও উন্নতি নেই। অপারেশন হবে কি না জানি না, হলে কোথায় টাকা পাব তাও জানি না।' ভোলার স্ত্রী কল্যাণী বলেন, 'স্বামী চলাফেরা করতে পারে না। খুব কষ্ট হয় কিছু করতে।'

পঞ্চায়েত ভোটের দিন দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/২৬২ নম্বর বুথে দুষ্কৃতীরা ছাপ্পা মারতে আসে। বাসিন্দারা বাধা দিলে গুলি চালায় তারা। গুলিবিদ্ধ হন ওই বুথেরই দুই বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ কার্জি ও রাধিকা বর্মন। পরে কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিরঞ্জিতের মৃত্যু হয়। পিঠে মেরুদণ্ডের পাশের হাড়ে গুলি আটকে রয়েছে রাধিকার। কোচবিহারের চিকিৎসকরা সেটি বের করতে পারেননি। গিয়েছিলেন এইমস-এ। সেখানেও বের হয়নি। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, গুলি বের করতে গেলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। তাই ওই গুলি বেরোবে না। ফলে গুলি নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন রাধিকা। কোনওরকমে দিন গুজরান করছেন। রাধিকা বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এইমস-এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। টাকা তো সব শেষ। গুলিও বের হয়নি। কী করব জানি না।

তবে তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'ওঁরা আমাকে জানালে সাধ্যমতো ওঁদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।' বিজেপির জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ বলেন, 'আগেও ওই পরিবারকে দল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাহায্য করেছেন। আগামীতেও করা হবে।'

রাধিকা বর্মন ও ভোলা বর্মন।

লোকসভায় পাশ মহিলা সংরক্ষণ বিল

দ্রুত কার্যকর করার দাবি সোনিয়া সহ বিরোধীদের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : ২০২৪ ও ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে মহিলা ভোটব্যাংককে পাখির চোখ করে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল মহিলা সংরক্ষণ বিল। মোদি সরকার যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম। বুধবার এই সংক্রান্ত সংবিধানের ১২৮তম সংশোধনী বিলে দীর্ঘ সাত ঘণ্টার বেশি সময় ধরে শাসক-বিরোধী শিবিরের মধ্যে তর্কাতর্কি চলে। বিতর্কের পর ভোটাভুটি হয়। সেসময় কক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৫৪টি। বিপক্ষে ভোট পড়ে ২টি। বৃহস্পতিবার বিলটি পেশ হবে রাজ্যসভায়।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের কাকলি ঘোষদস্তিদার, মহুয়া মৈত্র, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে, ডিএমকের কানিমোঝি সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোট বিলটিকে সমর্থন করেছে ঠিকই। কিন্তু সেটি কার্যকর করার জন্য জনগণনা ও ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সহ আরও ৬ বছর অপেক্ষা করতে হবে কেন তা নিয়ে বারবার প্রশ্নও তুলেছেন। আপত্তি তুলেছেন ওবিসি সম্প্রদায়ের মহিলাদের এই বিলের আওতা থেকে বাদ রাখার জন্যও। এর উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বক্তব্য, কোন আসন সংরক্ষিত থাকবে সেব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ডিলিমিটেশন কমিশন। সেই কাজটি করার জন্য জনগণনা প্রয়োজন। শা'র সাফ কথা, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট মিটলেই এই দুটি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১৯৮৯ সাল থেকে দীর্ঘ তিন দশক ধরে মহিলাদের জন্য আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে। ২০১০ সালে রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলেও লোকসভায় ঐকমত্যের অভাবে সেটি আনা সম্ভব হয়নি।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে লোকসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর সংসদ ছাড়ছেন সোনিয়া গান্ধি। বুধবার।

অমিত শা এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে মহিলাকেন্দ্রিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন এই বিল তার সূচনা করল। বিরোধীদের নিশানা করে তিনি বলেন, কিছু দলের কাছে এই বিল নির্বাচনে জেতার অস্ত্র হতে পারে। কিন্তু বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে মহিলাদের সংরক্ষণ হল তাঁদের স্বীকৃতির প্রশ্ন। তবে কিছু প্রশ্ন নিয়ে ইন্ডিয়া জোট বিলটিকে সমর্থন করলেও এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বিলটির বিরোধিতা করেন। কেন ওবিসি এবং মুসলিম মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাও জানতে চান তিনি।

এদিন সোনিয়া গান্ধি বলেন, 'গত ১৩ বছর ধরে ভারতের মহিলারা রাজনৈতিক দায়িত্ব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছেন। ওঁদের আরও অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। মহিলাদের সঙ্গে এমন আচরণ কি সঠিক। কংগ্রেসের তরফে আমাদের দাবি হল, অবিলম্বে এই বিল দ্রুত রূপায়ণ করা হোক আর সেইসঙ্গে জাতিগত জনগণনা করে এসসি, এসটি এবং ওবিসি মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। বিলটি কার্যকর করতে আরও দেরি করলে তা ভারতের মহিলাদের প্রতি ঘোর অবিচারের শামিল হবে।

নিজের ভাষণে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির কৃতিত্বের কথাও স্মৃতিচারণ করে সোনিয়া বলেন, রাজীব গান্ধির স্বপ্ন এখনও পর্যন্ত অর্ধেক পূরণ হয়েছে। এই বিল পাশের সঙ্গে তা পূর্ণ হবে। রাহুল বলেন, সরকার আজই মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করুক। কিন্তু ওবিসি মহিলাদেরও এই সংরক্ষণের সুবিধা দিন। দেশের মহিলাদের একটা বড় অংশের এই সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া উচিত। অথচ সেটাই এই বিলে নেই।

অন্যদিকে সর্বাধিক মহিলা জনপ্রতিনিধি পাঠানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতিত্ব দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং মহুয়া মৈত্র। তৃণমূলের বক্তব্য, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই পথিকৃত। জোড়া ফুল শিবিরের মোট সংসদ সদস্যের ৩৯ শতাংশই মহিলা। তাই শুধু বিল পেশ করলেই হবে না, অবিলম্বে আইন তৈরি করে কার্যকরও করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। বিলে সমর্থন করলেও ডিএমকের কানিমোঝি ডিলিমিটেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বিল থেকে ডিলিমিটেশনের বিষয়টি বাদ দেওয়ার দাবি তোলেন। এই বিলটিকে বলা হচ্ছে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম। আমাদের সেলাম জানানো বন্ধ হোক। আমাদের বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু সমান ভেবে সম্মান দিন। এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে বিজেপির নারীবিরোধী মানসিকতা নিয়ে খোঁচা দিয়ে বলেন, জনগণনা এবং ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া না সেরে কেন বিশেষ অধিবেশনে এই বিলটি পেশ করা হল। সপার ডিম্পল যাদব জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অত্যন্ত পিছড়েবর্গের মহিলাদের জন্যও সংরক্ষণ করা হোক।

ইন্ডিয়ার সম্মিলিত আক্রমণের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধী কৃতিত্ব দাবি করার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর কটাক্ষ, 'সাফল্যের ভাগ নিতে সকলেই এগিয়ে আসেন। কিন্তু ব্যর্থতার দায় কেউই নিতে চান না। কেউ কেউ এই বিলটিকে আমাদের বিল বলে দাবি করেন। আবার কেউ বলেন, তাঁরাই নাকি চিঠি লিখেছিলেন। কেউ বলছেন, তাঁরাই নাকি সংসদীয় কাঠামো গড়েছিলেন। সোনিয়াকে তাঁর কটাক্ষ, 'কেন এখন বিল কার্যকর করা হচ্ছে না তা জানতে চেয়েছেন উনি। সংবিধানকে বিকৃত করার অভ্যাস যে ওঁদের রয়েছে সেটা সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের কাছে সংবিধান পবিত্র একটি দলিল। বিরোধীরা কি চাইছেন আমরা সংবিধানকে লঙ্ঘন করি। বিরোধীরা দেশকে বিভ্রান্ত করছে।'

'মেয়েদের আগে সম্মান করুন'

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের আনা মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেও বিজেপিকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার, মহুয়া মৈত্র। মহিলাদের সম্পর্কে বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাকলির প্রশ্ন, মহিলাদের সংরক্ষণে বিল আনলেও বিজেপি কি সত্যিই সম্মান করে মহিলাদের? করলে, দেশের মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত দলীয় সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে তারা কেন ব্যবস্থা নিল না? মহিলাদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকলে তারা এমনটা করতে পারত না। বুধবার লোকসভায় কাকলি জানান, ১৬টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। কিন্তু একটি জায়গাতেও কোনও মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি গেরুয়া শিবির। ১৯৯৬ সালে প্রথম যখন এই বিলের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেই সময় থেকেই এই বিলকে সমর্থন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেগৌড়া সরকার সেই সময় বিলটি বিবেচনার জন্য সিপিআই সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক সংসদীয় প্যানেলে পাঠিয়েছিল। সেই সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাকলি বলেন, বাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। ২০১৪ সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ রয়েছে মহিলাদের জন্য। বিধানসভা, লোকসভা, বাংলার মন্ত্রীসভা — সব জায়গাতেই তৃণমূল মহিলা সদস্যদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ সেই রাজ্যকে ন্যায্য সাহায্য করা দূরে থাক, লাগাতার হেনস্তা করা হচ্ছে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিজেপি ধাপ্পাবাজি করছে বলে তোপ দাগেন তিনি।

সংবিধান থেকে বাদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার দিকে তাহলে কি চুপিসাড়ে পা বাড়াল মোদি সরকার। কোনওরকম আলোচনা, সংশোধনী ছাড়াই কি ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা বদলে ফেলল কেন্দ্র। মঙ্গলবার লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি অভিযোগ করেন, নতুন সংসদের প্রথম দিন পা রাখার সময় প্রত্যেক সাংসদের হাতে উপহার হিসেবে ভারতের যে সংবিধান বইটি দেওয়া হয়েছে তার প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটি নেই। তার বদলে ভারতকে শুধুই একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যা করা হয়েছে। অধীরবাবু বলেন, সংবিধানে যদি এই দুটি শব্দ না থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই একটি চিন্তার ব্যাপার। অধীরবাবুর অভিযোগ সম্পর্কে এদিন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনায়ও ওই দুটি শব্দ নেই। সংবিধানের এই পরিবর্তন নিছক ভুল না ইচ্ছাকৃত, বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল অবশ্য দাবি করেন, সংবিধানের খসড়া যখন তৈরি হয়েছিল তখন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটি ছিল না। যদিও সাংসদদের উপহার হিসেবে দেওয়া ইংরেজিতে সংবিধানে ওই দুটি শব্দ অনুপস্থিত থাকলেও হিন্দিতে লেখা সংবিধানে ওই শব্দদুটি রয়েছে।

গত ৯ বছর ধরে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটিকে মুছে ফেলা নিয়ে গেরুয়া শিবিরের নেতা-মন্ত্রীদের তরফে চর্চা কম হয়নি। যুক্তি দেখানো হয়েছিল, ১৯৫০ সালে সংবিধান তৈরিতে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটি ছিল না। অধীরবাবু সেই যুক্তি মেনে নিয়ে বলেন, 'আমরা সকলেই জানি, ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কাজেই এখনকার সংবিধানে যদি ওই শব্দদুটি না থাকে তাহলে সেটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার ব্যাপার।' অধীর বলেন, খুব কৌশলে এই কাজটি করা হয়েছে। কিছু বলতে গেলে ওরা জবাব দেবে, সংবিধান যখন শুরু হয়েছিল তখন তো ওই শব্দদুটি ছিল না। শুরুতে যা ছিল তাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওঁদের প্রকৃত লক্ষ্য অন্য। চালাকি করে শব্দদুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টি রাহুল গান্ধির দৃষ্টিগোচর করেন বলে জানান।

কংগ্রেসের অভিযোগ সম্পর্কে অর্জুনরাম মেঘওয়াল বলেন, সংবিধানের খসড়া যখন তৈরি হয়েছিল তখন সেটি এমনই ছিল। পরে সংশোধনী আনা হয়েছিল। এটা সেই আদি কপি। বিজেপি সাংসদ সুশীলকুমার মোদি বলেন, সংবিধান যখন গৃহীত হয়েছিল সেই আদি কপি

বিতর্কে মোদি সরকার, ক্ষুব্ধ বিরোধীরা

হল এটি। এটা সংশোধিত কপি সেটা তো বলা হয়নি। এখন কি সমাজতান্ত্রিক শব্দের কোনও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। অহেতুক বিতর্ক খাড়া করা হচ্ছে। অধীর এর জবাবে বলেন, '১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন হয়েছে। তাহলে আমরা সংশোধিত কপিটি কেন আজ পাব না। আমরা সংশোধনী এনেছিলাম কেন। সংবিধানকে বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' ঘটনা হল, মোরারজি দেশাইয়ের সরকার ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী এনে ইন্দিরার আমলের একাধিক সিদ্ধান্ত বদলের পথে হাঁটলেও প্রস্তাবনায় হাত দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল ভারতের সংবিধানের মূল কাঠামো। কাজেই তাকে বদল করা যাবে না।

'ভারতের বিরুদ্ধে প্রমাণহীন অভিযোগের পরিণতি মারাত্মক'

অটোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কাছে তথ্য-প্রমাণ প্রকাশের দাবি করলেন কানাডার বিরোধী নেতা পিয়েরে পইলিভর। কানাডিয়ান কনজারভেটিভ পার্টির নেতার মতে, সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছেন তা প্রমাণ করতে না পারলে পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমার মতে, প্রধানমন্ত্রীর উচিত যাবতীয় প্রমাণ প্রকাশ্যে আনা। যাতে কানাডার নাগরিকরা এই বিষয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তথ্য দিচ্ছেন না।' কানাডায় সক্রিয় ভারত বিরোধী শক্তিগুলির সমর্থন পেতে ট্রুডো প্ররোচনামূলক মন্তব্য করছেন বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। কার্যত একই ইঙ্গিত সেদেশের বিরোধী নেতাও। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন, অথচ চিন ইস্যুতে নীরব। কানাডায় চিনা হস্তক্ষেপের বিষয়টি সবার জানা।'

সোমবার কানাডার সংসদে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেছিলেন, নিজ্জরের খুনের ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন।' কিন্তু কী সেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তা খোলসা করেননি তিনি। অন্যদিকে, যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, কানাডায় সক্রিয় ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থীদের ওপর থেকে নজর ঘোরাতেই এই ধরনের অপ্রমাণিত অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ভারত ও কানাডা একে অন্যের দেশে কর্মরত দুই শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে।

হুঁশিয়ারি কানাডার বিরোধী নেতার

ভারতের কড়া প্রতিক্রিয়ার পরেই সুর নরম করার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রুডো। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, 'ভারতকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছে না কানাডা। বরং পরামর্শ দিচ্ছে, যদি ভারতীয় এজেন্টরা একজন খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদীকে খুনের ঘটনায় জড়িত তাহলে অটোয়া চায় নয়াদিল্লি এ ব্যাপারে যথাযত পদক্ষেপ করুক।' ট্রুডো আরও বলেন, 'ভারত সরকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়েছি। তবে উসকানি দিতে বা জটিলতা বাড়াতে চাই না।'

মোদি-জয়শংকর বৈঠক ■ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুদের কানাডা ছাড়ার হুমকি

সতর্কবার্তা বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি ও অটোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : প্যান্ডরার বাক্স খুলে দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। পার্লামেন্টে জাস্টিন ট্রুডোর ভারত-বিরোধী ভাষণের পরেই নতুন উদ্যোমে ময়দানে নেমে পড়েছে খালিস্তানপন্থীরা। কানাডার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ। সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়, এমনকি ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ানদের পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে পান্নুন বলেছেন, 'ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুরা, আপনারা কানাডা এবং কানাডার সংবিধানের প্রতি আনুগত্য হারিয়েছেন। আপনাদের গন্তব্য ভারত। কানাডা ছাড়ুন, ভারতে যান।' বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার আরও বক্তব্য, খালিস্তানপন্থী শিখরা বরাবর কানাডার প্রতি অনুগত। তারা সবসময় কানাডার পক্ষ নিয়েছে এবং এখনকার আইন-সংবিধানকে সমর্থন করেছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে কানাডায় ভারতীয় নাগরিকদের জন্য পরামর্শ জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সূত্রের খবর, সেখানে কানাডায় ভারতীয়দের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে।

একনজরে

- ■ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুদের কানাডা ছাড়ার হুমকি খালিস্তানপন্থী নেতা পান্নুনের
- ■ আমেরিকা ও মিত্র দেশগুলিকে ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর অনুরোধ কানাডার
- ■ হামলার আশঙ্কায় ভারতীয় নাগরিক-পড়ুয়াদের সতর্ক থাকার পরামর্শ বিদেশমন্ত্রকের

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে কানাডা যেভাবে ভারত-বিরোধী জিগির তোলার চেষ্টা করছে তা মোকাবিলার কৌশল নিয়েও আলোচনা করেছেন মোদি-জয়শংকর।

বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শপত্রে বলা হয়েছে, 'কানাডায় ক্রমবর্ধমান ভারত বিরোধী কাজকর্ম এবং রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ঘৃণাত্মক অপরাধের প্রেক্ষিতে সেখানকার সব ভারতীয় নাগরিক তথা যাঁরা ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন তাঁদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় কূটনীতিক ও যেসব ভারতীয়রা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করছেন না তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

কানাডার মতো প্রথম বিশ্বের দেশে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে এই ধরনের উদ্বেগ সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। পেশাজীবিরা ছাড়াও হাজার হাজার ভারতীয় পড়ুয়া কানাডায় পড়াশোনা করেন। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতীয় ছাত্রদের চরম সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অবশ্যই ভারতীয় হাইকমিশনে নথিভুক্ত হতে হবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পার্লামেন্টে ট্রুডো বক্তৃতা দেওয়ার সপ্তাহখানেক আগেই বন্ধু দেশগুলিকে ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল কানাডার তরফে। সেদেশের কূটনীতিকরা ঘরোয়া স্তরে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনায় বসেছিলেন। এমনকি ট্রুডো নিজেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে খালিস্তান ইস্যুতে প্রকাশ্যে কানাডার পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানান। যদিও আমেরিকা সহ কোনও দেশকেই পাশে পাননি তিনি। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংযত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

কোয়াড জোটের সদস্য অস্ট্রেলিয়া এই ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছে। কয়েকটি দেশের জনাকয়েক রাজনীতিক ব্যক্তিগত স্তরে ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। ব্রিটেনের লেবার পার্টির শিখ সাংসদ তনমনজিৎ সিং ধোসি বলেন, 'কানাডা থেকে আসা খবর শুনে বহু শিখ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁরা উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধ এবং ভীত। কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আমরাও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।' ধোসির মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

আশায় অপেক্ষা ইসরোর

ঘুম কি ভাঙবে বিক্রম, প্রজ্ঞানের

বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর : রাত শেষ হয়ে আসছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। ২২ সেপ্টেম্বর ভোর হওয়ার পর সূর্যের প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনে কি ফের ঘুম ভাঙবে ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞানের? প্রায় অলৌকিকের আশা নিয়ে শ্বাসরুদ্ধ প্রহর গুনছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। অনেকেই বলছেন, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে অভাবনীয় কিছু ঘটতেই পারে।

গত ২৩ অগাস্ট চাঁদে অবতরণের পর ২ সেপ্টেম্বর ল্যান্ডার এবং ৪ সেপ্টেম্বর রোভারকে 'ঘুম' পাড়িয়ে দেয় ইসরো। সংস্থা জানিয়েছে, ল্যান্ডার ও রোভারের ব্যাটারিতে পুরো চার্জ আছে। ২২ সেপ্টেম্বর চাঁদে সূর্যোদয় হলে সেগুলির সোলার প্যানেলে যাতে আলো এসে পড়ে, সেভাবেই তা রাখা হয়েছে। চালু আছে রিসিভার। দক্ষিণ মেরুতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ডার ও রোভারকে জাগানোর চেষ্টা করা হবে।

চাঁদে দিনেরবেলায় তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি এবং রাতে হিমাঙ্ক (শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস)-এর ১৮০ থেকে ২৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে চলে যায়। অত তীব্র ঠান্ডায় দীর্ঘ সময় (পৃথিবীর হিসাবে ১৪

দিন) কাটানোর পর যে-কোনো যন্ত্রপাতি বা কলকবজার ফের সক্রিয় হয়ে ওঠা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ। বাজার চলতি কোনও সোলার প্যানেল বা ব্যাটারির ক্ষমতা নেই এই চ্যালেঞ্জ জেতার। তবে অত্যাধুনিক লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি পারে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও কর্মক্ষমতা ধরে রাখতে। বিক্রম ও প্রজ্ঞানের প্রযুক্তিতে ইসরো লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির কোনও উন্নততর সংস্করণ ব্যবহার করে থাকলে খুব ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনা আছে ওই জুটির ফের জেগে ওঠার। ইসরো যদি তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তবে সেটা হবে খুব বড়মাপের প্রযুক্তিগত সাফল্য। এই সাফল্য কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে চাঁদের পিঠে আরও দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারবে ইসরো।

টুকরো খবর

বিনিয়োগ টানতে আজ দুবাইয়ে মমতা

দুবাই ও মাদ্রিদ, ২০ সেপ্টেম্বর : স্পেনের পর বিনিয়োগ টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বৃহস্পতিবার তাঁর দুবাই পৌঁছোনোর কথা। শুক্রবার সেখানে একটি শিল্প সম্মেলনে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। দেখা করবেন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে। এছাড়া আমিরশাহির অন্যতম বড় সংস্থা লুলু গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। উৎস কেরল হলেও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইউসুফ আলি মুসালিয়াম ভেট্টিল আবদুল কাদেরের মালিকানাধীন লুলু গ্রুপের বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে। ভারতে কেরল, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে শপিংমল, উৎপাদন কেন্দ্র ও হোটেল ব্যবসায় যুক্ত এই গোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ টানতে মুখ্যমন্ত্রী লুলু গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, সিঙ্গুরে লুলু গ্রুপকে বড় আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে রাজ্য সরকারের তরফে। ১১ দিনের বিদেশসফরের প্রথম ধাপে স্পেনের মাদ্রিদে এক শিল্প সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন মমতা। রাজ্যে ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য লা লিগার সঙ্গে মেউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ

নিউ ইয়র্ক, ২০ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে আয়োজিত জি২০ সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দু'দেশের সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ও পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইয়িপ এর্দোগান। বৈঠকের পর সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুললেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাশ্মীরে শান্তি বজায় রাখা যাবে। এর ফলে শুধু কাশ্মীর নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা স্থাপিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেও কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছেন এর্দোগান। পাকিস্তানের বন্ধুদেশ তুরস্ক এর আগেও কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছে। ২০২২ সালে একই ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল তুরস্ককে। ২০২০-তেও এই মঞ্চে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ভারতের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন। এবার দিল্লির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নতুন সংসদ ভবনের সামনে মেরি কম।

ক্ষুব্ধ বাংলাদেশি বিচারপতিরা

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করল বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএসএ)। বিচারপতিদের সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাব একটি স্বাধীন ওসার্বভৌম দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা। যা অবাঞ্ছিত এবং অযাচিত। আগে বাংলাদেশের দুই মানবাধিকার কর্মী আদিলুর রহমান খান ও এএসএম নাসিরুদ্দিন এলানকে দু'বছরের সাজা শুনিয়েছে আদালত। ২০১৩-র ৫-৬ মে ঢাকায় মৌলবাদী সংগঠন হেপাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে হেপাজত কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। বিজেএসএ'র বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ট্রাইবিউনাল মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখেছে।!

আট শর্তে ভারতে ৪ হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি

এ এইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : আট শর্তে ভারতে ৪ হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রকের। গত বছর ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয় ২,৯০০ টন। কিন্তু দাম চড়া ও মাছে স্বল্পতায় মাত্র ১৩০০ টন পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। বিগত চার বছর ধরে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ভারতে ইলিশ পাঠানোর রেওয়াজ। চলতি বছরেই বাংলাদেশের বাজারে ইলিশের দাম চড়া। বুধবার সন্ধ্যায় বাজারে ৯০০ গ্রাম প্রতি কেজি মাছের দাম ১০০০ টাকা। ১ কেজি ওজনের মাছ ১৪০০-১৫০০ টাকা। এবার দুর্গাপুজায় ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিল বাংলাদেশ। ৭৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ৫০ মেট্রিক টন করে ইলিশ রপ্তানির সুযোগ পাবে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুমতি বহাল থাকবে। বুধবার বাণিজ্যমন্ত্রকের তরফে একথা জানানো হয়। ইলিশ রপ্তানির আট শর্তে বাণিজ্যমন্ত্রক বলেছে, শুল্ক কর্তৃপক্ষ রপ্তানির অনুমতিপ্রাপ্ত পণ্যের

কায়িক পরীক্ষা করবে, প্রতিটি চালান জাহাজীকরণ শেষে রপ্তানির সব কাগজপত্র বাণিজ্যমন্ত্রককে পাঠাতে হবে, অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি রপ্তানি করা যাবে না, অনুমতিপত্র কোনওভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং অনুমোদিত রপ্তানিকারক ছাড়া সাবকন্ট্রাক্টিংয়ের মাধ্যমে ইলিশ রপ্তানি করা যাবে না। দুর্গাপূজা সামনে রেখে এবার ৫ হাজার টন ইলিশের চাহিদার কথা জানিয়েছিল ভারতের কলকাতার ব্যবসায়ীরা। ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফিশ ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে এই আবেদন করে। ৪ সেপ্টেম্বর তা বাণিজ্যমন্ত্রকে পৌঁছোয়। বাণিজ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, গত বছর পূজার সময় ২,৯০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতির বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ১,৩০০ টন। আগের বছরগুলোতেও ইলিশের প্রাপ্যতা কম এবং দাম বেশি হওয়া নির্ধারিত ইলিশ পাঠানো সম্ভব হয়নি। অনুমোদনের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কম।

১৯৮০ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী করিনা কাপুর।

অভিনেতা গুলশন গ্রোভারের জন্ম ১৯৫৫ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বৃহস্পতিবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৫ সংখ্যা

শুধুই আইন

চমকের রাজনীতির কখনও প্রতিযোগিতা হলে নরেন্দ্র মোদির সমকক্ষ আপাতত ভূভারতে আর কেউ নেই। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও সেই চেনা কৌশল বজায় রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। পুরোনো সংসদ ভবনকে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই দিয়ে মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে পা রাখার পরেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বিলের নামে মহিলা সংরক্ষণ কথাটিই নেই। বদলে হয়েছে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, অতীতে একাধিকবার এই বিল পাশের চেষ্টা করা হলেও ঈশ্বর হয়তো তাঁকেই এই পবিত্র কাজটি করার জন্য বেছে নিয়েছেন। এই বিলটির মাধ্যমে দেশের নারীশক্তির ক্ষমতায়ন চায় বিজেপি। সংসার চালানোর খরচ নিয়ে হিমসিম ভারতীয় মহিলাদের ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে তুষ্ট করতে চায়। বিলটি মোদি সরকারের অন্যতম তুরুপের তাস হতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সরকার কি আদৌ লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আগ্রহী? মহিলাদের ক্ষমতায়নেই বা তাদের আগ্রহ কতটা।

বিলটি চলতি অধিবেশনেই পাশ করাতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু মহিলা সংরক্ষণ ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে হবে কি না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ বিল অনুযায়ী, ডিলিমিটেশনের এই আসন সংরক্ষণ সম্ভব নয়। শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ সালে পরবর্তী জনগণনার পর ডিলিমিটেশন শুরু হবে। সেই কাজ শেষ হওয়ার পর ২০২৯ সাল নাগাদ মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করা হবে। অর্থাৎ এখন নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হয়ে গেলেও মহিলাদের আসন সংরক্ষণ চালু হবে ৬ বছর পর।

শুধু তাই নয়, বিলটিতে তপশিলি জাতি-আদিবাসী মহিলাদের সংরক্ষণের কথা থাকলেও ওবিসি মহিলাদের উল্লেখ নেই। সংখ্যালঘু মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ব্যাপারেও টুঁ শব্দ নেই। অথচ চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য, জি২০ বৈঠকের আয়োজন, নতুন সংসদ ভবনের পথ চলা ইত্যাদি নিয়ে যেভাবে নরেন্দ্র মোদির মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে, মহিলা সংরক্ষণ নিয়েও ঠিক সেভাবে এগোতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

৬ বছর পর যে ব্যবস্থা চালু হবে, তার জন্য তড়িঘড়ি সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। মহিলাদের আসন সংরক্ষণ কেন এতদিন ফেলে রাখা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে প্রভৃতি বিরোধী দলের দাবি, অবিলম্বে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি পাশ করিয়ে কার্যকর করা হোক।

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বক্তব্য, ভারতের মহিলারা গত ১৩ বছর ধরে রাজনৈতিক দায়িত্ব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখন আরও অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। ভারতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ প্রয়াত রাজীব গান্ধির আমলে শুরু হয়েছিল। তাঁর সময়েই পুরসভা ও পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিল আনা হয়েছিল। পরে পিভি নরসীমা রাওয়ের আমলে সেই আইন পাশ হয়।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার একাধিকবার মহিলা সংরক্ষণ বিল এনেও পাশ করাতে পারেনি। মনমোহন সিংয়ের আমলে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হলেও লোকসভায় আনা সম্ভব হয়নি। এতদিন বাদে মোদি সরকারের সামনে সেই সুযোগ এসেছে। কিন্তু সেই ইতিহাস তৈরির সুযোগকে তিনি স্রেফ রাজনীতির অঙ্কে মেলাতে চান। মহিলাদের ক্ষমতায়ন সত্যিই তাঁর লক্ষ্য হলে ৬ বছর অপেক্ষা করানোর পথে হাঁটতেন না।

২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) চালুর প্রচার হলেও এখন সেই প্রসঙ্গ শোনাই যায় না বিজেপির মুখে। চার বছর পরেও সেই আইনের বিধি তৈরি করে উঠতে পারেনি সরকার। আইনটি কার্যকর হওয়া এখন বিশবাঁও জলে। মহিলা সংরক্ষণ বিলের পরিণামও কি তাই?

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটোকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও। আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল,কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও- তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর। ইহার চাইতে বড়ো জনসেবা আর কিছু নাই।

– শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৬

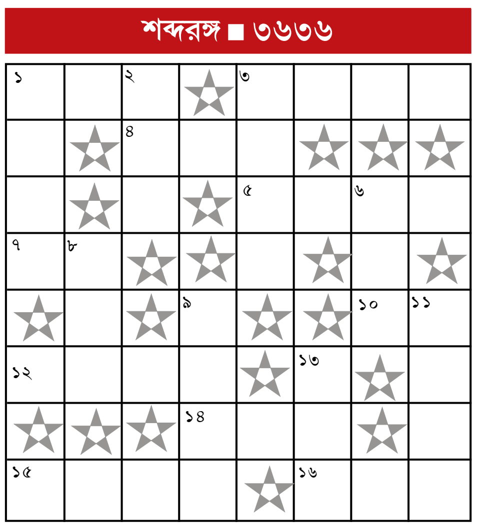

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। তরজা জাতীয়, গানবিশেষ, হাফ আখড়াই ৪। থপ-এর চেয়ে জোর শব্দ ৫। তাগাজাতীয় বাহুর অলংকার ৭। আকাশ ১০। বিবিধ, মাতামহ ১২। পদ্মফুল ১৪। কয়দিন, কতদিন ১৫। দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্থনে উত্থিত তীব্র বিষ, কালকূট ১৬। কাঁকর।

উপর-নীচ : ১। সহজাত বুদ্ধি, অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অকর্তব্য বিচারের ক্ষমতা ২। পুরাণাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক বা পাঠক, বক্তা ৩। বাস, স্থায়ী বাস ৬। স্তব, স্তুতি, প্রণাম ৮। রামায়ণে দশরথের এক পুত্র, নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি ৯। মধুর অস্ফুট ধ্বনি, অবিরাম জলপ্রবাহ বা জল নির্গমের শব্দ ১১। অগ্রাহ্য, বাতিল, অনুমতি দেওয়া হয়নি এমন ১৩। সোনা।

সমাধান ■ ৩৬৩৫

পাশাপাশি : ১। হাঁড়িচাচা ৫। নোলক ৬। বকধার্মিক ৮। খাড়ু ৯। তির ১১। খবরদারি ১৩। নন্দন ১৪। হাবভাব।

উপর-নীচ : ১। মনোহর ২। হাঁক ৩। চালাক ৪। দারক ৬। বড়ু ৭। ধামার ৮। খান্ডার ৯। তিরি ১০। সাতনরি ১১। খড়ম ১২। দানব ১৩। নব।

মাদ্রিদে মহারাজের মেদিনীপুরে শিল্প তৈরির ঘোষণায় প্রশ্ন-ধাঁধা ও বিভ্রান্তি

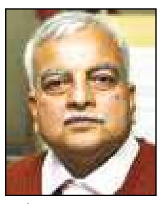

দেবদূত ঘোষঠাকুর

শটটা ছিল 'বাপি বাড়ি যা' স্টাইলের!

ক্রিজ থেকে এক পা এগিয়ে বল তুলে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে ফেলে দেওয়া শটের মতো।

এতদিন এই শটটি তিনি মারতেন ক্রিকেটের মাঠে। শট নিয়ে চর্চা হত বিস্তর, কিন্তু প্রশ্ন উঠত না কোনও।

এবার নতুন মাঠে নেমে সেটা করতে গিয়ে যেন অনেকটা খেই হারিয়ে ফেললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিল্পপতি হিসেবে প্রথম খেলায় শটটা ছিল 'বাপি বাড়ি যা'র মতো। ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক সংযোগ না হওয়ায় বাউন্ডারির দিকে গেল না বল। আর জন্ম দিল একরাশ প্রশ্নের।

প্রথম প্রশ্নটা সবাই করবে। যে ঘোষণা কলকাতার বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে করা যেত, তা সুদূর মাদ্রিদে বসে কেন? শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে কলকাতা থেকে লন্ডন হয়ে তাঁর স্পেনে যাওয়ার কী দরকার ছিল, উঠেছে সেই প্রশ্নও। তাহলে কি এর নেপথ্যে কোনও গল্প রয়েছে? বিষয়টি নিয়ে ট্রেনে, বাসে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্তর তর্কবিতর্ক হলেও, কলকাতার সংবাদমাধ্যম নিষ্ক্রিয়।

তবে এসবের মধ্যেও কেউ কেউ আসল তথ্যটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। যেমন রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়। বিশ্বখ্যাত একটি পরামর্শদানকারী সংস্থার এমডি রূপেনবাবু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানার ঘোষণা করেছেন সৌরভ। তাঁর সঙ্গে একজন নাম না জানা সঙ্গী রয়েছেন। হতে পারে গোয়েঙ্কা বা জিন্দাল বা আগরওয়ালা। কিন্তু কোনও স্প্যানিশ বিনিয়োগ বা সহযোগিতা নেই। আমি ভাবছি কেন মাদ্রিদে ঘোষণা করা হচ্ছে। স্প্যানিশ বিনিয়োগ কোথায়? মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন : হ্যামবার্গারের মধ্যে মাংসটা আসলে কার?'

মহারাজ যে সংস্থাকে 'আমাদের কোম্পানি' বলছেন, দেখা যাক সেই সংস্থার নামটি কী? নথিপত্র ঘেঁটে একটিমাত্র ইস্পাত সংস্থার নাম উঠে আসছে, যাদের পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর আর বিহারের পাটনায় কারখানা আছে। আর এই সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞাপনে গঙ্গোপাধ্যায়বাবু ওই সংস্থার মুখ। মুখ দেখিয়েই 'মোটা' টাকা পান তিনি। কিন্তু আমার বা আমাদের সংস্থা বলার মতো জায়গায় কি সৌরভ আছেন?

ওই ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাটি যে পাণ্ডবেশ্বর এবং পাটনার পরে আর কোথাও স্টিল প্ল্যান্ট গড়তে চলেছে, সেই তথ্য এখনও তাদের ওয়েবসাইটে ওঠেনি। আবার মালিক অর্থাৎ ডিরেক্টর হিসেবে যে পাঁচজনের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে বঙ্গসন্তান একজন আছেন বটে, তবে তিনি সৌরভ নন। একজন মহিলা। অনেকে বলছেন, মহারাজ হয়তো ওই সংস্থাটির খুব ছোটখাটো একজন অংশীদার। সেক্ষেত্রে এই তথ্যটি নিজেদের প্রচারের জন্য নিশ্চয়ই ব্যবহার করত শিল্প সংস্থাটি। কিন্তু তা তারা করেনি।

এক্ষেত্রে রূপেনবাবুর হ্যামবার্গারের মাংস সংক্রান্ত প্রশ্নটাই প্রণিধানযোগ্য। কলকাতার এক মাঝারি শিল্পপতির কথায়, 'আপনাদের মহারাজের কাজটি ছিল ওই শিল্প সংস্থার হয়ে ব্যাট ধরা। সেটাই তিনি মাদ্রিদে দিদির পাশে দাঁড়িয়ে ওই ঘোষণা করেছেন। খুবই সুপরিকল্পিত একটি প্ল্যান।'

অর্থাৎ মাদ্রিদে ওই সংস্থাকে নিজের বলে পরিচয় দিয়ে বস্তুতপক্ষে এক ঢিলে অনেক পাখি মারলেন মহারাজ। সংস্থাটিকে আর নিজে থেকে খরচ করে প্রকল্প শুরুর কথা ঘোষণা করতে হবে না। সেই ঘোষণায় তেমন প্রচার পাওয়া যেত না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে মাদ্রিদের খবরটি। এই মাইলেজ কখনও পেত না সংস্থাটি। 'আমাদের সংস্থার' বাকিরা কারা সেটা কেউ জানতে চায়নি। জানতে চায়নি মহারাজের নিজের পকেট থেকে কত যাবে সেটাও।

> যে শিল্পের কথা মহারাজ বললেন সেটি পরিবেশ দূষণকারী। এবার কার সাধ্য আছে দূষণের ছাড়পত্র আটকায়? লাল ফিতের ফাঁস এড়াতেই ওই সংস্থা মহারাজকে কাজে লাগিয়েছে কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। মহারাজ কি তাহলে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করলেন?

শুধু প্রচারে আসাই নয়, ওই সংস্থা নতুন কারখানার কোনও সরকারি ছাড়পত্র পেতেই আর সমস্যায় পড়বে না। যে শিল্পের কথা মহারাজ বললেন সেটি পরিবেশ দূষণকারী। এবার কার সাধ্য আছে দূষণের ছাড়পত্র আটকায়? লাল ফিতের ফাঁস এড়াতেই ওই সংস্থা মহারাজকে কাজে লাগিয়েছে কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। মহারাজ কি তাহলে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করলেন? সৌরভের কাছের এক সাংবাদিকের কাছে এসব নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁর জবাব, 'ও তো এভাবেই খেলে। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক খুব ভালো বোঝে ও।' ওই সাংবাদিক পাশাপাশি মন্তব্য করলেন, 'দেখুন, শালবনিতে কারখানা গড়ার জন্য ওই প্রাইভেট লিমিটেড কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি দপ্তরে এই বছরে যে শেয়ার হোল্ডিংয়ের ডেক্ল্যারেশন জমা দিয়েছে, তাতে দাদার নামে নিশ্চয়ই শেয়ার আছে।' যদিও এর সত্যমিথ্যা কারও জানা নেই। আর মাদ্রিদে ওই ঘোষণার সময় যেসব সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা মনে হয় একটিও প্রশ্ন করেননি। আর মাদ্রিদের ওই অনুষ্ঠানে দিদির উপস্থিতিতে কেউ যে তাঁকে কোনও প্রশ্ন করবে না সেটাও জানতেন সৌরভ এবং ওই ইস্পাত কারখানার মালিকরা। এ যেন টি টোয়েন্টিতে প্রথম পাওয়ার প্লে-তে খেলার সুযোগ পেয়ে যাওয়া।

সৌরভকে তো প্রশ্ন করার মতো মশলার অভাব ছিল না। পশ্চিম মেদিনীপুরে যে ইস্পাত কারখানাটি হচ্ছে তাতে মহারাজ নিজে কত টাকা বিনিয়োগ করবেন? বাকি বিনিয়োগকারীরা কারা? তাঁদের কে কতটা লগ্নি করবেন? সেদিন মাদ্রিদে সৌরভ যে ছোট্ট ভাষণটি দিয়েছিলেন তা শুনে পরিষ্কার যে উনি এই প্রকল্পের প্রথম থেকেই অংশীদার। তাহলে কেন রাজ্য শিল্প দপ্তর এতদিন কাউকে কিছু জানাল না? আগেই কলকাতায় কেন এই ঘোষণা তিনি করেননি? এই প্রশ্নটাও কেউ করেনি।

সৌরভের ওই দিনের ভাষণটি একবার শোনা যাক, 'অনেকদিন ধরেই কাজ চলছিল। মমতাদি, দ্বিবেদী স্যর সকলেই খুব প্রশংসা করেছেন। ক্লিয়ারেন্স হয়ে গিয়েছে। কনস্ট্রাকশনের কাজও শুরু হয়ে যাবে। দুটো প্ল্যান্ট আরও আছে। একটা দুর্গাপুর, আসানসোলে, আরেকটা পাটনাতে। এবার মেদিনীপুরে হবে। নতুন প্রজন্ম, যুব সম্প্রদায়ের ওদের জন্যই বিনিয়োগ দরকার, বাংলায় বড় শিল্প আসা দরকার। আমার কাছে যুব সম্প্রদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এই ক'টি বাক্যে এটা বোঝা গেল যে, আমাদের সৌরভ এই প্রকল্পটির সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত। তবে কীভাবে যুক্ত, কতটা যুক্ত তা পরিষ্কার করে জানতে চাননি কেউ। শিল্প দপ্তর ও ওই ইস্পাত সংস্থাও মুখ খোলেনি। ধোঁয়াশা কাটানোর চেষ্টাই করছে না কেউ। তাই বিভ্রান্তি দিন-দিন বেড়েই যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে মহারাজ ব্যবসা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। আর ব্যবসার চেষ্টা যে তিনি আগে করেননি তা কিন্তু নয়। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় দারুণ জায়গায় নিজের নামে একটি রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন। বেশ কয়েক বছর চলেছিল। তারপরে সেটি মুখ থুবড়ে পড়ে। হাতবদল হয়ে যায়। গল্প আরও আছে। বামফ্রন্ট আমলে সল্টলেকে জলের দরে জমি পেলেন। সেখানে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প করবেন। কোচিং ক্যাম্প হয়নি। শোনা গেল, তিনি ওই জমিতে ইংরেজিমাধ্যম স্কুল করবেন। ভালো ব্যবসা। সেটাও হল না। এলাকার মানুষ হতে দিলেন না। মামলা হল। মহারাজকে ওই জমি ফিরিয়ে দিতে হল। সরকার বদলাল। এবার তিনি জমি পেলেন নিউ টাউনে। সেই জমিতে কী হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তার মধ্যেই মাদ্রিদে বেহালার ছেলের ওই ঘোষণা।

বাঙালির নাকি ব্যবসা আর শিল্পে মন নেই। ভুল কথা। আর এই ভুল ভাঙাবেন আমাদের মহারাজ। শিল্পপতি অবতার হিসেবে তিনি কিন্তু হাজির। অসংখ্য প্রশ্ন, ধাঁধা আর বিভ্রান্তি শুধু থেকে গেল।

(লেখক সাংবাদিক)

ভালোমানুষ হারিয়ে যায়, পালটে যায় সংজ্ঞাও

সঞ্জয় মল্লিক

কাকে বলে ভালোমানুষ? উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এই প্রশ্নটা বছর দশেক আগে করা হলে যা যা উত্তর মিলত, এখন তা মেলে না। এখন ভালোমানুষের মানে পালটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এমনিতে ভালো-খারাপের মাপকাঠি নির্ধারণ করা কঠিন। একেক জন মানুষ ভালোমানুষ নিয়ে একেকটি তত্ত্ব বলবেন। তবে এটা ঠিক, যাঁরা জীবনের সব পরিস্থিতিতে সততা, আদর্শ ও মানবতাকে এগিয়ে রাখেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভালোমানুষ। আর উলটোটা করে মানুষকে ঠকানো, মিথ্যেবাদী ও অর্থলোভীদের আমরা খারাপ মানুষ বলেই জানি।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি সদা সত্য কথা বলবে। ভালোমানুষ ও সৎমানুষের সংস্পর্শে থাকবে। সভ্যতার চিরন্তন সত্য বাণী। বড়দের মুখে শোনা সেই কথার ধারা আজও রক্তে বয়। বিলিয়ে দিই আমার উত্তরসূরিদের। শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে বলি যাঁরা সৎ তাঁদের আসন সবসময় উঁচুতে। মিথ্যেবাদীরা কখনও জয়ী হয় না।

কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ কতটা? প্রতারক-লোভী খারাপ মানুষের পাল্লাই তো ভারী। তাদের পেছনেই মানুষের লাইন। ভালোমানুষির মুখোশ পরে তাদের অভিনয় হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজের অভিনয়কেও হার মানায়। তবুও তারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন পায়। আর সহজ-সরল ভালোমানুষেরা যাঁরা ভেতরে ও বাইরে গঙ্গার মতো স্বচ্ছ তাঁরা আলো থেকে আলোকবর্ষ দূরে।

কেন এমন? কারণ কী? উত্তর একটাই- আমাদের স্বার্থ। আমরা স্বার্থের জন্য মিথ্যেবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক জেনেও তাদের পিছনে ছুটে যাই। শিক্ষাক্ষেত্রে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারেই ভাবুন। যে ভাবী শিক্ষকরা চাকরি পেতে টাকা ঘুষ দিয়েছেন, তাঁরাও সমান অপরাধী।

একদিন স্বার্থের এই আভিজাত্য রেখে আমাদের এই পৃথিবী ছাড়তে হবে সেদিন আমরা এই বিবেকহীন ভূমিকার কালো দাগ মুছে যেতে পারব কি? একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আমরা শিক্ষকরা এর ব্যতিক্রম হতে পারছি না কেন? আমরা ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে বলছি, সত্যের সঙ্গে চলবে, সত্যকে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উলটো করছি। মিথ্যেবাদী অভিনেতাদের পুজোর আসনে বসিয়ে যত্নে রাখা ফুলটি তাকেই তুলে দিচ্ছি। তাতে নিজের সম্মান ও সময় গেলেও বোঝার ক্ষমতাকে ইচ্ছে করেই বিসর্জন দিচ্ছি! আর ভালোমানুষের নামে করুণার ভিক্ষেটুকু রেখে ভালোমানুষকে এড়িয়ে চলছি বা চালাকি করে সরিয়ে দিচ্ছি। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে ভালোমানুষ আত্মসম্মান বাঁচাতে নিজেরাই আলো ছেড়ে অন্ধকার বেছে নিচ্ছে। আমরা দেখছি, শুনছি অনুভবও করছি কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছি সেই মিথ্যেবাদী অভিনেতাদের।

নিঃসন্দেহে কিছু মানুষ ব্যতিক্রম আছে। সত্য প্রেমে নিমগ্ন থাকা সেইসব মানুষের জন্যই আজও জোছনায় ভেজা যায়, চিলাপাতার রহস্য ভালো লাগে, নদী ও পাখিদের কাছে গেলে প্রেম ফুটে ওঠে।

কিন্তু কতদিন? আমরা প্রমাণ করছি খারাপ মানুষেরই গুরুত্ব ও সম্মান বেশি। আর ভালোমানুষ নিরীহ প্রাণীর মতো জীবন অতিবাহিত করবে। এভাবেই যদি ভালোমানুষকে হারিয়ে খারাপ মানুষকে জিতিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভালো বলে কেউ থাকবে কি? ভালোমানুষ বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণিতে পরিণত হবে। আগামী পৃথিবী ভালোমানুষহীন হলে এর জন্য আমি-আপনি দায়ী থাকব।

(লেখক কোচবিহারের শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

তাড়াতাড়ি বাজারে যাও। ইলিশ তো ফুরিয়ে যাবে। –অভি

আলোচিত

সিবিআই আদালতের সঙ্গে খেলছে। মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ টাকার বিনিময়ে হয়েছে। অযোগ্যরা চাকরি পেয়েছেন। অথচ যে মনোভাব নিয়ে তদন্ত করা উচিত ছিল, সিবিআই সেভাবে করেনি। এতে আদালত আশাহত হয়েছে।

–অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ

২০২২ সালে আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর জেল মিউজিয়াম উদ্বোধন করেছিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর এটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১০৮ একর জমিতে অবস্থিত এই মিউজিয়াম। ১১৬ বছরের পুরোনো আলিপুর জেলে সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহরুর মতো নেতারা বন্দি ছিলেন।

ভাইরাল

খাবার দিলে বাঁদররা সানন্দে তা নিয়ে যায়। এবার তার উলটপুরাণ। একটি মেয়ে এক বাঁদরকে আম খেতে দিয়েছিল। ভেবেছিল, অন্যান্য বাঁদরের মতো সেও নিয়ে নেবে। বাঁদরটি আম নিল বটে, সেই সঙ্গে তাকে সপাটে একটি চড় কষিয়ে দিল। মেয়েটি তো অবাক।

জনমত

অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা নিয়ে ঘোর সমস্যা

সম্প্রতি আধার 'এনেবেলড পেমেন্ট সিস্টেম' ব্যবহার করে আর্থিক প্রতারণার বেশ কয়েকটি ঘটনায় আলোড়ন পড়েছে। সংবাদমাধ্যমে দুটি ক্ষেত্রের কথা বারবার উঠে আসছে, যেখানে বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। (এক) সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণের সময় এবং (দুই) সিম কার্ড কেনার সময়। কিন্তু এ দুটি কাজ কেউ নিয়মিত করেন না। সাধারণ মানুষ নিয়মিত র‍্যাশন তোলেন, যেখানে বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাঁরা বায়োমেট্রিক তথ্য লক করে রাখলে র‍্যাশন পাবেন না। প্রতি মাসে এই তথ্য একবার লক, আরেকবার আনলক কেউ করবেন না। তাহলে আধার সুরক্ষিত হবে কীভাবে? তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টই বা সুরক্ষিত হবে কীভাবে?

শঙ্খমণি গোস্বামী
নোনা চন্দনপুকুর, কলকাতা।

পত্রলেখকদের প্রতি

উত্তরবঙ্গ সংবাদে আপনিও চিঠি পাঠাতে পারেন। কাগজে প্রকাশিত যে কোনও প্রবন্ধ বা খবরের প্রেক্ষাপটে আপনার মন্তব্য পাঠান ৩০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে পাঠাতে হবে।
মেল আইডি :
janamat.ubs@gmail.com

রেলের ঘেরাটোপে হাঁসফাঁস দিনহাটা ভিলেজ ১-এর

পাথুরে পথে হোঁচট খেতে খেতে রেললাইন পার হয়ে শহরে যাওয়া-আসা যেন দিনহাটা ভিলেজ ১-এর বাসিন্দাদের বিধির লিখন। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা হঠাৎ কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ফায়ার ব্রিগেডের দ্রুত আসার জো নেই। ঘুরে আসতে হবে তিন কিলোমিটার পথ। ভারী কোনও দ্রব্য বাড়িতে আনতে পোহাতে হয় অনেক ঝক্কি। অনেক ভাবনাচিন্তার পর অবশেষে ঘাড়ে তুলে পার করতে হয় চালের বস্তা কিংবা গ্যাস সিলিন্ডার। এভাবেই চলছে রেললাইন পারাপার করে শহরে যাওয়া-আসা।

দিনহাটা শহর ঘেঁষে কোচবিহার-বামনহাট রেললাইন। রেললাইনের এপারে শহর, ওপারে ভিলেজ-১ গ্রামটি। পরবর্তী সময়ে দিনহাটা পুরসভা একটি বাইপাস করেছে রেললাইন বরাবর। এলাকাটি খাতায়-কলমে গ্রাম হলেও বাস্তবে শহর থেকে ভিন্ন। কার্যত শৃঙ্খলে বন্দিদশা।

২০০৯-এ কোচবিহার-বামনহাট মিটারগেজ রেলপথটি ব্রডগেজে রূপান্তরিত হলে দিনহাটা শহর সংলগ্ন বাইপাস রোড ও রেললাইনের মাঝবরাবর কলেজ হল্ট থেকে বলরামপুর রোড পর্যন্ত লম্বা লোহার রেলিং টেনে দেয় রেলমন্ত্রক। অবশ্যই নিরাপত্তাজনিত কারণে। কিন্তু এতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ভিলেজ-১ গ্রামবাসীর উপর। আগে পাথরে হোঁচট খেলেও রেললাইন পার হলেই শহরে আসা যেত। লোহার রেলিং হওয়ায় সেটাও বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সেবার অনেক দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি ও তদারকির পর রেলমন্ত্রক ওই লোহার রেলিং কেটে কিছু কিছু জায়গায় কিছু গ্যাপ তৈরি করে দিয়েছিল যাতে রেললাইনের ওপারের বাসিন্দারা ওই অংশ ব্যবহার করে সহজে শহরে আসতে পারেন। এভাবে চলছিল দিন।

সম্প্রতি কোচবিহার-বামনহাট রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণ শুরু হতে আবার রেলমন্ত্রক উঠেপড়ে লেগেছে লেভেল ক্রসিং সহ রেলিংয়ের সমস্ত গ্যাপ বন্ধ করে দিতে। তাতে রাতের ঘুম উড়েছে গ্রামের বাসিন্দাদের।

কেননা, এতে ভীষণ বিপাকে পড়বেন বাসিন্দারা। দুই মিনিটের পথ তখন পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে শহরে যেতে। অথচ রেললাইনের পূর্বদিকে দিয়ে রেললাইন বরাবর বাইপাস রাস্তার মতো মাত্র দুই কিমি দূরত্বে একটি রাস্তা নির্মাণ করে দিলেই এই সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে।

কিন্তু সমাধান করবে কে? উদ্যোগী হওয়া উচিত দিনহাটা পুরসভার। কোচবিহার জেলা পরিষদ কিংবা পূর্ত দপ্তর কাজটি করতে পারে। আমাদের শুধু দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি।

জয়গোপাল ভৌমিক
সুকান্ত লেন, এক্সচেঞ্জপাড়া
দিনহাটা।

ভারত ও ইন্ডিয়া, দুটো নামই যথাযথ

আমাদের দেশের নাম ভারত ও ইন্ডিয়া দুটোই। অথচ এখন নাম নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। একপক্ষের দাবি, দুটো নামের পরিবর্তে শুধু ভারত হোক। অন্যপক্ষের দাবি, দুটো নামই বজায় রাখা হোক। উভয়পক্ষের অনেক যুক্তি আছে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলতে চাই, উভয় নামের গুরুত্ব আছে। ভারত নামে যেমন জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পায়, তেমনই ইন্ডিয়া নামে আন্তর্জাতিকতা প্রকাশ পায়। আমাদের দুটোরই প্রয়োজন আছে।

ইন্ডিয়া নামের নেপথ্যে প্রাচীন অখণ্ড ভারতের সিন্ধু নদের নাম রয়েছে। আবার ভারত নামের নেপথ্যে পৌরাণিক রাজা ভরত বা সরস্বতী অর্থাৎ ভারতী নাম রয়েছে। আমাদের উদার চিত্তে ইন্ডিয়া নামও বজায় রাখা উচিত। সংবিধানে লেখা রয়েছে - India, that is Bharat-এর পরিবর্তে Bharat, that is India লেখার কথাও ভাবা যেতে পারে।

রাজকুমার জাজোদিয়া
কালিয়াগঞ্জ।

সাইবার জালিয়াতিতে শীর্ষে কলকাতা

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : ইন্টারনেটের যুগে সম্প্রতি মানুষের ঘুম ছুটেছে সাইবার জালিয়াতি নিয়ে। ভয়ংকরভাবে বেড়ে গিয়েছে সাইবার প্রতারণা। ফাঁদে পড়ে সাধারণ মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়াচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে। সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গিয়েছে, এবছর প্রথম তিনমাসে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সাইবার প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে কলকাতায়।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মানুষের হাতেই রয়েছে অ্যানড্রয়েড ফোন। এর মাধ্যমে সহজেই গোটা বিশ্বের খবর, বিনোদনের পাশাপাশি টাকা লেনদেনের জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে মুঠোফোনকে। আর এই সবের ফাঁকেই হ্যাকাররা ফাঁদ পেতে সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টের টাকা মুহূর্তে ফাঁকা করে দিচ্ছে। সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারস্থ হচ্ছেন সাইবার ক্রাইম থানায়। কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই সাইবার প্রতারণা রুখতে কী করণীয় তা নিয়ে প্রচারে নেমেছে। ইতিমধ্যেই 'কুইক হিল টেকনোলজিস লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছে। সংস্থার সাইবার বিশেষজ্ঞরা কোন শহরে বেশি সাইবার প্রতারণা হচ্ছে তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন। কী কৌশলে প্রতারণা হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্যও উঠে আসছে তাঁদের সমীক্ষায়। এই কাজে নেমে তাঁরা জানতে পারেন, সাইবার প্রতারণার সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটছে কলকাতায়। এরপর আছে পুনে ও দিল্লি।

কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, যত দিন যাচ্ছে প্রতারণার পদ্ধতি ততই বদলাচ্ছে। বর্তমানে প্রতারকরা অচেনা নম্বর থেকে গ্রাহকদের কখনও বলছে তারা দিল্লি বা মুম্বইয়ের সাইবার ক্রাইম বিভাগ থেকে ফোন করছে বা কাস্টমস থেকে ফোন করছি। সরকারি অফিসার বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গ্রাহকদের ব্যাংক ডিটেলস থেকে আধার, প্যান ইত্যাদির ডিটেলস চেয়ে নিচ্ছে। এরপরই মুহূর্তে ফাঁকা করছে অ্যাকাউন্ট। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর যেমন, রিজার্ভ ব্যাংক, কাস্টমস প্রভৃতির স্ট্যাম্প দেওয়া ভুয়ো নথিও গ্রাহকদের পাঠিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের তরফে তাই বলা হচ্ছে, অজানা নম্বর থেকে কোনও লিঙ্ক বা ই-মেল করা হলে তা যেন খুলে না দেখা হয়। কারণ, ওই সমস্ত লিঙ্ক বা ই-মেল কন্ট্রোল করছে হ্যাকাররা। শুধু তাই নয়, আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে এইপিএস ব্যবস্থায় টাকা তুলে নেওয়ার মতো অপরাধ এখন এই শহরে মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন নিয়ে হলফনামা

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : একজন পার্শ্বশিক্ষক কীভাবে একজন অশিক্ষক কর্মী (গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি)-র থেকে কম বেতন পান, তাই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ১৮ অক্টোবরের মধ্যে ওই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। একইসঙ্গে এক সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদেরও আদালতকে তাঁদের নিজস্ব মত জানানোর কথা বলেছেন। নামে শিক্ষক হয়েও অনেক কম টাকা পান পার্শ্বশিক্ষকরা। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করেন তাঁরা। মামলার শুনানিতে সরকারপক্ষের আইনজীবী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এটি। তারা অর্থ না বাড়ালে রাজ্যের পক্ষে বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র ও ৪০ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকার দেয়। এই জন্যই বেতন বৃদ্ধি সম্ভব নয়।' সওয়াল-জবাব শোনার পরেই বিচারপতি বসু ওই নির্দেশ দেন। ২২ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন।

গঙ্গার বুকে দুই দৃশ্য...

বিসর্জনের পর গঙ্গার পাড়ে পড়ে বিশ্বকর্মা মূর্তি। নিরঞ্জনের আগে গণেশের কাছে আবদার। বুধবার কলকাতায়। -এএফপি ও রাজীব মণ্ডল

শিক্ষকহীন সরকারি স্কুল চালান পাঁচ বেকার

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ ঝুলে বহু বছর। এদিকে বছর বছর অনেক শিক্ষক অবসর নিচ্ছেন। এই দুয়ের মাঝে পড়ে বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষকের আকাল হয়েছে। এই কারণে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে স্কুলের হাল ধরেছেন গ্রামের শিক্ষিত পাঁচ যুবক-যুবতী। স্থানীয় পড়ুয়াদের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে পড়ে সেজন্য নিয়মিত ক্লাস করাচ্ছেন এই পাঁচজন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তবে কতদিন এভাবে বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলে পঠনপাঠন জারি রাখা সম্ভব হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়ে গিয়েছে।

জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি বলেন, স্কুল বাঁচাতে পাঁচ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর নিঃস্বার্থে পাঠদানের বিষয়টিকে কুর্নিশ জানাই।

জামালপুরের পাড়াতল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বসন্তপুরের পড়াশোনার ভরসা শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক স্কুল। গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্বার্থে একটি জুনিয়ার হাইস্কুলের দাবিতে ভূমিকা নেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, '২০১০ সাল থেকে লড়াই শুরু। শেষমেশ স্কুল তৈরির জন্য সরকারের তরফে বসন্তপুর গ্রামে দুই বিঘার মতো জমি বরাদ্দ করা হয়। ২০১৪ সালে স্কুলঘর তৈরি শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য চারজন গেস্ট টিচারও মেলে। এখন স্কুলের ১৩৯ জন পড়ুয়ার জন্য মিড-ডে মিল রান্নার ঘর, টিচার্স রুম সহ পাঁচটি ঘর রয়েছে।'

কিন্তু পড়ুয়ারা এখন স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে। দ্বিজেন ঘোষ বলেন, স্কুলের জন্য ২০১৮ সালে তিনজন স্থায়ী শিক্ষক অনুমোদন হয়েছিল। কিন্তু এখন একজনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। অতিথি শিক্ষকদের অধিকাংশই অবসর নিয়েছেন। গোটা স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র একজন অতিথি শিক্ষক। একার পক্ষে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস করানো সম্ভব নয়। এই সময় বিনা পারিশ্রমিকে ক্লাস করাতে এগিয়ে এসেছেন এলাকার ৫ যুবক-যুবতী। সুমন মাঝি ও স্বাগতা ঘোষ, শিল্পা সাহা, সহেলি মণ্ডল স্নাতকোত্তর এবং বিশ্বজিৎ মিত্র বিএসসিতে স্নাতক। তাঁদের ওপর ক্লাস করানোর দায়িত্ব। স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া এভাবে কতদিন চলবে তা জানি না।

জামালপুরের প্রাক্তন বাম বিধায়ক সমর হাজরা বলেন, তৃণমূল সরকারের রাজত্বে বাংলার স্কুলগুলির ভবিতব্য এটাই হতে যাচ্ছে। জামালপুরের তৃণমূল বিধায়ক অলক মাঝি স্কুলটির যাবতীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। তবে আদৌ সমস্যা মেটাতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ কবে হবে, সেটাই প্রশ্ন।

পূর্ব বর্ধমানের বসন্তপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের সেই পাঁচ স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক।

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা

- ২০১৮ সালে ৩ জন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
- এখনও স্কুলে একজনও স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি
- বেতন ছাড়াই পাঁচ যুবক যুবতী ক্লাস নিচ্ছেন
- এভাবে কতদিন চলবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন গ্রামবাসী

ফের নুসরতের নথি তলব

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ফের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত জাহান ও অভিনেত্রী রূপলেখা মৈত্রের কাছে আরও নথি তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। একইসঙ্গে নুসরত যে সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন, সেই সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অপর ডিরেক্টর রাকেশ সিংকেও আগামী সপ্তাহে তলব করেছে ইডি। ইতিমধ্যেই ২৪ কোটি টাকার ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় গত ১২ সেপ্টেম্বর নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার পরের দিন অপর অভিনেত্রী রূপলেখা মৈত্রকেও ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখনই সমস্ত নথি জমা দেওয়ার জন্য নুসরত ও রূপলেখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সমস্ত নথি জমা দেননি বলে ইডির দাবি। তাই আগামী সপ্তাহের মধ্যে বাকি নথি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় নাম জড়ায় নুসরতের। সেইসময় তিনি ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন। যদিও নুসরত কোনও প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁকে তলব করেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, নুসরতকে যখন হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখনই তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ নথি তিনি জোগাড় করতে পারেননি। সম্পূর্ণ নথি জোগাড় করতে তাঁর আরও কিছুটা সময় লাগবে। তখনই ইডি আধিকারিকরা তাঁকে দ্রুত বাকি নথি জমা দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এখনও তিনি সেই নথি জমা দেননি। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি যে নথি জমা দিয়েছেন, তা অসম্পূর্ণ। বাকি নথিগুলি দেখে তথ্যপ্রমাণ হাতে আসবে।

জানালায় চিড়, বিমানের জরুরি অবতরণ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : বিমানের জানলার কাচে চিড় ধরায় কলকাতা থেকে মুম্বইগামী বিমান বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল। এদিন ১৭৬ জন যাত্রী ও ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে সকাল ৬টা ১৭ মিনিটে স্পাইসজেটের ওই বিমান যাত্রা শুরু করে।

কিন্তু কলকাতার আকাশেই কেবিন ক্রু-রা খেয়াল করেন একটি জানলায় চিড় ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিষয়টি পাইলটকে জানান। তখনই পাইলট কোনও ঝুঁকি না নিয়ে জরুরি অবতরণের অনুমতি চেয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে অনুমতি মেলার পরই ওই বিমানটি সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। এরপর কলকাতা বিমানবন্দরেই ওই বিমানটির জানলা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু বেলা ১২টা পর্যন্ত ওই বিমান না ছাড়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। পরে বিকল্প বিমানে যাত্রীদের মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা করানো হয়।

আমরি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করল মণিপাল গোষ্ঠী

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : আমরি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করল মণিপাল হাসপাতাল গোষ্ঠী। ওই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বুধবার এই খবর জানানো হয়েছে। কলকাতায় সল্টলেক, মুকুন্দপুর ও ঢাকুরিয়ায় আমরি হাসপাতাল রয়েছে। এছাড়াও ওড়িশার ভুবনেশ্বরেও এই হাসপাতালের শাখা আছে। আমরি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করার ফলে পূর্ব ভারতে মণিপাল হাসপাতাল গোষ্ঠী বৃহৎ পদক্ষেপ করল।

মণিপাল এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল গ্রুপের চেয়ারম্যান চিকিৎসক রঞ্জন পাই বলেন, 'মণিপাল হাসপাতাল গোষ্ঠী বরাবরই পূর্ব ভারতে পরিষেবা দিয়ে এসেছে। শুধু এই রাজ্য নয়, বাংলাদেশ থেকে আসা রোগীদের চিকিৎসাও এখানে হয়।' এতদিন ইমামি গোষ্ঠীর হাতে এই হাসপাতাল ছিল। এই ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে নতুন অঙ্ক কষা হয়েছে শিল্প মহলে। চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত হোক, চাইছেন সকলে।

সিবিআই অধিকর্তার রিপোর্ট তলব কোর্টে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (ওএমআর শিট) পরপর তিনদিন সিবিআইকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার এই মামলায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট তলব করেন। মন্তব্য করেন, 'সিবিআই আদালতের সঙ্গে খেলছে, মানুষকে বোকা বানাচ্ছে'।

ওএমআর শিট বিকৃতি মামলায় এদিন আদালতে কেস ডায়ারি জমা দেয় সিবিআই। মোট ৮টি ফাইলে কয়েক হাজার পাতার রিপোর্ট দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবীদের বলেন, 'টাকার বিনিময়ে যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তা জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু এই মামলায় যে মনোভাব নিয়ে সিবিআইয়ের তদন্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে তদন্ত হয়নি। আদালত এই নিয়ে আশাহত হয়েছে।' সেইসময় সিবিআইয়ের আধিকারিক ওয়াসিম আক্রাম বিচারপতিকে বলেন, 'এই ঘটনায় চার শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছিলাম।' উত্তর শুনে কার্যত বিরক্ত বিচারপতি বলেন, 'এক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে আপনারা গ্রেপ্তার করেছিলেন।' তখনই ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের কাজ কি মানুষকে বোকা বানানো? গতকাল (মঙ্গলবার) শুনানিতে দেখলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়নি। আজও দেখলাম যে সমস্ত প্রশ্ন করা উচিত ছিল তা করা হয়নি।' এরপরেই তিনি সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদকে ৪ অক্টোবর দুপুর ২টোয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ওইদিন তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে রিপোর্ট পেশেরও নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গতবছর ২৭ সেপ্টেম্বর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু একবছর পরে এই মামলায় সিবিআই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। এই নিয়ে এর আগেও বেশ কয়েকবার সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেছিলেন বিচারপতি। গত সোমবার ভরা এজলাসে সিবিআইয়ের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। 'মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সিবিআই আধিকারিকদের যোগসাজশ' রয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন। ওইদিন সিবিআইয়ের উদ্দেশে বলেন, 'আমার নির্দেশের পরেও মানিককে আপনারা জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। তাঁকে দীর্ঘদিন ছেড়ে রেখেছিলেন। আমার তো মনে হয়, মানিক ও সিবিআই আধিকারিকদের যোগসাজশেই এই কাজ হয়েছে। সিবিআই আধিকারিকরাই মানিককে বুদ্ধি দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ নিয়ে আসুন, তাহলে আমরা গ্রেপ্তার করব না।' মঙ্গলবারও তদন্তকারী সিবিআই আধিকারিকদের ধমক দিয়ে বলেন, 'প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সব জানাব। আপনারা কোনও কাজ করছেন না।' ওইদিন ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইজড কপি' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সিবিআই তদন্তে হতাশ হয়ে বলেন, 'এই মামলার কিছু হবে না। সিবিআইকে তদন্ত করতে দিলাম, এর চেয়ে উলুবেড়িয়া থানাকে কেসটা দিলে ভালো হত। কেস ডায়ারিতে অনেক তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

ফের ভর্ৎসনা বিচারপতির

- ওএমআর শিট বিকৃতি মামলায় এদিন আদালতে কেস ডায়ারি জমা দেয় সিবিআই
- ৮টি ফাইলে কয়েক হাজার পাতার রিপোর্ট দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি
- সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদকে ৪ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজিরের নির্দেশ
- একই মামলায় তদন্ত পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন আদালতের

অফলাইনে আর ভর্তি নয় ডিএলএডে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা রাজ্য সরকার। এহেন পরিস্থিতিতে ভাবমূর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্যের সমস্ত ডিএলএড কলেজে অনলাইনে ভর্তির কথা জানাল রাজ্য সরকার। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাজ্যের শিক্ষা পর্ষদ একথা জানিয়েছে।

রাজ্যের ডিএলএড কলেজগুলিতে ভর্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠছিল। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ওই মামলা চলছে। এর আগে একাধিকবার ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়ে পর্ষদকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। এদিন ওই মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জানান, এ বছর থেকেই রাজ্যের সমস্ত ডিএলএড কলেজে অফলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। ভর্তি হবে অনলাইনের মাধ্যমে। ভর্তির জন্য মেধাতালিকা প্রকাশ করবে পর্ষদ।

বর্তমানে রাজ্যে ৬৪৪টি ডিএলএড কলেজ আছে। এর মধ্যে ৪৪টি সরকারি ও ৬০০টি বেসরকারি। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, সরকারি কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি কলেজগুলিতেও অফলাইনে ভর্তি করা যাবে না। মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা পর্ষদের তরফে এই ঘোষণা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'স্বচ্ছতা আনতে এই উদ্যোগ খুবই ভালো। তবে কতদিন থাকে তা দেখা যাক।' এর ফলে কলেজগুলি ইচ্ছামতো টাকাপয়সা আদায় করতে পারবে না বলেই মনে করছে শিক্ষা মহলের একাংশ। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকে শিক্ষকতা করার জন্য ডিএলএড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক টেটে অংশগ্রহণ করতেও দু'বছরের ডিএলএড প্রশিক্ষণ জরুরি।

বিচারপতির কথা

স্বচ্ছতা আনতে এই উদ্যোগ খুবই ভালো। তবে কতদিন থাকে তা দেখা যাক। কিছুই তো দেখছি না।

-অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ধিত বেতন বিলিয়ে দেওয়ার ঘোষণা শুভেন্দুর

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রাপ্য বর্ধিত সেই টাকা ডিএ আন্দোলনকারীদের দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ধর্মতলায় আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু এই কথা জানান।

একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, বুধবার ২৩৭ দিন অতিক্রান্ত হল ডিএ আন্দোলনের। শুভেন্দু বলেন, 'বিরোধীদের মতামত না নিয়েই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বিরোধী দলনেতা পদমর্যাদায় ক্যাবিনেটমন্ত্রীর সমকক্ষ। তাই আমাকেও পূর্ণমন্ত্রীর মতো ভাতা ও বেতন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আপত্তি থাকলেও সেই টাকা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই। তাই আমি বর্ধিত টাকা চেকের মাধ্যমে ডিএ আন্দোলনকারীদের পাঠিয়ে দেব। এই টাকা আইনি লড়াইয়ের জন্য আইনজীবীদের দিয়ে দেবেন। আমি আন্দোলনকারীদের এরকম প্রস্তাব দিয়েছি।'

এ বিষয়ে আন্দোলনকারী সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'সরকারি কর্মী ছাড়া কারও কাছে আমরা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিনি। উনি নিজে থেকে সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা তা স্বীকার করেছি। যেভাবে উনি আমাদের আন্দোলনকে বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরেছেন তার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা চাই উনি আমাদের সঙ্গে এভাবেই থাকুন।'

জন্মদিনে বই প্রকাশ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের। কলকাতায় বুধবার।

দেওরকে খুনে গ্রেপ্তার বধূ

সারেঙ্গা, ২০ সেপ্টেম্বর : দেওরকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক মহিলাকে। মৃতের নাম অসিত প্রতিহার। ধৃত মহিলা গোলাপি প্রতিহারের সঙ্গে খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে তার প্রেমিক গোপালচন্দ্র জানাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে বাঁকুড়ার সারেঙ্গার মাকারকোল গ্রামে দুই সন্তানকে নিয়ে থাকত গোলাপি। সেই সময় গোপালের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় দুই সন্তানের মা গোলাপি। বাড়িতে দেওরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতেই চরম পদক্ষেপ।

জাতীয় সড়কে কেন্দ্রের বরাদ্দ ১১০০ কোটি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা দেয় না। দিল্লির বিরুদ্ধে লাগাতার এই অভিযোগে সরব রাজ্য সরকার। পাল্টা কেন্দ্রীয় রেল ও সড়ক মন্ত্রকের অভিযোগ, টাকা দিলেও প্রকল্প রূপায়ণে জমির সংস্থান করতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই চাপানউতোরের মধ্যেও রাজ্যে জাতীয় সড়ক তৈরি ও পরিকাঠামো খাতে ১১৪০ কোটি টাকা পাঠাল কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় সড়ক উন্নয়ন পর্ষদ চলতি আর্থিক বছরে (২০২৩-২০২৪) এই খাতে মোট ১২০০ কোটি টাকা দাবি করেছিল দিল্লির কাছে। আর্থিক বছর শেষ হতে এখনও ৬ মাস বাকি। তার আগেই কেন্দ্র রাজ্যের এই দাবি প্রায় পূরণ করে ১১৪০ কোটি টাকা পাঠাল। এককালীন এত টাকা হাতে পেয়েও কাজের গতি আনতে কতটা তৎপর হওয়া যাবে তা নিয়েই এখন রীতিমতো সংশয় রয়েছে নবান্ন প্রশাসনে। বুধবার নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের জাতীয় সড়ক উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে চারটি বড় প্রকল্পের কাজ চলছে। আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই প্রকল্পগুলির কাজ সেরে ফেলার কথা। অথচ এখানেও সেই জমি ও ঠিকাদারদের সমস্যায় কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, 'কেন্দ্র টাকা দেয় না বলে বাজার গরম করলেই হবে? টাকা পেয়ে কাজে গতি আনতে গেলে এখানকার জমি পেতে সমস্যা তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মেটাতে হবে। নাহলে কেন্দ্র টাকা দিলেও সময়মতো কাজ শেষ করা যাবে না কিছুতেই।'

উন্নয়ন পর্ষদের হাতে নেওয়া চারটি বড় প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুড়াগাছা থেকে ৩০ কিলোমিটার রাস্তার কাজে তিনটি পিলার গড়া যাচ্ছে না বলে কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। জমি পেতে সমস্যা হচ্ছে পিলার নির্মাণে। সেইসঙ্গে রয়েছে ঠিকাদারদের কাজে মন্থর গতি। একইভাবে কল্যাণীর মগরা থেকে বড়জাগুলি পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ। হুগলির চাঁপাডাঙা থেকে আরামবাগ পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজও পর্ষদের হাতে রয়েছে। এইসব প্রকল্পের জন্যই দিল্লি দাবিমতো ১১৪০ কোটি পাঠিয়েছে। কাজে এরপর গতি আনতে না পারলে নির্দিষ্ট সময়মতো এইসব সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করা যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সরকারি মহলেই।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃষ :** পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বাড়ির সবাই মিলে ভ্রমণে যেতে পারেন। **মিথুন :** দিনটা ভালোই যাবে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় খুশি হবেন। **কর্কট :** স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকা দরকার। আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। আয় হবে। **সিংহ :** ভালো যোগাযোগে আয় বাড়বে। ব্যবসার জন্যে আরও টাকা লগ্নি করতে পারেন। **কন্যা :** সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। সন্তানের জন্যে হঠাৎ দুশ্চিন্তা। **তুলা :** খুব অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় জটিলতা আসতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে বেড়ানোর পরিকল্পনা। **ধনু :** কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আয়ের পথ তৈরি হবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। **মকর :** লগ্নিতে বাধা নেই। মেয়ের বিয়ে নিয়ে জটিলতা কেটে যাবে। **কুম্ভ :** ছেলের বাইরে যাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। **মীন :** কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্তদের ভালো লাভ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ বৃহস্পতিবার ৩ আশ্বিন ১৪৩০, ভাঃ ৩০ ভাদ্র, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৩ আহিন, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবি ঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৪। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী দিবা ১০।১৩। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১২।৫৬ প্রীতিযোগ রাত্রি ১২।৬। তৈতিলকরণ দিবা ১০।১৩ গতে গরকরণ রাত্রি ৯।৪১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।৫৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১০।১৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১০।১৩ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ২।৩২ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩১ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৩৭ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১০।১৩ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১২।৫৬ গতে পূর্বেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।১৩ মধ্যে দীক্ষা ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১০।১৩ গতে ২।৩২ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ১২।৫৬ মধ্যে। (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নবকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৫৬ গতে ২।৩২ মধ্যে। সাধভক্ষণ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।৩২ মধ্যে নিষ্ক্রমণ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।১৩ মধ্যে মন্থানষষ্ঠী। বিশ্ব অ্যালঝাইমার দিবস (২১ সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

তিস্তার চর থেকে কাশফুল আনতাম

অর্ণব সেন

আমাদের সময় দুর্গাপুজোয় এতটা জাঁকজমক ছিল না। তবে আন্তরিকতা ছিল। পুজোর সঙ্গে যুক্তদের সততা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। প্রতিটি পুজো কমিটিতে তরুণ সমাজকে গাইড করার জন্য বয়স্করা থাকতেন। এখনকার মতো এত থিমের বাহুল্য ছিল না।

১৯৬৬ সাল নাগাদ আলিপুরদুয়ারে আসি। তবে তার আগেও বার কয়েক আলিপুরদুয়ারে এসেছি। জলপাইগুড়িতে আদি বাড়ি। ছাত্র জীবনে বর্ধমানেও থেকেছি। ব্যান্ডেলের কাছে দেবেন্দ্রপুর ও কলকাতা সায়েন্স কলেজের পিছনে বাড়ি ছিল। পরবর্তীতে চাকরি জীবন বীরপাড়া এবং সবশেষে আলিপুরদুয়ার কলেজে আসা। ফলে অনেক জায়গাতেই পুজো দেখেছি। তখন তিস্তার চর কাশফুলে ভরে উঠত। ছোটবেলায় সেখান থেকে কাশফুল তুলে আনতাম।

পুজো বলতে চোখে ভাসে করলা নদীর বুকে নৌকা করে এপার থেকে ওপারে প্রতিমা ঘোরানো। সেই রেওয়াজ এখনও রয়েছে। একাধিক সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাসেও সে চিত্র ধরাও পড়েছে।

আলিপুরদুয়ারে সেসময় মাঝারি আকারের মণ্ডপ হত। আলোকসজ্জা ছিল ছিমছাম। জংশনে কয়েকটি বড় পুজো হলেও এত হইচই ছিল না। শহরের মিলন সংঘ সংলগ্ন ও জংশনে অফিসার কলোনিতে জনসমাগম ভালোই হত। এখন অবশ্য শহরে অনেক বড় বড় পুজো হয়। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় দুর্গাপুজোর চমক ছিল। সেখানকার পরিবেশ জমজমাট থাকত পুজোর সময়। ভিড় হত তখনও।

প্রথম দিকে আলিপুরদুয়ারের রাস্তাঘাট এত চওড়া ছিল না। অনেক জায়গাতেই মাটির রাস্তা ছিল। সাতের দশকে বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ দেওয়া হয়। তখন রাস্তাঘাটে পথবাতি ছিল না। পুজোমণ্ডপের ভরসা ছিল হ্যাজাক আর লন্ঠন। পরে বৈদ্যুতিক বাতি এলেও মণ্ডপে মণ্ডপে দেখতাম জেনারেটর রাখা আছে।

এখনকার মতো তখন এত নানা ধরনের খাবারের দোকান ছিল না। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে আমরা মিষ্টি খেতাম। তবে আগেও কিন্তু রাতে লোকজন ঠাকুর দেখতে বেরোত। প্রতিমা দর্শনের জন্য অষ্টমী ও নবমীর রাতেও রাস্তায় লোকজন দেখা যেত।

আমার পুজো

সবাই এখনকার পুজোর ফ্যাশনের কথা বলে। কিন্তু পুজোর ফ্যাশন তো আমাদের সময়েও ছিল। আমাদের সময়েও পুজোয় নতুন নতুন ফ্যাশনের জামাকাপড় নজর কাড়ত। ঢিলেঢালা প্যান্ট বা লম্বা কলারওয়ালা শার্ট পরত অনেকে। তারপর এল চাপা প্যান্ট। গোগো প্যান্ট একটা সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনেমার হিরোরা যেরকম জামাপ্যান্ট পরতেন, সেরকম জামাপ্যান্টই উঠত আলিপুরদুয়ারের পুজোর বাজারে। তখন প্রবীণরা পুজোয় ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। এখন তো সেই পোশাকের চল উঠেই গিয়েছে।

পুজোর পর আলিপুরদুয়ারে চল ছিল বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর অনুষ্ঠানের। বিভিন্ন পুজো কমিটি, ক্লাব, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন সংগঠন বিজয়ার শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সেই উপলক্ষ্যে গানবাজনা হত। এছাড়াও অনেকে পুজোর জলসার আয়োজন করত। তাতে যোগ দিতে আলিপুরদুয়ারে আসতেন কলকাতার শিল্পীরা। মিলন সংঘ বা মায়া টকিজে গিয়ে আমরা সেসব অনুষ্ঠান দেখতাম। এখন আর সেই ধরনের জলসার আয়োজন খুব একটা চোখেই পড়ে না।

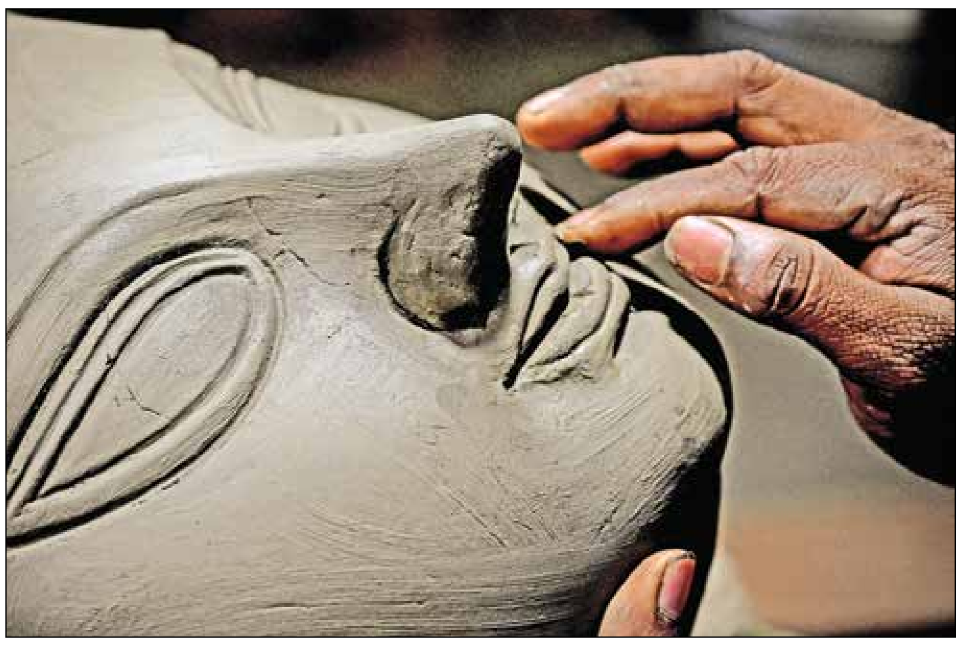

গ্রাম বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে পুজোর প্রস্তুতি ভিনরাজ্যেও। নিপুণ হাতে ফুটছে মায়ের হাসি। মুম্বইয়ে কুমোরটুলিতে।

হাত বাড়ালেই প্রকৃতির ছোঁয়া

এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন

কাঞ্জালিবস্তি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অষ্টমীর সকালে নতুন জামাকাপড়ে অঞ্জলি দেওয়ার পর মন চায় একটু বেড়ু বেড়ু করতে। কিন্তু উপোস থেকে, সেজেগুজে অঞ্জলি দিয়ে, গোটা কয়েক ছবি তোলার পর কার ইচ্ছে করে বলুন তো দূরে কোথাও যেতে? তাই কাছেপিঠেই রয়েছে সেই 'ডেস্টিনেশন।' আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-ভুটান সীমান্তের গ্রাম কাঞ্জালিবস্তি। এই গ্রামে প্রকৃতি যেন নিজের দু'হাত মেলে ধরেছে। অঞ্জলি দেওয়ার পর দুপুর থেকে সন্ধ্যাটা এখানেই কাটানো যায় অনায়াসে।

কীভাবে যাবেন এই গ্রামে? আলিপুরদুয়ার শহর থেকে সলসলাবাড়ি হয়ে মহাকাল চৌপথি পার করে যেতে হবে শামুকতলা। এরপর সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে যেতে হবে লোকনাথপুরের উদ্দেশে। কার্তিকা হয়ে জঙ্গল পেরিয়ে একটা মোড় দেখতে পাবেন। তার ঠিক ডান দিকে ২ কিলোমিটার গিয়ে

বাঁদিকে আরেকটু জঙ্গল পেরোতেই পৌঁছে যাবেন কাঞ্জালিবস্তিতে। যাতায়াতের পথ এতটাই সুন্দর ও মায়াবী, মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলার লোভ সামলানো একটু চাপের ব্যাপার বটে। একেই ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকা। পাহাড়ের সুদৃশ্য চোখে পড়বেই। আর যদি যান লং ড্রাইভে, তাহলে 'ডেস্টিনেশন'-এর পাশাপাশি 'জার্নি'টাও মন কেড়ে নেবে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ইস্ট ডিভিশন এবং নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের অন্তর্গত এই গ্রামটি। জেলা সদর আলিপুরদুয়ার থেকে ৪১ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই ছোট্ট একফালি স্বর্গ কিছুক্ষণের জন্য হলেও শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত করবে আপনাকে।

এবার আসা যাক গ্রামে দেখার মতো কী আছে। গ্রাম এমনিতেই মন টানে সকলের। তাই কিছুক্ষণ হেঁটে উপভোগ করাই যায়। সেখানে প্রত্যেক বাড়ির সামনেই রয়েছে রংবেরংয়ের ফুল গাছ। কোনওটা কাঠের, কোনওটা মাটির আবার কিছু পাকাবাড়িও রয়েছে। গ্রাম থেকে ১ কিলোমিটার দূর গেলে পেয়ে যাবেন ঝরনা। সেখানে ফোটোসেশন শেষ করে ঠিক ২০০ মিটার গেলেই রয়েছে দেবীস্থান। সেখানে ছোঁয়া পাবেন পুজোর। সীমান্তের গ্রামের পুজো, তাই বলে কি ভোগ হবে না? ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে সেখানে পাত পেড়ে পুজোর ভোগ খেতে পারবেন। ফোটোগ্রাফারদের জন্য এই জায়গা কিন্তু মাস্ট ভিজিট, বিশেষ করে যাঁরা 'বার্ড ফোটোগ্রাফি' করেন। গ্রেট হর্নবিল, মাছরাঙা থেকে শুরু করে আরও পাখির দেখা মিলবে এখানে। কপাল ভালো থাকলে দেখা পাওয়া যেতে পারে ময়ূর, হাতি, হরিণেরও। চট করে থাকার প্ল্যান হয়ে গেলে সেখানে একটা হোমস্টেও রয়েছে। বাইক ও সাইকেল ভাড়া করেও ঘুরতে পারবেন। এছাড়া, রাজ্য সরকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড চাইলেও সেখানে পাওয়া যায়।

কাঞ্জালিবস্তি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরত্বের ভুটানঘাটও ঘুরে আসতে পারবেন। সেটা অবশ্য বন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। খরস্রোতা রায়ডাক নদীর পাশাপাশি সাতরঙ্গের পাহাড়ের নানা রূপের দেখা মিলবে। যদিও ওই পাহাড়টি ভুটানে পড়ছে। এর সঙ্গে লিম্বুধুরা ভিউপয়েন্ট থেকেও ভুটান পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে পারবেন। এর সঙ্গে তো থাকছেই ডুয়ার্সের সুন্দরী চা বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য।

> গ্রেট হর্নবিল, মাছরাঙা থেকে শুরু করে আরও পাখির দেখা মিলবে এখানে। কপাল ভালো থাকলে দেখা পাওয়া যেতে পারে ময়ূর, হাতি, হরিণেরও।

কাঁধে চেপে দত্তবাড়ির দেবীর বিসর্জনযাত্রা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের পূর্বপাড়ার দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো এবার পা রাখল ১১১ বছরে। ঐতিহ্য আর বনেদিয়ানার মিশেল এই পুজো মহকুমা তথা জেলাবাসীর মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এখানকার প্রতিমা গড়া হয় বাড়ির স্থায়ী মন্দিরে। এই বছর সেই মন্দির নতুনভাবে আরও বড় আকারে গড়ে তোলা হয়েছে।

দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যার অন্যতম, কাঁধে চেপে দেবীর বিসর্জনযাত্রা। বিজয়া দশমীর দিন মায়ের বিসর্জনে দত্তবাড়িতে ব্যবহার করা হয় না কোনও যানবাহন। শেষদিন পরিবার, প্রতিবেশী মিলে ২০-২৫ জনের একটি দল একচালা প্রতিমাকে ঘাড়ে নিয়ে তিস্তার ঘাট পর্যন্ত যায়। সেই পর্বের সাক্ষী হতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান।

দত্ত পরিবারের প্রবীণা মিনতি দত্ত বলছিলেন, 'পুজোর ক'টাদিন আমাদের মন্দিরেই কাটে। বছরের পর বছর ধরে সমস্ত রীতিনীতি মেনে দেবীর আরাধনা হয় দত্তবাড়িতে। মায়ের পুজোর আয়োজনে যেন কোনও খামতি না থেকে যায়, সেই চেষ্টা করি। এসবের মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে। এটা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না।'

বৈষ্ণব মতে এখানে আরাধনা হয় দেবী মহামায়ার। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পরিবারের সকলে নিরামিষ খাবার খান। তারপর মৎস্যমুখী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমিষ খাওয়া শুরু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় দত্তবাড়ির পুজো করতেন জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্যরা। পরবর্তীতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সময়কালে তিনি নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে, শংকর চক্রবর্তীর হাতেই পুজো পেতে চান দেবী। সত্যেন্দ্রনাথবাবু সেই কথা শংকরবাবুকে জানাতেই তিনি এককথায় রাজি হয়ে যান। সেসময় থেকে তিনি এই বাড়ির পুজোর দায়িত্বে।

এই পুজো শুরু হয়েছিল ঈশ্বর মোহিনীমোহন দত্তের হাত ধরে। তারপর বংশানুক্রমে রোহিণীমোহন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রমোহন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বর্তমানে মৃণালকান্তি দত্তের তত্ত্বাবধানে ও সুবল দত্ত, সৌমেন দত্ত, উজ্জ্বল দত্ত, উত্তম দত্ত, মলয় দত্ত, দুলাল দত্ত, চিন্ময় দত্তের সহযোগিতায় এই আয়োজন হয়। এবার মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন টুলু রায়। আলোকসজ্জার দিকটি পরিবারের সদস্যরাই সামলে থাকেন। বিগত ৫০ বছর ধরে স্থায়ী মন্দিরে প্রতিমা গড়েন মৃৎশিল্পী ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাবছর পরিবারের একাধিক সদস্য কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকলেও শারদোৎসবের ৪টি দিন একসঙ্গে কাটান। তাঁরা মনে করেন, দেবীই যেন তাঁদের এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন।

প্রথমবারের রীতি মেনেই ৯২তম পুজো

পারমিতা রায়

দেখতে দেখতে ৯২তম বছরে পা রাখল শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালীবাড়ির দুর্গাপুজো।

সালটা ১৯৩১। তৎকালীন মন্দির কমিটির সদস্য ও আশপাশের বাসিন্দাদের অনুরোধে আনন্দময়ী কালীবাড়ি এই বছর দুর্গাপুজো করার সিদ্ধান্ত নেয়। রথের দিন কাঠামপুজো হয়। তারপর পঞ্চমীতে দুঃস্থদের হাতে কাপড় তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সেই সময় শিলিগুড়ি শহরের তৃতীয় দুর্গাপুজো হিসেবে এই কালীবাড়ির পুজোর সামনে আসা। আর তারপর থেকে

শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীবাড়ি

এই পুজো শিলিগুড়ির অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজো হিসেবে পরিচিত।

মহাবীরস্থানের ডিআই ফান্ড মার্কেটের আনন্দময়ী কালীবাড়ির সঙ্গে বহু ইতিহাসই জড়িয়ে। চারণকবি মুকুন্দ দাস মন্দিরটির নামকরণ করেন। প্রথম পুজোর সময় যে রীতিনীতি ছিল তা মেনেই আজও এই মন্দিরে পুজো করা হয়। এখনও রথের দিন কাঠামপুজো করা হয়, এরপর পঞ্চমীতে বস্ত্রদান। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে প্রতিবারই মধ্যাহ্নভোজন। মায়ের প্রসাদ পেতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে ভিড় জমান। অন্যান্য কিছু জায়গায় কোনও কোনও বার দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জন না করা হলেও এই মন্দিরের ক্ষেত্রে কখনোই অন্যথা হয়নি। নিয়ম মেনে দশমীর দিনই মায়ের নিরঞ্জন হয়।

আনন্দময়ী কালীবাড়ির পরিচালন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা একচালার দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেই মায়ের আরাধনা করে আসছি। কিছু বছর যাবৎ মহালয়ার দিন আমরা বিশেষ পুজো করছি। আমাদের মন্দিরে একটি দুর্গা মন্দির তৈরির কাজ চলছে। আশা ছিল এবারের পুজোতেই এই মন্দিরের উদ্বোধন হবে। কিন্তু কিছু কাজ বাকি আছে। তাই বাসন্তীপুজোয় এই মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। ভক্তরা গোটা বছর ধরেই এই মন্দিরে পুজো দেওয়ার সুযোগ পাবেন।'

এই কালীবাড়ির ৯২তম দুর্গাপুজো দেখার জন্য শহরের অনেকের মধ্যেই এখন থেকেই অপেক্ষা বাড়ছে। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সোহম চক্রবর্তীর কথায়, 'প্রায় ২০ বছর ধরে এই মন্দিরে পুজো দিতে আসি। দুর্গাপুজো দেখা থেকে শুরু করে প্রসাদ গ্রহণ, সবই করি। এই মন্দিরে না এলে পুজোটাই কেমন যেন অসম্পূর্ণ লাগে।' শহরবাসী সীমা কুণ্ডুর কথায়, 'এখন তো সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক জায়গাতেই দেখি অনেক তাড়াতাড়ি পুজো শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তবে এই মন্দিরেই মাঝরাত পর্যন্ত পুজো চলে।'

> মহাবীরস্থানের ডিআই ফান্ড মার্কেটের আনন্দময়ী কালীবাড়ির সঙ্গে বহু ইতিহাসই জড়িয়ে। চারণকবি মুকুন্দ দাস মন্দিরটির নামকরণ করেন। প্রথম পুজোর সময় যে রীতিনীতি ছিল তা মেনেই আজও এই মন্দিরে পুজো করা হয়।

আয় রে আয় মেয়ে, পুজোর পদ্মফুল নিয়ে... ময়নাগুড়ির এক গ্রামে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

শারদ উৎসবে এনবিএসটিসি'র উপহার

৩৫০ টাকায় পুজো পরিক্রমা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজো শেষ হতেই গণেশপুজোর মধ্যেই শহরজুড়ে উৎসবের আবহ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চমীর দিন শহরবাসীর জন্য 'পুজো পরিক্রমা'র আয়োজন করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। মাত্র ৩৫০ টাকাতেই শহরের বড় বড় পুজোমণ্ডপগুলো ঘোরানোর পাশাপাশি ডিনারেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিবছর চতুর্থী ও পঞ্চমীর দিন এই পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হলেও এবারে আপাতত পঞ্চমীতেই পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হচ্ছে।

গতবছর পুজোয় ঘুরতে বেড়োনোর রেশ পঞ্চমী থেকে শুরু হয়েছিল। তাই এবারে পঞ্চমীকেই মূল লক্ষ্য রাখছে নিগম কর্তৃপক্ষ। তবে যাত্রীদের চাহিদা থাকলে ষষ্ঠীতেও একটি ট্রিপের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেব্যাপারে প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হতে পারে বলে নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'আসলে ষষ্ঠীতে ট্রাফিক বিধিনিষেধ থাকে। তবে যাত্রী চাহিদা থাকলে পুলিশ প্রশাসন যদি অনুমতি দেয় তাহলে ষষ্ঠীর দিনেও আমরা উদ্যোগ নিতে পারি।'

নিগমের শিলিগুড়ি ডিপোর ওসি শ্যামল সরকারের কথায়, 'এদিন থেকেই শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে পুজো পরিক্রমার টিকিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। সীমিত সংখ্যক টিকিট রয়েছে। তাই সকলকে অনুরোধ করব, টিকিট কেটে নেওয়ার জন্য।'

বুকিং শুরু

- পঞ্চমীতেই পুজো পরিক্রমার আয়োজন
- পুজো পরিক্রমার টিকিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে
- সন্ধ্যা ৬টায় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকেই পুজো পরিক্রমার জন্য বাস ছাড়বে
- পুজো পরিক্রমা শহরে যাতে যানজটের সৃষ্টি না করে সেই কারণে একটি বাসের ওপরই গুরুত্ব দিতে চাইছে এনবিএসটিসি

গত কয়েক বছর ধরে শহর শিলিগুড়িতে বিগ বাজেটের পুজোগুলো পঞ্চমীর মধ্যেই উদ্বোধন করে দেওয়া হয়। রাত বাড়তেই ঢল নামতে শুরু করে শহরবাসীর। এই পরিস্থিতিতে কম বাজেটের মধ্যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পুজোগুলোর ঘোরানোর মধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর পাশাপাশি শহরবাসীর কাছে বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসতে চাইছে এনবিএসটিসি। পুজো পরিক্রমার ক্ষেত্রে ৩০ সিটের বাস ব্যবহার করা হবে। সব মিলিয়ে ২৯ সিটের বুকিং করা হবে। পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যা ছয়টায় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকেই পুজো পরিক্রমার জন্য ওই বাসটি ছাড়া হবে। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে রুটও ঠিক করে নিয়েছে নিগম। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, টার্মিনাস থেকে বাসটি ছাড়ার পর প্রথমেই যাবে চম্পাসারিতে। সেখানকার বিগ বাজেটের পুজোগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এরপর বাসটি সরাসরি চলে যাবে সেন্ট্রাল কলোনিতে। সেন্ট্রাল কলোনির পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করানোর পর বাসটি চলে আসবে দেশবন্ধুপাড়ায়। একে একে যাত্রীদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, সুব্রত সংঘের পুজো। সেখান থেকে বাস চলে আসবে হাকিমপাড়া–সুভাষপল্লি–রবীন্দ্রনগর–রথখোলা এলাকায়। জেটিএস–এর পুজো দেখানোর পর সঙ্ঘশ্রী, রবীন্দ্র সংঘের পুজোমণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখানো হবে যাত্রীদের। এর মাঝেই নিগম থেকে দেওয়া হবে ডিনার। পানীয় জলের বোতলও যাত্রীদের হাতে পরিক্রমার শুরুতেই তুলে দেওয়া হবে। সুভাষপল্লি, রবীন্দ্রনগরের বিগবাজেটের পুজো দেখানোর পর রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো দেখিয়ে বাস চলে আসবে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে। রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষাসংঘের পুজো দেখিয়ে বাস ফিরে আসবে টার্মিনাসে। এদিন টার্মিনাসে বাস ধরতে এসে পুজো পরিক্রমার ব্যাপারে জানতে পারেন শহরের বাসিন্দা প্রশান্ত রায়। তিনি বলেন, 'রুট ম্যাপে যা করা হয়েছে তাতে করে সব বড় বাজেটের পুজোগুলিই সাশ্রয়ের মধ্যে হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই এটা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ভালো পরিকল্পনা।'

এদিকে, এই পুজো পরিক্রমা শহরে যাতে যানজটের কোনও কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেকারণে একটি বাসের ওপরই গুরুত্ব দিতে চাইছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন, 'আসলে আমরা চাই পুজো উপলক্ষ্যে শহরবাসীকে আনন্দ দিতে। সেক্ষেত্রে এই 'পুজো পরিক্রমা'–তে আয়ের বিষয়টাও বেশি ভাবি না। শুধুমাত্র খরচ তোলার ব্যাপারে আমরা নজর দিই।' সবমিলিয়ে, নিগমের পুজো পরিক্রমার টিকিট বিক্রি শুরুর মধ্যে দিয়েই পুজোর মরশুমের আবহ আরও বাড়িয়ে দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম।

আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা। সন্ধ্যায় অবশ্য বৃষ্টি নামে। বুধবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

ইসলামপুর শহরে জুয়ার রমরমা কারবার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : গোড়ে গ্যাংয়ের দাপটে ইসলামপুর শহরে জুয়ার কারবার রমরমিয়ে চলছে। পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবার জুয়াচক্রের টার্গেট ৫ নম্বর ওয়ার্ড। ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রমরমিয়ে চলছে জুয়ার বোর্ড বলে অভিযোগ। প্রভাবশালীদের সঙ্গে লক্ষাধিক টাকায় সেটিং করে শিকড় গাড়ছে জুয়াচক্র। জুয়ার বোর্ড চালাতে ভাড়া খাটছে গোড়ে গ্যাং। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রণজিৎ দে এলাকায় জুয়ার বোর্ড চলার কথা স্বীকার করে পুরপ্রধানকে এই মর্মে কড়া ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানিয়েছেন। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেছেন, 'জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এই বিষয়টিও তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের স্নেহধন্য ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহম্মদ নাজিমের বিরুদ্ধে জুয়া চালানোর খবর প্রকাশিত হতেই তীব্র আলোড়ন পড়ে যায়। এমনকি গোটা ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলারদের বড় অংশ যেমন ঘটনার নিন্দায় সরব হন, তেমনি শহরের সাধারণ মানুষও বিষয়টিকে ভালো চোখে নেননি। খবর প্রকাশিত হতেই পুলিশও নড়েচড়ে বসে। কয়েক দিনের মধ্যে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জুয়ার ঠেকে পুলিশ বড় অভিযান চালায়। তবে জুয়াড়িরা পালাতে সক্ষম হলেও পুলিশ বেশ কিছু বোর্ডমানি উদ্ধার করে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুলিশি অভিযানে জনৈক গোড়ের নাম উঠে এসেছিল। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমল সরকারও গোড়ের ঠেকে পুলিশি অভিযানের কথা সেই সময় জানিয়েছিলেন। বর্তমানে গোড়ে এবং তার গ্যাং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরামপল্লিতে ঠেক বসিয়েছে বলে অভিযোগ। তবে এক্ষেত্রে ঠেকের হিসাব অন্যরকম। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশ এই ঠেক বসিয়েছে। গোড়ে এবং তার টিমকে জুয়ার বোর্ড পরিচালনার জন্য দৈনিক মোটা টাকার বিনিময়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, কে এই গোড়ে? জুয়ার কারবারে তার এত চাহিদা কেন? প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই গোড়ে শহরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির নিকটাত্মীয়। এই চক্রের সঙ্গে বেশ কিছু কুখ্যাত দুষ্কৃতীরাও রয়েছে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের স্বামী রণজিৎ বলেছেন, 'আমি বিষয়টি জানতে পেরেছি। এলাকার এবং শহরের স্বার্থে অবিলম্বে ওয়ার্ডে জুয়া বন্ধ হওয়া উচিত। কুখ্যাত দুষ্কৃতীরাও চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছি। চেয়ারম্যানকে বলেছি পুলিশকে বলে কড়া পদক্ষেপ করতে।'

যানজট দেখলেন পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : যানজটে রুদ্ধ শহর ঘুরে দেখলেন শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। কোথায় কত ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিক রয়েছে কি না, তাও জেনে নেন অধস্তন পুলিশকর্তাদের কাছ থেকে। যদিও এদিনের আচমকা পরিদর্শন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি কমিশনার। ছবি তুলতেও নিষেধ করেন।

দিন দিন গতি হারাচ্ছে শহর। অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচলই এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন শহরবাসী। বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র ক্ষোভ জমছে। সেই ক্ষোভের কথা সম্ভবত পৌঁছেছে নতুন কমিশনারের কানেও। পুলিশ সূত্রে খবর, কমিশনার চাইছেন শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে। সেই কারণেই এদিন তিনি আচমকা পরিদর্শনে বের হন।

এদিন তিনবাত্তি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন কমিশনার। সেখানেই শুনতে পান ভিআইপি রোড অবরোধ হয়েছে। দিনের পর দিন ওই রাস্তা নিয়ে ঝামেলা চলছে। দিন সাতেক বাদে বাদেই রাস্তার মেরামতির দাবি জানিয়ে পথ অরোধ করছেন স্থানীয়রা। এদিন বিজেপির তরফে পথ অবরোধ করা হয়। খবর শুনেই রাস্তাটি পরিদর্শনে যান কমিশনার। তবে তিনি গাড়ি থেকে নামেননি। গাড়ি করেই গোটা রাস্তা ঘোরেন। এরপর তাঁর নির্দেশেই পুলিশকর্তারা ওই রাস্তা মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই রাস্তা দেখার পর বেরিয়ে পড়েন ইস্টার্ন বাইপাস পরিদর্শনে। শহরের কোথায় ট্রাফিক ব্যবস্থার কী হাল, তা দেখার জন্যই তিনি এদিন আরও একাধিক এলাকা ঘুরেছেন।

কমিশনার তাঁর নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন ডিসি ট্রাফিক অভিষেক গুপ্তাকে। পেছনের গাড়িতে ছিলেন এডিসিপি (ট্রাফিক) পূর্ণিমা শেরপা। ইস্টার্ন বাইপাস ধরে আশিঘর মোড়, ভবেশ মোড় হয়ে তাঁরা যান চেকপোস্টের দিকে। সেখান থেকে সেবক রোড ধরে পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেবক মোড়, এয়ারভিউ মোড়, দার্জিলিং মোড় হয়ে বাগডোগরার দিকে যান। এই রাস্তাগুলির বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিক রয়েছে কি না তা খোঁজ নেন কমিশনার।

এখন কতদিনে শিলিগুড়ির যানজট সমস্যার সুরাহা হয়, সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন শহরবাসী।

গণেশপুজোয় রক্তদান

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : ত্রয়োদশতম গণেশপুজো উপলক্ষ্যে বুধবার একাধিক কর্মসূচি পালন করল শিলিগুড়ির শক্তিগড় গণেশপুজো কমিটি। এদিন সংস্থার তরফে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বসেছিল বাউল সংগীতের আসর।

এদিন মোট ৩২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। রক্তসংকট চলছে এই সময়। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

বেহাল কালভার্টে বিপদের শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : চার বছর থেকে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা কালভার্ট। বিপজ্জনকভাবে রড বেরিয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসাবধানতাবশত প্রায়ই আঘাত পাওয়ার ঘটনা ঘটছে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ মাঠ এলাকায়।

মাঠে যাওয়া–আসার মুখেই ওই কালভার্টটি পড়ে। যার ফলে খেলতে যাওয়ার পথে অনেক শিশু চোট–আঘাত পাচ্ছে। স্থানীয়দের ক্ষোভ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকলেও কেন এই ভাঙা অংশটির সংস্কার হচ্ছে না সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না। ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং অবশ্য বলছেন, 'পুরনিগমকে বিষয়টি জানিয়েছি। দ্রুত কালভার্টটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

ওয়ার্ডের ওই এলাকায় বহু মানুষের বসবাস রয়েছে। এলাকার ওই মাঠে যেতে হলে কালভার্ট পেরিয়েই যেতে হয়। মাঠের সামনে যেতেই চোখে পড়ল ওই বেহাল কালভার্ট। বেরিয়ে আসা রড দেখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অসীম সাহানি ক্ষোভের সুরে বললেন, 'কিছুদিন আগে এখানেই তো এক যুবতীর পা এই রডের মধ্যে পড়ে কেটে গেল। এই কালভার্টের জন্য প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।' এলাকাবাসী বলছেন, একটু অসাবধান হলেই এই কালভার্ট থেকে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এলাকার আরেক বাসিন্দা অর্জুন সরকারের কথায়, 'গুরুত্বপূর্ণ এই কালভার্টের দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। আগের সপ্তাহেই আমার ছেলে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে। এলাকাবাসীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' মোহন দাস সহ ওই এলাকার অন্য বাসিন্দারা জানালেন, আমরা বহুদিন ধরেই চাইছি যে, এলাকার এই কালভার্টের সমস্যার সমাধান হোক। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

সিপিএমের সভা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতির অভিযোগ তুলে বুধবার পুরনিগম এলাকার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে একটি সভার আয়োজন করে সিপিএম। আগামী ২৩ তারিখ বিভিন্ন ইস্যুতে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

চয়নপাড়ার গণেশপুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। বুধবার শিলিগুড়িতে। —সংবাদচিত্র

পুজোয় ফুলের দু'কোটির ব্যবসা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পরপর গণেশ ও বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর শহর শিলিগুড়ি। পুজোর তোড়জোড় দেখে আশায় বুক বাঁধছিলেন শহরের ফুল ব্যবসায়ীরা। জোড়া পুজোয় শহরজুড়ে প্রায় ২ কোটি টাকার কাছাকাছি ফুলের ব্যবসা হলেও অতিরিক্ত দামের জন্য খুব বেশি লাভের মুখ দেখেননি অনেক ব্যবসায়ী। গত বছর থেকে এবার ফুলের দাম ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আমদানিও কম রয়েছে। দাম আকাশছোঁয়া থাকায় বিক্রি বেশি হলেও লাভ কম হয়েছে। ফুলের পাশাপাশি দূর্বার চাহিদা ছিল তুঙ্গে। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজারের টাকার দূর্বা বিক্রি হয়েছে বলে দাবি শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির।

পুজোর মরশুমে ফুলের বিক্রি ভালো হবে আশা করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তবে ফুলের দাম দেখে চক্ষু চড়কগাছ বিক্রেতাদের। গত বছর কুড়িটি গাঁদা ফুলের মালা ৫০০ টাকা দিয়ে কিনলেও এবছর দাম ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। আগের বছর রজনীগন্ধার গোছা ১০০ টাকায় কিনলেও এবছর তার দাম ছিল ১৮০ টাকা। দামের জন্য অনেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম ফুল দিয়েই কাজ চালিয়েছেন। অসীম দত্ত বলছিলেন, 'গিন্নি বলেছিল গোটা ঠাকুরঘর ফুল দিয়ে সাজাবে। দাম দেখে শুধু ঠাকুরের জন্যই ফুল কিনেছি।' ফুলের ব্যবসাকে টেক্কা দিয়েছে দূর্বা। গণেশের পুজোয় দূর্বার মালা কিংবা দূর্বার গুচ্ছ দেওয়ার প্রথা রয়েছে। ফলে শহরে এবছর প্রায় লক্ষ টাকার দূর্বার ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। এবছর রানাঘাট, নদিয়া থেকেও আমদানি করতে হয়েছে দূর্বা। শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রণপদ সেনের কথায়,

দামে আগুন হলেও বিক্রিতে লাভ কমেছে

'এবছর আমরা ৫ টাকার দূর্বা ৩০ থেকে ৪০ টাকায় কিনেছি। বিক্রি ভালো হয়েছে। আবহাওয়ার কারণে ফলন কম হওয়ায় ফুলের দাম অতিরিক্ত চড়া ছিল। খুব একটা লাভ হয়নি।'

শহরের ফুল বাজার যেমন হাসমি চক, এসএফ রোড, কোর্ট মোড়ের ফুল ব্যবসায়ীদের মুখে হতাশার কথা। বেশি দামে ফুল কিনে বিক্রি না হওয়ায় ফেলে দিতে হয়েছে। ব্যবসায়ী সৌমেন দাসের কথায়, 'গতবছর ১০০ টাকায় ১০টি ফুল কিনলেও এবার ৫টি ফুল কিনতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ। চড়া দামের জন্য অনেকে বেশি ফুল কেনেননি।'

বিজ্ঞানভিত্তিক নাটকে রাজ্যে তৃতীয় বাণীমন্দির স্কুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বিজ্ঞানভিত্তিক নাটকে রাজ্যে তৃতীয় স্থান পেল বাণীমন্দির রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পড়ুয়ারা। নাটকে গ্রামের মোড়ল বুলবুল খুড়ো চরিত্রে অংশগ্রহণ করে বিচারকদের মন জয় করে সেরা অভিনেতার খেতাব পায় স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র রেশব পাল। কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে এদিন 'উড়ে চলো পাখিরা' নামে একটি নাটক করে স্কুলের পড়ুয়ারা। কুসংস্কার যে সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতটা ভয়ানক হতে পারে তা এই নাটকের মাধ্যমে পড়ুয়ারা তুলে ধরে।

বিজ্ঞান যতই যুক্তি, প্রমাণ দিয়ে থাকুক না কেন, কিছু মানুষের কাছে আজও কুসংস্কার প্রাধান্য পায়। তাঁরা নিজের মনের ভুলে কুসংস্কারে পা দিয়ে ডেকে আনেন বিপদ। যা নিজের পাশাপাশি সমাজের উপর প্রভাব ফেলে। তাই পড়ুয়ারা যাতে বিজ্ঞানের প্রতি বেশি করে আগ্রহী হয়ে ওঠে আর কুসংস্কার থেকে দূরে থাকে সেজন্য বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে এই বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে আয়োজিত জেলা স্তরে এই

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এই স্কুলের পড়ুয়ারা। তারপরই রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের জন্য পড়ুয়াদের প্রস্তুত করানো হয়। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বলেন, 'রাজ্য স্তরে পড়ুয়ারা জায়গা করেছে এটা আমাদের কাছে খুবই খুশির খবর। আশা করছি, এই পড়ুয়াদের দেখে অন্য স্কুলের পড়ুয়ারাও উৎসাহিত হয়ে পরের বছর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।'

বুধবার কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনলজিকাল মিউজিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকের গ্রুপে মোট আটজন অংশগ্রহণ করে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্য স্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পড়ুয়ারা জানায়, তারা এত বড় মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করতে পেরে খুব খুশি। পরের বছর যাতে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করবে। পড়ুয়াদের এই সাফল্যে খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি দাস। তিনি নিজেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পড়ুয়ারা স্কুলের নাম আরও উজ্জ্বল করেছে। আমরা খুবই গর্বিত বলে স্কুলের শিক্ষক অপূর্ণময় ঘোষ জানান। তিনি জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের এই সাফল্যে স্কুলে আরও পড়ুয়া নাটকচর্চার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। এদিনের রাজ্য স্তরে নাটক প্রতিযোগিতায় সেরা দল জাতীয় স্তরে নাটক করার সুযোগ পেয়েছে।

মাদক সহ গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের কদ্দুভিটা 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' মঙ্গলবার জিয়াপোখর থানার পুলিশ ও এসএসবি'র ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঘামে ভেজা উত্তরে আজ থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : পুজোর দিনগুলিতে জলে ভাসবে না তো মণ্ডপ? দুর্গাপুজো যত এগিয়ে আসে, 'ঘরপোড়া' বাঙালির মনের কোণে ততই যেন এই প্রশ্ন উঁকি দেয়। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিহীন পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে চলতি সপ্তাহেই বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'নতুন করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্পের আনাগোনা হবে সিকিম পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গে। ফলে টানা কয়েকদিন বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিকে, বঙ্গোপসাগরে বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের ওপর একটি নিম্নচাপ অবস্থান করায় বুধবার দিনভর দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে জনজীবন খানিকটা ব্যাহত হয়। বৃহস্পতিবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে।

ভোররাতের একপশলা বৃষ্টিতে স্বস্তি মিলেছিল শিলিগুড়িতে। কিন্তু বেলায় সেই চড়া রোদের হাত ধরে ফিরে আসে সেই গত কয়েকদিনের গুমোট গরম আবহাওয়া। বিকেলে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। স্বস্তির এই বৃষ্টিতে একধাক্কায় কিছুটা হলেও পারদ পতন ঘটেছে।

ভাদ্রের গরম নতুন কিছু নয়। তাল পাকার জন্য নাকি এমন গরম পড়ে, বলছেন প্রবীণরা। কিন্তু দিনের পর দিন এমন শুষ্ক আবহাওয়া, অতীতে দেখা গিয়েছে কি না, তাঁরাও তা মনে করতে পারছেন না। গত কয়েকদিন তো প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেছে তাপমাত্রা। অস্বস্তির আর্দ্রতায় অনুভূতি ছিল ৪৫ ডিগ্রির বেশি। বুধ সকালেই অবশ্য এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ভোররাতের বৃষ্টিতে। এরই মধ্যে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর বিশেষ বুলেটিনে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির দু'একটি জায়গায়। এই তিন জেলার ক্ষেত্রে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির দু'একটি জায়গাতেও। আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি, তাতে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও অন্তত সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

এখানেই ভয় বাজারের। সাধারণত বিশ্বকর্মাপুজোর পর প্রথম রবিবারটিকে পুজোর বাজারের প্রথম ছুটির দিন হিসেবে ধরে ব্যবসায়ীদের বড় একটা অংশ। হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ী সুরজিৎ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'বিশ্বকর্মাপুজো শেষ। ফলে এই রবিবার থেকে বাজার জমে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধ্যা-রাতে যদি বৃষ্টি হয়, তবে বাজার নষ্ট হবে।' একই বক্তব্য বিধান মার্কেটের অভিজিৎ দাসেরও। তবে তাঁর আশা, 'পুজো এবার দেরিতে হওয়ায় বৃষ্টি তেমনভাবে বেগ দেবে না। একটা রবিবার পণ্ড হলেও বাকি রবিবারগুলি পাওয়া যাবে।'

বৃষ্টি কই। তীব্র গরমে আকাশের দিকে তাকিয়ে। পরেই অবশ্য বৃষ্টি নামে। তিস্তা নদী সংলগ্ন গ্রামে। বুধবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

> নতুন করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্পের আনাগোনা হবে সিকিম পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গে। ফলে টানা কয়েকদিন বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> –গোপীনাথ রাহা *আবহবিদ*

সহজ পরিবহণে কাঠের বদলে ওজনে হালকা অ্যাম্বুল্যান্স।

বক্সা পাহাড়ে বেতের পালকি অ্যাম্বুল্যান্স

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : কোথায় প্রায় ১০০ কেজি, আর কোথায় ৪০ কেজি! কোথায় কাঠের তৈরি কাঠামো, আর কোথায় বেতের! বক্সা পাহাড়ের রোগীদের সমতলে নিয়ে আসার জন্য যে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছিল, তার সব থেকে বড় সমস্যা ছিল ওজন। সেই সমস্যা এবার মিটতে চলেছে। বেতের তৈরি নতুন পালকি অ্যাম্বুল্যান্স নামাতে চলেছে জেলা প্রশাসন।

এই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করার উদ্যোগ নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন মহলে চর্চা হয়েছে। এমনকি এই প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারও পেয়েছে জেলা প্রশাসন। মূলত জেলার বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দাদের চিকিৎসার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছিল। পালকিতে চাপিয়ে যাতে সহজেই কোনও রোগীকে পাহাড় থেকে নীচে নামানো যায় বা উপরে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছিল। এবার সেই অ্যাম্বুল্যান্সকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের বদলে বেতের পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হবে বক্সায়।

ইতিমধ্যেই একটি বেতের পালকি তৈরিও হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের হস্তশিল্পী বিপুল বিশ্বাস পাঁচ ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট চওড়া এই বেতের পালকি তৈরি করেছেন। বিপুল জানালেন, পালকির ওজন যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি।

কাঠের পালকির বদলে বেতের পালকি চালু করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল ওজন কমানো। বক্সা পাহাড়ে বর্তমানে দুটো পালকি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে। একটি থাকে বক্সা ফোর্টে, আরেকটি লেপচাখায়। এই কাঠের পালকির ওজন প্রায় ১০০ কেজি। এত ভারী পালকি নিয়ে বক্সা পাহাড়ের দুর্গম রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়ছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। ওজনের সমস্যায় অনেকেই পিছিয়ে আসছিলেন এর ব্যবহার করা থেকে। প্রশাসনের চোখেও সমস্যা ধরা পড়ে। তারপরেই সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এতে যে সুবিধা হবে, তা মানছে বক্সা পাহাড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটিও। ওই সংগঠনের কালচিনির জেনারেল ম্যানেজার তুষার চক্রবর্তীর কথায়, 'বেতের পালকির উপর প্যারাসুট কাপড়ের ছাউনি দেওয়া হয়েছে। আর কাঠের পরিবর্তে স্টিলের হাতল দেওয়া হয়েছে।' নতুন পালকি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার তার উদ্বোধনের অপেক্ষা। নতুন ও হালকা পালকি অ্যাম্বুল্যান্স মিলবে, এই খবরে খুশি বক্সার বাসিন্দারাও। সদর বাজারের বাসিন্দা অঞ্জনা থাপার বক্তব্য, 'যে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স আছে, সেটার এত ওজন যে, ওটা তুলতে আটজন লোক লাগে। আমরা তাই কোনও প্রয়োজন হলে স্ট্রেচারই ব্যবহার করি। এবার হয়তো সুবিধা হবে।'

সরাসরি বেতন

প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন হয় রাজ্য সরকারের টাকায়। তাই রাজ্য সরাসরি কর্মীদের বেতন দিলে তাতে অনৈতিক কিছু হয় না। যদিও অনেকে এই সিদ্ধান্তের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আর্থিক অবরোধের' হুমকির যোগ আছে বলে মনে করছেন। গত ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় কলকাতার মেয়ো রোডে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ করলে আমরা অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরি করতে পারি।'

সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীদের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেই হুমকির ফলশ্রুতি বলে অনেকে মনে করছেন। তৃণমূল বিরোধী অধ্যাপক সংগঠনগুলি নবান্নের এই ঘোষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করছে। বুধবার নবান্নের বৈঠকে রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

নবান্নের ১২ তলায় ওই বৈঠকে ছিলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা, উত্তরবঙ্গ, গৌড়বঙ্গ, বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল, সিধো-কানহো বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ও ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ফিন্যান্স অফিসাররা। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাতে উপাচার্যদের সঙ্গেই বৈঠক করা হত। বুধবারের বৈঠকে কিন্তু উপাচার্য বা রেজিস্ট্রারদের না ডেকে সরাসরি ফিন্যান্স অফিসারদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল নবান্ন। এই সিদ্ধান্তের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বেতন বাবদ আর এককালীন তহবিল দেবে না সরকার। কয়েকদিন আগেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ডাকা বৈঠকে উপস্থিত হননি রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রাররা। তারপরই সরকারের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর

প্রথম পাতার পর

ওই শিক্ষিকাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধেই এবার এই ছাত্রীর উপর নিপীড়ন চালাবার অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ওই ছাত্রীর অভিভাবকরা নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা নিতেই পারেন।' তাঁর সাফাই, 'স্কুলের সুনাম ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে স্কুলের নাম খারাপ হয়।'

ওই ছাত্রীর বাবা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিকেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অভিযোগ, সেখানে বিদ্যালয় পরিদর্শক ওই অভিভাবকের কথা ঠিকঠাক শুনতেই চাননি। বিষয়টি নিয়ে রাজীব বলেন, 'আধারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সেই কারণে ওই অভিভাবকের সঙ্গে ঠিক করে কথা বলতে পারিনি। এত সংখ্যক পড়ুয়ার বিষয়গুলো নিয়ে আলাদাভাবে অনেক সময় দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই কারণে স্কুলের দ্বারস্থ হতে অভিভাবককে বলেছিলাম। কারণ প্রতিটি স্কুলে এ ধরনের সমস্যা দেখার জন্য শাখা রয়েছে।'

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	২৩.০
জলপাইগুড়ি	২৭.০	২৫.০
কোচবিহার	২৭.০	২৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৭.০	২৫.০
মালদা	২৯.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	২৫.০
গ্যাংটক	২১.০	১৭.০

গণপতি বাপ্পা...

গণপতি উৎসবে মেতে উঠেছিল মুম্বই। সাধারণ মানুষ থেকে বলিউডের অভিনেতারা সমান উৎসাহে গণেশ নিয়ে মেতেছেন। বিসর্জনের সময়ও দেখা গিয়েছে একই ছবি। অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি যেমন নেচেছেন প্রাণভরে, সাধারণ মানুষও নেচেছেন একই তালে। ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ, রণবীর সিং-দীপিকা পাড়ুকোন, প্রত্যেকেই গণেশপুজো উপলক্ষ্যে ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

– এএফপি

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভায় তৃণমূল নেতারা, বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বার্ষিক সাধারণ সভায় তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক ছড়াল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার হরিপুরের একটি ভবনে এই সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় কোনও সরকারি আধিকারিকদের দেখা যায়নি। তাঁদের বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'এগুলো সম্পূর্ণ অনৈতিক কাজ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভায় শুধু গোষ্ঠীর সদস্যদেরই থাকার কথা। সেখানে তৃণমূল নেতারা মঞ্চে বসে কী করছিলেন?' আগামীতে এই নিয়ে বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন বিধায়ক।

এদিকে, অভিযোগ মানতে চাননি স্থানীয় সুরভি সংঘের সভানেত্রী সুপ্রিয়া বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, 'নিয়ম মেনেই সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। হয়তো সময়ের অভাবে আধিকারিকরা আসতে পারেননি।' আর নেতাদের উপস্থিতি নিয়ে তাঁর সাফাই, 'সভায় তৃণমূল নেতা হিসেবে কাউকেই পরিচয় করানো হয়নি। সমাজসেবী হিসেবেই ডাকা হয়েছে।'

প্রতি বছরের মতো এবছরও বার্ষিক হিসেবনিকেশের জন্যই এই সভা ডাকা হয়েছিল। এদিনের সভায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ আহিদ, দলের নেতা রাজীব মণ্ডল, গণেশ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল ব্লকের মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক সুমিত্রা রায়ের সঙ্গে। এদিন ব্লক অফিসে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তিনি ফোনেও সাড়া দেননি।

জয়গাঁয় নবজাতকের জন্য কবর খুঁড়ছেন মা

প্রতিবেশীরা খবর দিলেন পুলিশে

জয়গাঁ, ২০ সেপ্টেম্বর : মা হয়েছেন মাত্র একদিন আগে। কিন্তু বুধবার বেলা গড়িয়ে গেলেও তাঁর ঘর থেকে মেলেনি শিশুর কান্নার আওয়াজ। কৌতূহলী প্রতিবেশীরা ঘরে উঁকি দিতেই যা দেখলেন, তা শিউরে ওঠার মতো। মা মনোযোগ দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন। আর পড়ে রয়েছে নবজাতকের দেহ। নিজের কন্যাসন্তানের দেহ চাপা দেওয়ার জন্য নিজের হাতেই কবর খুঁড়ছেন মা। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝরনাবস্তি এলাকায়। পরে স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে জয়গাঁ থানার পুলিশ অবশ্য ওই মহিলাকে আটক করেছে।

জয়গাঁ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। ওই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

অভিযুক্তের নাম মরিনা বিবি। তাঁর স্বামীর নাম মোস্তফা আলি। এই দম্পতির আগে থেকেই দুটি সন্তান রয়েছে। একটি নয় বছরের মেয়ে ও একটি ছয় বছরের মেয়ে। মৃত শিশু তাঁদের তৃতীয় সন্তান। মরিনার ছয় বছরের মেয়ে নাকি নিজেই দেখেছে, মা ছোট বোনকে কবর দিতে যাচ্ছে। তারপরেও আতঙ্কে মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বের করেনি ওই শিশু। পরবর্তীতে আমিরুন বিবি নামে এক প্রতিবেশী ওই মহিলার ঘরে যান। দেখতে পান গর্ত খোঁড়া।

শিশুর দেহ পড়ে রয়েছে পাশে। আমিরুনকে দেখতেই মরিনার ছয় বছরের কন্যা তাঁকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। তারপরই ঘটনার কথা জানাজানি হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মরিনার বাড়ির সামনে ভিড় জমে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তিনি কিন্তু মোটেই পালাবার চেষ্টা করেননি। খবর দেওয়া হয় জয়গাঁ থানার পুলিশকে। এলাকায় পুলিশ গিয়ে প্রথমে শিশুর দেহ উদ্ধার করে। তারপর মাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।

জয়গাঁ থানার ওসি টিএন লামা জানান, 'মরিনাকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি শিশুহত্যার ঘটনা স্বীকার করলে গ্রেপ্তার করা হবে।'

মরিনার ছয় বছরের মেয়ে জানিয়েছে, 'বোনকে খুব মারছিল মা। তারপর বোন কান্না বন্ধ করে দিল। দুপুর থেকে মা মাটি খুঁড়ছিল। তারপরেই এক দিদা বাড়ি চলে এল। মাকে পুলিশ নিয়ে গেল।'

মরিনার বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি ও দুই কন্যাসন্তান রয়েছে। স্বামী মোস্তাফা আলি জেলে রয়েছে গোরুচুরির দায়ে। এদিনের ঘটনার পর ব্যাপক ক্ষিপ্ত এলাকার লোকজন। এই পরিবারকে এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে অনেকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একজন আজিবুল বিশ্বাস বলেন, 'মরিনার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই বলে মনে হচ্ছে। এর আগেও অন্য সন্তানদের সাংঘাতিক মারধর করেছে। আমরা গিয়ে থামিয়েছি। এমন কাজের কোনও ক্ষমা হয় না।'

এদিন মরিনার ঘরে গিয়ে আমিরুন যে দৃশ্য দেখেছেন, তা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বললেন, 'ঘরে গিয়ে দেখি নবজাতকের দেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে। মাটি খুঁড়ছে মরিনা। আমার মনে হয় যে ও বাচ্চাটাকে মেরে মাটিচাপা দিতে চাইছিল। বাইরে এসে সবাইকে বলি ঘটনাটা।' তাঁর প্রশ্ন, 'কোনও মা কি স্বাভাবিক অবস্থায় পারে এরকম করতে?'

মসিহাও আসুন

প্রথম পাতার পর

সংস্কার এবং অগ্রগতিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া সুভাষগঞ্জের ঘটনাও হিংসাকে হাতিয়ার করে প্রতিপালিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির মুখেও একটি বড় থাপ্পড়। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন, কোনও বধূকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে বেঁধে পাড়ায় ঘোরানো যায় না। আর এই রাজনীতিকে মানুষ একদিন পদাঘাত করবেই। এটা আজকের রাজনৈতিক নেতাদের বুঝতে হবে। এই সমাজকে যাঁরা সভ্য সমাজ বলে দাবি করেন, যাঁরা সমাজের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরান, তাঁদের শুধু খেতাব আর বিভিন্ন সম্মান নিয়ে ঘুরে বেড়ালে হবে না, সমাজকে বাঁচানোর এবং সমাজের সঙ্গে ওই বধূদের সম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচানোর কাজে নামতে হবে। পারলে আজই। যদি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাহলে বুঝব আপনি মাথা, নাহলে ধরে নেব আপনিও হাতা, খুন্তি অথবা চামচা। গৌড়বঙ্গের মা ও মেয়েদের ঘরে ও বাইরে বড় দুঃখে এক একটি দিন কাটছে, রাত কাটছে। কোন মসিহা ওঁদের পাশে দাঁড়াবে কে জানে?

করিমুলের

প্রথম পাতার পর

সেটা যাচাই কেন করা হয়নি। করিমুলের দাবি, 'আমি বেশিদূর লেখাপড়া করিনি। শুধু ভালো কিছু করতে গিয়ে এই সমস্যায় পড়লাম।' ট্রেনিং নিয়ে প্রতারিত হওয়া এক পড়ুয়া বলেন, বিনামূল্যে শেখানোর কথা শুনেই এসেছিলাম। পরে এদের অন্য উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সরে এসেছিলাম। হাতেকলমে শেখানোর কোনও ব্যবস্থা এখানে ছিল না। টাকা দিয়ে প্রতারিত এক শিক্ষার্থী বলেন, সার্টিফিকেট থাকলে ভালো হাসপাতালে চাকরি পাওয়া যাবে এবং চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে শুনে টাকা দিয়েছিলাম। বুঝতে পারছি না এখন এই সার্টিফিকেট ভুয়ো কি না। বিষয়টি নিয়ে অনুতপ্ত করিমুল নিজেও। আরেকটু সতর্ক হয়ে কাজ করলে এমনটা ঘটত না বলেই আক্ষেপ তাঁর। দ্রুত বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

ছেলের মৃত্যু, বিপাকে মা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছেলের মৃত্যুতে বিপাকে পড়েছেন বৃদ্ধা মা। মঙ্গলবার রাতে পেশায় সবজি বিক্রেতা দুলাল আচার্য (৫৫) সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। আমবাড়ি-সাহুডাঙ্গি রাজ্য সড়কে সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মগরাডাঙ্গির রাজগঞ্জ ব্লক হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুলালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পরেই বাইক ফেলে পালিয়ে যায় চালক। বাইকে থাকা তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বুধবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ নিয়ে আসা হয় এলাকায়। এদিন সন্ধ্যাতেই সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাটে মৃতদেহের সৎকার করা হয়। ছেলের মৃত্যুতে শোকের মাঝেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে মৃতের ৭৮ বছর বয়সি মাকে। স্থানীয়রা জানান, বিভিন্ন হাট ঘুরে সবজি বিক্রি করতেন দুলাল। তাঁর উপার্জনেই চলত মা-ছেলে দুজনের সংসার। এখন সংসার কীভাবে চলবে তা ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

জট কাটিয়ে নিয়োগপত্র

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আদালতের নির্দেশের পর চার মাস পেরিয়ে গেলেও নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়ায় গত সপ্তাহে ফের আইনজীবী মারফত হাইকোর্টে বিষয়টি তোলেন অনামিকা।

এদিন চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পর অনামিকা বলেছেন, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমার প্রথম থেকেই আস্থা ছিল। আমি যদি আইনের দ্বারস্থ না হতাম, তবে হয়তো চাকরিটা পেতামও না। আমি এর জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাই।'

২০১৬ সালে অনামিকা এসএসসি'র পরীক্ষা দেওয়ার পর ২০১৭ সালে ফল ঘোষণা হয়। ২০১৮ সালে তাঁর চাকরি পাওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। তাই অনামিকার কথায়, 'আমার মতো অনেক যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদেরও যদি এরকম কোনও ধরনের সমস্যা থেকে থাকে, তবে বসে না থেকে তাঁদেরও উচিত আইনি পথ অবলম্বন করা।' আর চাকরির দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের পাশেও দাঁড়িয়ে অনামিকার মন্তব্য, 'যাঁরা রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন, তাঁদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় বসে রয়েছেন। তাঁরাও যখন চাকরি পাবেন, স্কুলে যেতে পারবেন, সেদিন আমি এদিনের মতোই খুশি হব।'

ডাক্তারের

প্রথম পাতার পর

ভাগ পৌঁছেছে। বেশ কয়েকমাস ধরেই এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল মোবারক।

মেডিকেল কলেজের রেকর্ড রুম, কম্পিউটার থেকে এক রোগীর নথি চুরি করে নকল করা হলেও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক তদন্ত করতে নারাজ। তাঁর যুক্তি, পুলিশ তো তদন্ত করছেই, তাই বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নেই। এত বড় জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও কেন এনবিএমসি কর্তৃপক্ষ উদাসীন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে শিলিগুড়ি পুলিশের এনজেপি থানা, মেডিকেল ফাঁড়ি এবং এসওজির পুলিশকর্মীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়েছে বলে কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে।

খুন তৃণমূল প্রধান

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

ঘটনার পর পাঞ্জিপাড়ায় শোকার্ত এবং ক্ষুব্ধ জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকার সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। থমথমে পরিস্থিতিতে যত্রতত্র জটলা পুলিশের বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং মন্ত্রী রব্বানির ভাই, গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত এক সদস্য দাবি করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে মোবাইলে ফোন করে রাহী সাহেবকে কেউ বা কারা ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল। তিনি বিষয়টি পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকেও জানিয়েছিলেন। ফলে শুটআউটের পিছনে ব্ল্যাকমেলের বিষয় জড়িত রয়েছে কি না, পুলিশ সেদিকও খতিয়ে দেখছে।

এলাকার বাসিন্দারাই বলেছেন, গত কয়েক মাসে এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি লাটে উঠেছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে গোয়ালপোখর থানা সংলগ্ন এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একাধিক মৃত্যুর নজির রয়েছে। মন্ত্রীর ভাই রসুলের মন্তব্য, 'পুলিশকে আমরা ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে বলেছি দ্রুত খুনিদের গ্রেপ্তার করতেই হবে।' আর কানাইয়া বলেছেন, 'নৃশংসভাবে প্রধানকে খুন হতে হবে, ভাবাই যায় না। পুলিশ সুপারকে কড়া হাতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।'

মন্ত্রী রব্বানি বর্তমানে কলকাতায়। সেখান থেকেই ফোনে তিনি বলেন, 'রাহী সাহেব অত্যন্ত সজ্জন বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপর গুলি চালাবার ঘটনা আমাদের কল্পনার বাইরে।' আপনার খাসতালুকে একের পর এক ঘটনায় পুলিশি ব্যর্থতা কতটা দায়ী বলে মনে করছেন? মন্ত্রীর উত্তর, 'পুলিশকে দুষ্কৃতীদের ধরতেই হবে। এই মর্মে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মৃত্যু পড়ুয়ার

কিশনগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর : স্কুলে কৃমির ওষুধ খেয়ে মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। এছাড়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৫০ জনের বেশি পড়ুয়া। বিহারের পূর্ণিয়ায় বইসা মিডল স্কুলে বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। এছাড়া অমৌর ব্লকের আরেকটি মিডল স্কুলেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা স্কুলে স্কুলে এদিন কৃমির ওষুধ খাওয়ান। তার মধ্যে ওই দুই স্কুলে অঘটনটি ঘটেছে।

গরমে সবজি ও আমন ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : চড়া রোদে আমন ধান ও আনাজের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চোপড়া ব্লকের কৃষকদের একাংশ। গত দু'সপ্তাহ ধরে এলাকায় ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রখর রোদ ও গরম আবহাওয়ায় চাষের জমির মাটি ফাটতে শুরু করেছে। ফলনের বৃদ্ধিও কমছে। খালবিল শুকিয়ে যাওয়ায় পাট পচাতে সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। যদিও ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চোপড়া ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় এবছর প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে ধানের ক্ষতি হচ্ছে দেখে চাষিদের একাংশ চোপড়ার উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে শুরু করেছেন। স্থানীয় কৃষক আজিজুল হক বলেন, 'বৃষ্টি না হওয়ায় উঁচু জমিগুলোর ধান গাছের পাতা একদিকে হলদে হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, গাছের বৃদ্ধিও তুলনামূলকভাবে কম। স্বাভাবিকভাবে ফলনও কমই হবে বলে আমাদের আশঙ্কা।'

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের ফলনে প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। জমির যে অংশে জল দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ফুল এলেও ডাঙা জায়গায় আমনের ফুল আসতে সময় লাগছে। সেইসঙ্গে মাজরা পোকার প্রভাবও শুরু হয়েছে।' অন্যদিকে, ঝিঙে, পটল, বরবটি ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আরেক বিশেষজ্ঞ ডঃ মৌটুসি দে জানান, 'চড়া গরমে সবজি চাষের ক্ষেত্রে ফলনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়ার পাশাপাশি গাছের পাতা ঝলসে যাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে।'

জোড়া গোল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হুলিয়ন আলভারেজের। তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন ফিল ফোডেন।

স্বস্তির জয় সিটির, ফাইভ স্টার বার্সা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর : একগাদা সুযোগ নষ্ট করেও স্বস্তির জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেতাব রক্ষার অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে তারা ৩-১ গোলে রেড স্টার বেলগ্রেডকে হারিয়েছে।

এতিহাদ স্টেডিয়ামে এদিন সিটির একতরফা জয়ের আশায় ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষলগ্নে ওসমান বুকারির গোলে পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড পিছিয়ে পড়ে। প্রথম ৪৫ মিনিট সিটিকে কার্যত খুঁজে পাওয়া যায়নি। নরওয়ের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড একাই গোটা তিনেক সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতির পর অবশ্য খেলায় ফেরে সিটি। ৪৭ মিনিটে হুলিয়ন আলভারেজ সমতা ফেরান। ৬০ মিনিটে তাঁর দ্বিতীয় গোল সিটিজেনদের ম্যাচে প্রথমবার লিড এনে দেয়। ৭৩ মিনিটে রড্রির গোলে সিটি তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে।

জয়ের পর সিটির কোচ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'এদিন আমরা কতগুলি সুযোগ নষ্ট করেছি জানি না। তবে আমরা ভালো খেলেছি। পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফিরেছি। দিনের শেষে ৩ পয়েন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেড অ্যাওয়ে ম্যাচে এসি মিলানের সঙ্গে গোলশূন্য করল।

অন্যদিকে, গ্রুপ 'এইচ'-এ রয়্যাল অ্যানট্রেপকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল বার্সেলোনা। ১১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স বার্সাকে এগিয়ে দেন। ১৯ মিনিটে লিড ডাবল করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ২২ মিনিটে জেলে বাতাইলের আত্মঘাতী গোল বার্সার কাজ সহজ করে দেয়। ৫৪ মিনিটে বার্সার গাভি স্কোরশিটে নাম তোলেন। ৬৬ মিনিটে ফেলিক্সের দ্বিতীয় গোলে বার্সা জয় নিশ্চিত করে।

আরেক স্প্যানিশ জায়েন্ট অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন লাজিওর গোলকিপার ইভান প্রোভেডেল। ২৯ মিনিটে পাবলো বারিসোর গোলে এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে প্রোভোডেলের গোল অ্যাটলেটিকোকে পুরো পয়েন্ট নিতে দেয়নি।

নাসেরের জয়ে রোনাল্ডোর রেকর্ড

তেহরান, ২০ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার অভিষেক ঘটল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। জয় দিয়ে ম্যাচটিকে স্মরণীয় করে রাখল তাঁর দল আল নাসের। ইরানিয়ান লিগ চ্যাম্পিয়ন পার্সেপোলিসকে ২-০ গোলে হারালেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ, সাদিও মানেরা। এই জয়ের সঙ্গে কেরিয়ারের ১০০০টি ম্যাচ অপরাজিতভাবে শেষ করার রেকর্ড স্পর্শ করলেন রোনাল্ডো।

রোনাল্ডো গোল না পেলেও ম্যাচ জিততে অসুবিধা হয়নি আল নাসেরের। ৬০ মিনিটে রোনাল্ডোর থ্রু ধরে বক্সের বাঁ দিক দিয়ে গড়ানো সেন্টার করেন ব্রোজোভিচ। সেখান থেকে আব্দুল রহমন ঘরিবের চকিতে শট বিপক্ষ ডিফেন্ডার ড্যানিয়েল এসমায়েলিফারের গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। ১২ মিনিট পরে ঘরিবের পাস থেকেই দ্বিতীয় গোল করেন মহম্মেদ কাসিম।

তবে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে বিশ্বের তাবড় ফুটবলারদের খেলতে দেখার সুযোগ পাননি ইরানিরা। পার্সেপোলিসের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে আক্রমণাত্মক পোস্ট করার অভিযোগ করে এফসি গোয়া। অভিযোগের ভিত্তিতে এএফসি পার্সেপোলিস ক্লাবকে একটি ম্যাচ দর্শকশূন্য মাঠে খেলার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি প্রথমবার রোনাল্ডোও ইরানে পা রেখেছেন। মাঠে তাঁকে দেখার সুযোগ না থাকায় রোনাল্ডোকে একঝলক দেখার আশায় পোস্টার, ব্যানার নিয়ে টিম বাস ও হোটেল ঘিরে ফেলেন অগুনতি রোনাল্ডোভক্ত। তাঁকে নিয়ে ইরানিদের উন্মাদনার ভিডিও ক্লাবের পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করা হয়।

শুক্রবার শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

উত্তেজিত ওয়ার্নার, মোহালি পৌঁছে গেলেন রাহুলরা

মোহালি, ২০ সেপ্টেম্বর : গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!

শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জয়ের উৎসব শেষ। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করে এশিয়া সেরা হওয়ার পরই দেশে ফিরেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। মাঝে ছোট্ট একটু বিরতি।

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। গণপতি উৎসবে মজে যাওয়া। আপাতত সব শেষ করে ফের

> ভারতে আসতে বরাবরই দারুণ লাগে আমার। এখানে আমরা সবাই নিরাপদ তো বটেই, ক্রিকেটীয় দিক থেকেও অনেক বেশি নিশ্চিত। –ডেভিড ওয়ার্নার

ওডিআই সিরিজের জন্য ভারতে পৌঁছেই অনুশীলনে স্টিভেন স্মিথ। –পিটিআই

ক্রিকেটে ফিরছেন লোকেশ রাহুলরা। আগামীকাল মোহালির পিসিএ ক্রিকেট মাঠে সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় দলের অনুশীলনও রয়েছে। তার আগে আজ দেশের নানা প্রান্ত থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা পৌঁছে গেলেন মোহালিতে। এশিয়া কাপ জয়ের পর ৫ অক্টোবর থেকে দেশের মাটিতে শুরু হতে চলা একদিনের বিশ্বকাপের আগে শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজের মাধ্যমে দলের কম্বিনেশন চূড়ান্ত করার পাশে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেটমহলে এখন নানা অঙ্ক ও সমীকরণ চলছে। বড় অঘটন না হলে মোহালিতে শুক্রবার ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে অশ্বীন খেলছেনই। হয়তো কাল সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে অশ্বীনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মতো অজিরাও আজই মোহালিতে পৌঁছে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ সিরিজটা মোটেও ভালো যায়নি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শুরুতে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পরও ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ হারতে হয়েছে প্যাট কামিন্স, ডেভিড ওয়ার্নারদের। প্রাক বিশ্বকাপ ব্যর্থতার অতীত ভুলে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে নয়া অভিযান শুরু করতে চাইছেন স্টিভেন স্মিথরা। আজ দিল্লি পৌঁছে মোহালি রওনা হওয়ার আগে অজি ওপেনার ওয়ার্নার সোশ্যাল দুনিয়ায় তেমনই বার্তা দিয়েছেন। ওয়ার্নারের কথায়, 'ভারতে আসতে বরাবরই দারুণ লাগে আমার। এখানে আমরা সবাই নিরাপদ তো বটেই, ক্রিকেটীয় দিক থেকেও অনেক বেশি নিশ্চিত।' অজি ওপেনারের কথার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আগামীর আত্মবিশ্বাস। কারণ, নিয়মিত আইপিএল খেলার সুবাদে ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামের বাইশ গজ থেকে শুরু করে এখানকার আবহাওয়া, সবই ভালোভাবেই জানেন ওয়ার্নাররা।

৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ের চিপকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই একদিনের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে ভারতীয় দলও এখন নিজেদের দলের অবস্থান যাচাইয়ের ব্যাপারে মরিয়া হয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ অশ্বীন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঢুকে পড়লে ভারতীয় দলের ভারসাম্য ও বৈচিত্র্য অনেকটাই বেড়ে যাবে। এদিকে, ঘরের মাঠে আসন্ন একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার জার্সি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে এসেছে। জার্সিতে তেমন বদল নেই। শুধু তিনটির বদলে দুটি তারা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে। আর সেই দুটি তারা তেরঙা। জানা গিয়েছে, ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে এখনও পর্যন্ত ভারত দুটি বিশ্বকাপ জিতেছে বলেই নয়া জার্সিতে দুটি তারা রাখা হয়েছে। তিন নম্বর তারাটি ছিল ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য।

এক নম্বরের পথে শুভমানও

আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের সিংহাসনে ফের সিরাজ

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : মহম্মদ সিরাজের মুকুটে আরও একটা পালক।

বিশ্বকাপের আগে বিশ্বের এক নম্বর ওডিআই বোলারের তকমা। এশিয়া কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিধ্বংসী বোলিংয়ের পুরস্কার। আইসিসি বোলিং র‍্যাংকিংয়ে লম্বা লাফে সিংহাসন দখল সিরাজের।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে 'রোলস রয়েসের' গতিতে ছুটছেন অটোচালকের তারকা পুত্র। তিন ফর্ম্যাটেই ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে ভরসা জোগাচ্ছেন। অটোমেটিক চয়েস। এশিয়া কাপেও যার ব্যতিক্রম হয়নি। মাত্র ১২.২০ গড়ে ১০ উইকেট নেন। এরমধ্যে ফাইনালে ২১ রানে ৬ উইকেটের স্বপ্নের বোলিং।

সাফল্যের ফল হাতেনাতে। গত ক্রমতালিকায় ছিলেন নবম স্থানে। আজ প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে আট ধাপে এগিয়ে একেবারে শীর্ষস্থানে। অস্ট্রেলিয়ার জোশ হ্যাজেলউডকে সরিয়ে বিশ্বসেরা ওডিআই বোলারের সম্মান।

চলতি বছরে সিরাজের এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শীর্ষস্থান প্রাপ্তি। গত জানুয়ারি-মার্চে কেরিয়ারে প্রথমবার এক নম্বর বোলারের তকমা পেয়েছিলেন। পরে হ্যাজেলউডের হাতে যা খোয়াতে হয়। শেষপর্যন্ত অজি স্পিডস্টারকে সরিয়েই নিজের সিংহাসন পুনর্দখল।

মহম্মদ সিরাজের পয়েন্ট ৬৯৪। ১৬ পয়েন্টের পার্থক্য হ্যাজেলউডের (৬৭৮) সঙ্গে। তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ডের তারকা পেসার ট্রেন্ট বোল্ট (৬৭৭)। এশীয় যুদ্ধে সাফল্যের সুবাদে সেরা পাঁচে ঢুকে পড়েছেন আফগানিস্তানের দুই তারকা স্পিনার মুজিব উর রহমান (৬৫৭) ও রশিদ খান (৬৫৫)। দশম স্থানে শাহিন শা আফ্রিদি। আসন্ন অজি সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের অন্যতম দুই কাঁটা মিচেল স্টার্ক (৬) ও অ্যাডাম জাম্পা (অষ্টম) সেরা দশে রয়েছেন।

সিরাজ ছাড়া দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে প্রথম দশে আছেন কুলদীপ যাদব। এশিয়া কাপেই দুরন্ত ছন্দে ছিলেন চায়নাম্যান বোলার (৯ উইকেট নেন ১১.৪ গড়ে)। বিশেষত সুপার ফোরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা কুলদীপকে খেলতে হিমসিম খেয়েছে। যদিও ক্রমতালিকায় তার প্রতিফলন পড়েনি। তিন ধাপ নেমে নবম স্থানে অজিত আগরকারদের তুরুপের তাস কুলদীপ (৬৩৮ পয়েন্ট)। দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে দলে ফেরা জসপ্রীত বুমরাহ রয়েছেন সাতাশ নম্বরে। তারকা পেসারের প্রাপ্ত পয়েন্ট ৫৫৫।

ব্যাটারদের তালিকায় অগ্রগতি হয়েছে বিরাট কোহলির। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে সাফল্য পেয়েছেন। যার সুবাদে নয় থেকে আটে উঠে এসেছেন বিরাট। অধিনায়ক রোহিত শর্মা দশে। তবে ব্যাটারদের তালিকায় মূল নজর শুভমান গিলের দিকে। ধারাবাহিক সাফল্যের হাত ধরে শীর্ষস্থানের আরও কাছে ভারতীয় তরুণ ওপেনার। এক নম্বর ওডিআই ব্যাটার বাবর আজমের (৮৫৭) সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান আরও কিছুটা কমিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শুভমান (৮১৪)। অনেকটা পিছিয়ে তৃতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৭৪৩)। অলরাউন্ডার বিভাগে সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় হার্দিক পান্ডিয়া। রোহিতের ডেপুটি হার্দিক রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে।

এশিয়া কাপের ফাইনালে ছয় উইকেট পেয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। তার পুরস্কারস্বরূপ শীর্ষস্থানে প্রত্যাবর্তন।

অশ্বীনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে : কাইফ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপ এলেই কি রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কথা মনে পড়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির? শুক্রবার শুরু অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে তারকা অফস্পিনারের অন্তর্ভুক্তি সেই বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

প্রায় দেড় বছর ভারতীয় ওডিআই দলে ব্রাত্য। সেই অশ্বীনকেই অজি-সিরিজে ডাক। শুধু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও নয়, অনেকের ধারণা বিশ্বকাপের দরজাও খুলে যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল গতবছর টি২০ বিশ্বকাপের ঠিক আগে।

অশ্বীনের প্রত্যাবর্তন ঘিরে দুই মেরুতে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। মহম্মদ কাইফের মতে, ভারতীয় পিচে অশ্বীন 'ম্যাচ উইনার'। বিশ্বকাপে অশ্বীন থাকলে লাভবান হবে দল। ইরফান পাঠান আবার প্রশ্ন তুলছেন রাহুল দ্রাবিড়দের বিশ্বকাপ পরিকল্পনা নিয়ে। যুক্তি, বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে যথাযথ পরিকল্পনা জরুরি। যদিও অশ্বীনকে নিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

অশ্বীন শেষ ওডিআই খেলেছেন ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। মাঝে লম্বা সময়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজাদের ওপর। যদিও অক্ষরের চোটে নতুন সমীকরণের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। ফলস্বরূপ বিশ্বকাপ চিত্রনাট্যে অশ্বীনের প্রবেশ।

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

দ্রাবিড়দের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন ইরফানের

ইঙ্গিতটা বেশ কয়েকদিন ধরেই পাচ্ছিলেন অশ্বীন। নিজেকে প্রস্তুত রাখতে বেঙ্গালুরুস্থিত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সাদা বলে অনুশীলন করেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ, বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলের তত্ত্বাবধানে। ম্যাচ প্র্যাকটিসের জন্য খেলেছেন স্থানীয় দ্বিতীয় ডিভিশন লিগেও। বলেছিলেন, দলের প্রয়োজন পড়লে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাঠে নেমে পড়তে তিনি প্রস্তুত।

ডাক পেয়ে অজি সিরিজে নেমে পড়ার চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে বিশ্বকাপের হাতছানি। কাইফের মতে, অশ্বীনের অভিজ্ঞতা সম্পদ। অক্ষর চোট না পেলে হয়তো অশ্বীনের কথা ভাবা হত না। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে অক্ষরের বিশ্বকাপের আগে ম্যাচ ফিট হওয়া কঠিন। অজি সিরিজে তৃতীয় ম্যাচে দলে থাকলেও, খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই অভিজ্ঞ অশ্বীনকে ফেরানো সঠিক সিদ্ধান্ত। ওয়াশিংটন সুন্দরও ব্যাকআপ হিসেবে রয়েছেন। কিন্তু অশ্বীনের সঙ্গে সুন্দরের তুলনা চলে না।

ইরফানের যুক্তি সেখানে, 'অশ্বীনের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু দীর্ঘদিন ওডিআই ফর্ম্যাটে খেলেনি। তার সঙ্গে বিশ্বকাপের বাড়তি চাপ। অপ্রস্তুত অবস্থায় নামবে। যে কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে যা কঠিন। সবমিলিয়ে অশ্বীনকে নিয়ে ফাটকা খেলতে চাইছে দল। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। যদি অশ্বীনকে নেওয়াও হত, তাহলে আরও আগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। প্রয়োজনীয় ম্যাচ প্র্যাকটিস পেত। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে কয়েকটা ম্যাচ পাবে। কিন্তু সেটাই কি যথেষ্ট? মনে রাখতে হবে, রঙিন ফর্ম্যাটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ১০ ওভারও বল করতে হবে। কাজটা মোটেই সহজ নয়। এরকম পরিস্থিতি এড়াতে যথাযথ পরিকল্পনা দরকার ছিল।'

এশিয়াডের নকআউটে পুরুষ ভলিবল দল

হ্যাংঝৌ, ২০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার কম্বোডিয়াকে ৩-০ সেটে জিতে আশা জাগিয়েছিলেন। বুধবার গতবারের রুপোজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ৩-২ সেটে জিতে চলতি এশিয়ান গেমসে নকআউট পর্বে পৌঁছাল ভারতীয় পুরুষ ভলিবল দল। এদিন তারা ২৫-২৭, ২৯-২৭, ২৫-২২, ২০-২৫, ১৭-১৫ পয়েন্টে জয় পেয়েছে। পরের রাউন্ডে ভারত চাইনিজ তাইপে অথবা মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক হরমনপ্রীত, লভলিনা

এদিকে, শুরুটা দুর্দান্ত মেজাজে করল ভারতীয় পুরুষ রোয়িং দলও। মেন্স ফোর ইভেন্টে হিটসে প্রথম স্থানে শেষ করল তারা। ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও হংকংকে হারাতে ভারতীয় দলের সময় লেগেছে ৬ মিনিট ২০.৪৭ সেকেন্ড। এর ফলে ২৫ সেপ্টেম্বর সরাসরি ফাইনালে নামার ছাড়পত্র পেয়েছে ভারত। মহিলাদের লাইটওয়েট ডাবল স্কালস বিভাগে ভারতের কিরণ ও অংশিকা ভারতী হিটসে পঞ্চম হয়ে আগামী রেপোচেজ রাউন্ডে নামার সুযোগ করে নিয়েছে। তাদের সময় লেগেছে ৭ মিনিট ২৭.৫৭ সেকেন্ড।

এদিকে, এবারের এশিয়ান গেমসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকাবাহকের দায়িত্ব পালন করবেন ভারতীয় পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ও তারকা বক্সার লভলিনা বরগোঁহাই।

বারাণসীতে ত্রিশূল নৈশালোক...

এরকমই হতে চলেছে বারাণসীর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

শিব ঠাকুরের থিমের স্টেডিয়াম

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : আনুমানিক খরচ প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। মোট জায়গা ৩১ একর। আসন সংখ্যা হতে চলেছে অন্তত ৩০ হাজার। আর সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে থাকছে ত্রিশূলের আকারে নৈশালোকের বাতিস্তম্ভ। সঙ্গে থাকছে শিবঠাকুরের থিম।

আগামী শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারাণসীতে এমন অত্যাধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শা, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও হাজির থাকবেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার, সুনীল গাভাসকাররাও শনিবারের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেন।

ভারতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অভাব নেই। দেশের প্রায় সব বড় শহরেই রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। কোথাও একাধিক স্টেডিয়ামের নজিরও রয়েছে। কিন্তু দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বারাণসীতে এতদিন কোনও আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ছিল না। আগামীর লক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে এবার সেটাই হতে চলেছে। আর সেই স্টেডিয়ামের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চলেছে নরেন্দ্র মোদির নামও।

ঘোষণা আইসিসির

নিউ ইয়র্ক, ডালাস, ফ্লোরিডায় হবে ম্যাচ

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : জল্পনার অবসান। চলতি বছর ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের পরই আগামী বছর রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর।

সেই কুড়ির বিশ্বকাপ নিয়েই আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে দুটি বিষয়। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ মিলেই হবে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। যেখানে অংশ নেবে ২০টি দেশ। দুই, আমেরিকার তিন গুরুত্বপূর্ণ শহর নিউ ইয়র্ক, ডালাস ও ফ্লোরিডায় হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ। আইসিসির এমন ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপ করার মতো পরিকাঠামো রয়েছে কি না। কারণ, আইসিসি সূত্রে আগেই ইঙ্গিত

টি২০ বিশ্বকাপ

মিলেছিল, নিউ ইয়র্কে ভারত বনাম পাকিস্তানের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ করতে চায় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

আজ এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে। আইসিসির সিইও জিওফ অ্যালারডাইস জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্কের এইসেনহোয়ার পার্কে ৩৪ হাজার আসন বিশিষ্ট নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে। বড় অঘটন না হলে নতুনভাবে তৈরি হওয়া স্টেডিয়ামেই ভারত-পাক মহারণ হতে পারে বলে খবর। পাশাপাশি ডালাস ও ফ্লোরিডাতেও মাঠ ও ক্রিকেটীয় পরিকাঠামোর আরও উন্নতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলেছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। বহুদিন ধরেই মার্কিন মুলুকে ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচারের দিকে বাড়তি নজর রয়েছে আইসিসির। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিশ্বাস, আমেরিকায় ক্রিকেট জনপ্রিয়তা পাবেই। আর বাস্তবে সেটা হলে আইসিসি-র জন্য বিশাল মুনাফার সম্ভাবনা থাকছে। তাই এই প্রথমবার মার্কিন মুলুকে কুড়ির ক্রিকেটের আসর বসতে চলেছে। আইসিসির সিইও অ্যালারডাইস বলেছেন, 'মার্কিন মুলুকে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমরা সেটাই ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে চাইছি। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাশে আমেরিকাতেও টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।' উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকবার ভারতীয় ক্রিকেট দলও আমেরিকায় খেলেছে। তাছাড়া ২০২৮ সালে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে বসতে চলেছে অলিম্পিকের আসর। যেখানে অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে ক্রিকেট থাকার কথা। সবমিলিয়ে মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপের মাধ্যমে ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে মরিয়া আইসিসি।

তৃতীয়বার এশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞে নামতে চলেছেন বজরং। গত দুইবারই পোডিয়ামে শেষ করেন তিনি। ২০১৪ সালে ইনচিয়নে রুপো ও ২০১৮ সালে জাকার্তায় সোনা জেতেন ৬৫ কেজি বিভাগের এই কুস্তিগির।

সোনা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ বজরংয়ের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : হাঁটুর চোটে কেরিয়ার খাদের কিনারায় চলে এসেছিল। অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি ছিল না। তারপর মহিলা কুস্তিগিরকে নিগ্রহের অভিযোগে জাতীয় কুস্তি সংস্থার প্রধান ব্রিজভূষণ সিংয়ের অপসারণের দাবিতে দীর্ঘ প্রতিবাদ। শেষ কয়েক মাস সেভাবে প্রস্তুতির সময়, সুযোগ পাননি ২৯ বছরের ভারতের তারকা কুস্তিগির বজরং পুনিয়া।

কিন্তু যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ মঞ্চের সামনে তাঁকে কুস্তির অনুশীলন করতে দেখা যায়। এশিয়াডের প্রস্তুতি নিতে কিরগিজস্তানের ইসিক-কুলে গিয়েছেন সপ্তাহ পাঁচেক হল। এশিয়াডকে পাখির চোখ করেই বেলগ্রেডে চলা বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের জাতীয় দল বাছাইয়ে অংশ নেননি।

তৃতীয়বার এশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞে নামতে চলেছেন বজরং। গত দুইবারই পোডিয়ামে শেষ করেন তিনি। ২০১৪ সালে ইনচিয়নে রুপো ও ২০১৮ সালে জাকার্তায় সোনা জেতেন ৬৫ কেজি বিভাগের এই কুস্তিগির। ৬ অক্টোবর এশিয়াডের ম্যাটে নামছেন তিনি। ইরান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানের মতো প্রতিপক্ষ দেশের বিরুদ্ধে এশিয়াড চ্যাম্পিয়নের তকমা ধরে রাখার কাজ যে কঠিন হবে, সেই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

দল নিয়ে শেষবেলার প্রস্তুতি লক্ষ্মণের

বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর : ৩ অক্টোবর এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে অংশ নেবে। প্রথম ম্যাচ যোগ্যতা পর্ব থেকে উঠে আসা দলের বিরুদ্ধে। তিনটি জয় মানে সোনার পদক, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। বিশ্বকাপ নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী পারদের মধ্যে যেদিকে চোখ থাকবে ক্রীড়াপ্রেমীদের।

এশিয়ান গেমস ক্রিকেট

রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রিগেডের লক্ষ্য দেশকে পদক উপহার দেওয়া। হেডকোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে যারই প্রস্তুতি চলছে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। লম্বা অনুশীলন সেশনে চিনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে শেষ তুলির টান দেওয়ায় ব্যস্ত। পাশাপাশি একাধিক নেটে ব্যাটিং, বোলিং অনুশীলনের সঙ্গে চলে ফিল্ডিং কসরত। তারসঙ্গে রুতুরাজদের জন্য লক্ষ্মণের স্পেশাল টিপস।

মেয়েরা নামছে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে

আজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে চান সুনীলরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : চিনের কাছে ৫-১ গোলে হারের গ্লানি কাটিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারতীয় দল।

এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার খেলতে নামছেন সুনীল ছেত্রীরা। নানাবিধ নাটকের পর কোনওক্রমে খাড়া করা একটা দল নিয়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টার ক্লান্তিকর সফরের পর বিনা বিশ্রামে, বা বলা ভালো ঠিকঠাক না ঘুমিয়েই মাঠে নেমে পড়তে হয় ফুটবলারদের। তারপরেও আয়ুষ দেব ছেত্রী, ব্রেস মিরান্ডা, ভিন্সি ব্যারেটোদের লড়াই মনে রাখার মতো। এমনকি বিরতির আগে একটা গোলও পেয়ে যায় ভারত। তবে ম্যাচের শেষদিকে যখন ফুটবলাররা আর দাঁড়াতে পারছিলেন না তখনই পরপর চার গোল। হেড কোচ ইগর স্টিমাক পরিষ্কার বলে দিলেন, 'বলতে পারেন, এটা আমাদের তৃতীয় বা চার নম্বর পছন্দের দল। আমি আমার সেরা দল নিয়ে একবার চিনের বিরুদ্ধে খেলতে চাই। তখন দেখবেন, সবকিছু ঠিক এর উলটো হবে। কিন্তু এও বলছি, আমার যে ছেলেরা এখানে আছে, ওরা সত্যিই নায়কোচিত লড়াই করেছে।' তিনি এরপর যোগ করেন, 'কী না গেছে ওদের উপর দিয়ে। আসা নিয়ে সমস্যা, দেরিতে পৌঁছানো, রিকভারির কোনও সময় না পাওয়া। এরপরেও প্রথম ৪৫ মিনিট ওরা অসাধারণ।' তাঁর হাতে পরিবর্ত ফুটবলারও ছিল না। তাই যতই ড্র করার কথা ভাবনায় থাকুক, সেটা সম্ভব ছিল না বলে তিনি মেনে নেন, 'দেখুন বাস্তবে ড্র করা সত্যিই সম্ভব ছিল না। বেঞ্চে তিনজন মাত্র ফুটবলার। ফলে আমি কোনওরকম ট্যাকটিকাল পরিবর্তনও আনতে পারছিলাম না খেলায়। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যায়।'

তবে বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে হারাতে পারলে তো এমনিতেই গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা হয়ে ওঠার সুযোগ থাকছে। তা না হলেও ভারত শেষ ষোলোয় যেতে পারে ছয় দলের মধ্যে চার সেরা তৃতীয় স্থানাধীকারী হয়ে। মায়ানমার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে হারিয়ে ভালো জায়গায় আছে। তাই আগে বাংলাদেশকে হারানোটা জরুরি সুনীলদের। ইতিমধ্যেই ডিফেন্স আরও একটু শক্তিশালী হয়েছে চিঙ্গলেসানা সিং পৌঁছে যাওয়ায়। তাঁকে শেষপর্যন্ত এক্সপ্রেস ভিসা করিয়ে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। চিঙ্গলেসানার সঙ্গে পৌঁছেছেন নরেন্দর গেহলট, অনিকেত যাদব ও গুরকিরাত সিং। এদিকে, এই একইদিনে মহিলা ফুটবল দলও নামছে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে। চোটের জন্য তারকা গোলরক্ষক অদিতি চৌহান ছাড়া বাকি সবাইকেই এই ম্যাচে পাচ্ছেন থমাস ডেনারবি।

খেলা Twelve Uttarbanga Sambad 21 September 2023 Siliguri

সুপার সিক্সের সূচি বদল

বদলানো হল কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের সূচি। ২৩ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড হারবারের এফসি–র পরিবর্তে মহমেডানের প্রতিপক্ষ ভবানীপুর। একই দিনে ডায়মন্ড হারবার খেলবে খিদিরপুর এসসি–র বিরুদ্ধে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দিবাকর :** আজ তোমার জন্মদিন, জীবন হোক তোমার রঙিন, সুখ যেন না হয় বিলীন, দুঃখ যেন না আসে কোনওদিন। শুভ জন্মদিন (সোনা), গুড্ডি।

সবুজ-মেরুনের নজর এবার আইএসএলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : এএফসি কাপের শুরুটা ঠিকঠাক হতেই আইএসএলে নজর সবুজ–মেরুন শিবিরের। মাত্র তিনদিনের মধ্যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অভিযান শুরু করতে চলেছেন বলে গোটা দলকে যতটা সম্ভব এখন বিশ্রাম দিতে চান হুয়ান ফেরান্দো।

এদিনই ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরে এল মোহনবাগান। দলের পাশে থাকতে প্রচুর সংখ্যায় সমর্থক হাজির হন কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবারের রাত তাঁদেরও খুশি করেছে। আপাতত এএফসি থেকে নজর সরিয়ে মোহনবাগানের সামনে এবার লড়াই দেশের সেরা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখার। তাই ফুটবলাররা বিশ্রামে চলে গেলেও পরবর্তী লড়াই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিলেন বাগান কোচ। গত অগাস্ট মাসের শুরু থেকে তাঁর দল একাধিক টুর্নামেন্টে খেলে চলেছে ক্রমাগত। ফেরান্দো স্বীকার করে নিলেন কাজটা সহজ নয় মোটেই। তাঁর মন্তব্য, 'বারবার এই টুর্নামেন্ট, ওই টুর্নামেন্ট খেলে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয় ফুটবলারদের পক্ষে। কারণ ডুরান্ড কাপ–কলকাতা লিগের সময়ে আমাদের এএফসির দুটি রাউন্ডের জন্যও প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল। তাই আমাদের একটা দল হিসাবে কাজ বা চিন্তা করাটা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। আগামীকাল আবার একটা নতুন দিন। ফের নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তবে তার আগে ফুটবলারদের জন্য বিশ্রামটা খুব জরুরি। কারণ আমাদের মাত্র তিনদিনের মধ্যে আবার একটা ম্যাচ খেলতে হবে।' আর আইএসএলের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি–র বিরুদ্ধে যে সঠিক পরিকল্পনা তৈরির কাজটা তাঁকেই করতে হবে, এটাও জানান ফেরান্দো।

দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, সাহাল আব্দুল সামাদদের ফর্ম আইএসএলেও ভরসা দেবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

ওড়িশার বিরুদ্ধে রীতিমতো কর্তৃত্ব নিয়ে ম্যাচটা জিতেছে তাঁর দল। তবে সের্জিও লোবেরার মতো কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, 'মৌরতাদা ফলের হলুদ কার্ডটা সঠিক ছিল না। যদিও রেফারির কাজটা খুবই কঠিন।' ফেরান্দো অবশ্য লোবেরার এই বক্তব্যকে সরাসরি বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন, 'লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। আমরা প্রথমার্ধেও ভালোই খেলছিলাম। কিন্তু গোল পাওয়াটা খুব জরুরি। মৌরতাদা লাল কার্ড দেখেছে বলেই যে আমরা বিরতির পর ভালো খেলেছি তা নয়। ছেলেরা জায়গা তৈরি করে নেয় এই সময়ে।' তবে এর পরেও তিনি ওড়িশার প্রশংসা করেন, 'ওড়িশা ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেরা তিনটি দলের মধ্যে পড়বে। এই মরশুমে ওদের ফুটবলার, কোচ, ম্যানেজমেন্ট অসাধারণ। প্রচুর প্রতিভাবান ফুটবলার নিয়ে দলটাকে ওরা তৈরি করেছে।' এরকম একটা দলকে দল চার গোল দেওয়ায় তিনি অসম্ভব খুশি হলেও হালকা মেজাজে বলেন, 'ছেলেদের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে আমরা খুশি। তবে স্কোরলাইন কী হল, সেটা বড় কথা নয়। আসল হল জয়।' তিনি যাই বলুন না কেন, ওড়িশার বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স হুগো বৌমৌস, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, মনবীর সিং ও পরে নেমে জেসন কামিংস দেখালেন তাতে পাঞ্জাব এফসি–র মতো নতুন দলকে নিশ্চিতভাবেই ভাবতে বাধ্য করবে। এদিকে, বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড ছেড়ে পাঞ্জাবের সহকারী কোচ হিসাবে যোগ দিলেন শংকরলাল চক্রবর্তী।

এশিয়াডের জন্য রাগবি দলের সঙ্গে রওনা দিলেন সন্ধ্যা, লছমি

বেলাকোবা, ২০ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে মহিলাদের রাগবি দলে সুযোগ পেলেন রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরস্বতীপুর চা বাগানের সন্ধ্যা রাই ও লছমি ওরাওঁ। বুধবার তারা ভারতীয় দলের সঙ্গে হ্যাংঝৌ রওনা হলেন। দলের সহঅধিনায়ক সন্ধ্যার বাবা শ্যাম রাই বাগিচা ফ্যাক্টরির সাবস্টাফ।

২০১৩ সালে রাগবিতে হাতেখড়ির পর অনূর্ধ্ব–১৭ ও ১৮ দলের অধিনায়কত্ব করেছেন সন্ধ্যা। অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায় থেকে শুরু করে দেশের সিনিয়ার দলে ইতিমধ্যে নয়বার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। সন্ধ্যার মতো লছমিরও রাগবি শুরু ২০১৩ সালে। লছমির মা লিবনি ওরাওঁ বাগিচা মহিলা শ্রমিক। আর্থিক অনটনের মধ্যেও এশিয়ান গেমসের দলে সুযোগ পাওয়ায় পদকের স্বপ্ন দেখছেন দুইজনেই। তারা বলেছেন, 'আমরা দুইজন আগেও দেশের হয়ে খেলেছি। সাফল্য পেয়েছি। আরও একবার দেশের হয়ে সুযোগ পাওয়ায় খুশি। চিন, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়ার মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলব আমরা। তবে পাখির চোখ দেশকে সোনা এনে দেওয়া।'

সন্ধ্যা রাই ও লছমি ওরাওঁ।

সন্ধ্যা, লছমিদের উঠে আসার পিছনে রাজ্য রাগবি দলের কোচ রোশন খাঁখার অবদান রয়েছে। তাঁরও আশা, সন্ধ্যাদের হাত ধরে রাগবিতে ভারতের ঘরে পদক আসবে। পাশাপাশি রোশন ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছেন, 'খেলার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু চা বাগানের পিছিয়ে পড়া শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের সামাজিক, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কারোর কোনও ভাবনা নেই।'

এশিয়াডের জন্য মহিলা রাগবি দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউড তারকা অভিষেক বচ্চন।

অর্থাভাবে ভুগছেন নাগাল

বার্লিন, ২০ সেপ্টেম্বর : ভারতের একনম্বর টেনিস তারকা সুমিত নাগাল ভালো নেই। ব্যয়বহুল এটিপি সফরে থাকার ও খেলার জন্য তিনি তার সমস্ত পুরস্কার মূল্য, আইওসিএলের বেতন ও এমএএইচএ টেনিস ফাউন্ডেশনের দেওয়া সাহায্য মিলিয়ে এক কোটি টাকা জমা দিয়ে এখন আর্থিক সংকটে ভুগছেন। এর আগে অর্থাভাবে নাগাল চলতি বছরের প্রথম তিন মাস নিজের প্রিয় নালসেন টেনিস অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 'আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখন মাত্র ৯০০ ইউরো (আনুমানিক ৮০,০০০ টাকা) রয়েছে। আমি আইওসিএলের বেতন ও এমএএইচএ টেনিস ফাউন্ডেশনের দেওয়া সাহায্য পেলেও বর্তমানে আমার বড় স্পনসর নেই। কোচ সাশা নালসেন ও ফিটনেস ট্রেনার মিলোসের সঙ্গে আলোচনা করি। তারা আমাকে নিজের থেকে কিছু চেষ্টা করতে ও টাকা জমাতে বলেছিলেন।' ভারতের সঙ্গে চিনের তুলনা করে নাগাল বলেন, 'অলিম্পিকে চিনকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের আছে। তবে অর্থ ও উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে আমরা টোকিওতে মাত্র ৫–৬টি পদক জিততে পেরেছিলাম। চিন ৩৮টি সোনা জিতেছিল।'

আইএসএল বোধন আজ

কেরালার সামনে বেঙ্গালুরু এফসি

কোচি, ২০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে আইএসএলের দশম সংস্করণ। প্রতিযোগিতার বোধনের দিন কোচির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্স ও বেঙ্গালুরু এফসি। গতবার প্লে–অফের ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে দল তুলে নেওয়ায় ১০ ম্যাচ নির্বাসিত হন কেরালার কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ। তাই এই ম্যাচে তিনি ডাগআউটে থাকবেন না।

খেতাবের দিকে এগোল মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব–২ (ডেভিড)
ইস্টবেঙ্গল–১ (নন্দকুমার)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রথমার্ধে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার জোড়া গোল। আর তাতেই নিভে গেল ইস্টবেঙ্গলের মশাল। রেমসাঙ্গার পাস আর ডেভিডের গোল, চলতি কলকাতা লিগে এটাই যেন প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। এদিনও তার অন্যথা হল না। মহমেডানের প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে দেখা গেল সেই রেমসাঙ্গা–ডেভিড জুটিকে। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে মহমেডানকে হালকা ভাবে নেয়নি ইস্টবেঙ্গল। তাই এদিন দলে আটজন আইএসএলের জন্য রেজিস্টার্ড খেলোয়াড়কে দেখা গেল। ডার্বির নায়ক নন্দকুমার থেকে শুরু করে ভিপি সুহের, মোবাসির রহমানের মতো তারকাদের দেখা যায়। তাতেও অবশ্য হার এড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। প্রায় পাঁচ বছর বাদে মহমেডানের কাছে হারল লাল–হলুদ ব্রিগেড।

এদিন অবশ্য ম্যাচের শুরুতেই প্রথম আঘাত হানে মহমেডান। ৪ মিনিটে রেমসাঙ্গার ক্রস থেকে গোল করেন ডেভিড। ১০ মিনিটের মাথায় আঙ্গুসানার ফ্রি–কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ডেভিড। তবে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। ১৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া অতুল উন্নিকৃষ্ণানের শট মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রী বাঁচিয়ে দেন। এরপর আক্রমণ–প্রতিআক্রমণে খেলা জমে ওঠে। ২১ মিনিটে ডেভিডের থেকে নিশ্চিত গোল বাঁচান ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক কমলজিৎ সিং। তবে ৩৭ মিনিটে আদিঙ্গার ক্রস থেকে ম্যাচে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করে যান ডেভিড।

মাকে গোল উৎসর্গ ডেভিডের

দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক পরিবর্তন আনেন ইস্টবঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। অভিজ্ঞ সৌভিক চক্রবর্তীকে মাঠে নামিয়ে দেন তিনি। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন নন্দকুমার। এরপর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। তবে অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন সুহের, নন্দরা। ছন্দে থাকা অভিষেক কুনজমকে বিপজ্জনক হতে দেয়নি মহমেডান ডিফেন্ডাররা। অন্যদিকে মহমেডান মিডিও তন্ময়ের সৌজন্যে মাঝমাঠে ছিল মহমেডানের দাপট। শুধু তন্ময় নয়, ভালো খেলেছেন রেমসাঙ্গা ও বিকাশরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সৌভিক নামার পর ইস্টবেঙ্গল লড়াইয়ে ফেরে। ম্যাচের পর অবশ্য শেখ ফৈয়াজকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মাঠে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে অতুল। পরে অবশ্য দুই দলের খেলোয়াড়রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সারা ম্যাচে অবশ্য দুর্বল রেফারিংয়ের কারণে বারংবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল দুই গ্যালারি।

গোলের পর দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন মহমেডানের ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

এদিনের জয়ের ফলে মহমেডান ১৪ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষে পৌঁছাল। তাদের সামনে হাতছানি লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করার। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে মহমেডান। তবে ম্যাচে রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ মহমেডান কর্তারা। অন্যদিকে ১৭টি গোল করে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা এবারের লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনটি দখল করে আছেন। পাশাপাশি এদিনের পরাজয়ের ফলে লিগে অপরাজিত তকমা হারাল লাল–হলুদ ব্রিগেড। গ্রুপপর্বে একটিও ম্যাচ না হারলেও চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল। দলের সিনিয়ার ফুটবলাররা অবশ্য ডুরান্ড কাপের পর এদিনই ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন। প্রথমার্ধে তাদের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ডুরান্ড ফাইনালের হারের ধাক্কা বোধহয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ডার্বি নায়ক নন্দকুমারও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি।

ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো বলেছেন, 'আজকের দিনটা অবশ্য আমাদের ছিল না। ম্যাচে আমরা কিছু ভুল করেছি। মহমেডান দল হিসেবে ভালো খেলেছে।' অন্যদিকে মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেছেন, 'তিনদিন অন্তর ম্যাচ খেলা খুব চাপের। আমরা অবশ্য পরের ম্যাচের দিকে ফোকাস করছি।' ম্যাচের সেরা ডেভিড এদিন দলকে জেতাতে পেরে খুশি। তিনি গোলগুলি তাঁর মাকে উৎসর্গ করেছেন।

শিব ঠাকুরের থিমের স্টেডিয়াম

সোনা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ বজরংয়ের

–খবর এগারোর পাতায়

টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের দল।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিসে দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কলেজ। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩–১ ব্যবধানে কালিম্পং কলেজকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজের দলে ছিলেন জয়ব্রত ভট্টাচার্য, কৌশিক ছেত্রী, সিঞ্চন সরকার, অনুজ কর্মকার ও সন্রিক সাহা।

পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন জয়ব্রত। ফাইনালে তিনি ৩–১ গেমে কৌশিকের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন দীক্ষা বিশ্বাস। তিনি ফাইনালে ৩–০ গেমে শতপর্ণী দে–কে হারিয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়, ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনোরঞ্জন সিংহ, সচিব সুদীপ বসু প্রমুখ।

মেয়র কাপ কাবাডি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের মেয়র কাপ কাবাডি বুধবার মার্গারেট স্কুলের মাঠে শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে ছেলেদের বিভাগে দেশবন্ধু হিন্দি বিদ্যাপীঠ ২৯–২০ পয়েন্টে হিন্দি বালিকা বিদ্যাপীঠকে হারিয়েছে। ভারতী হিন্দি বিদ্যাপীঠ ৩২–৭ পয়েন্টে কবি সুকান্ত স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বাঘাযতীন বিদ্যাপীঠ ৩৫–১৩ পয়েন্টে মার্গারেটকে হারিয়েছে। শ্রীগুরু বিদ্যাপীঠ ৩০–৯ পয়েন্টে ঘোঘোমালি স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে খেলবে দেশবন্ধু–ভারতী ও শ্রীগুরু–বাঘাযতীন।

মহিলা বিভাগে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল ফর গার্লস ৪৫–১২ পয়েন্টে মার্গারেটকে হারিয়েছে। জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস ৪৩–৩৫ পয়েন্টে কবি সুকান্ত স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। শ্রীগুরু ৩৭–১১ পয়েন্টে বাঘাযতীনকে হারিয়েছে। ভারতী ৪৫–১১ পয়েন্টে ঘোঘোমালিকে হারিয়েছে। সেমিফাইনাল খেলবে জ্যোৎস্নাময়ী–শিলিগুড়ি হিন্দি ও শ্রীগুরু–ভারতী।

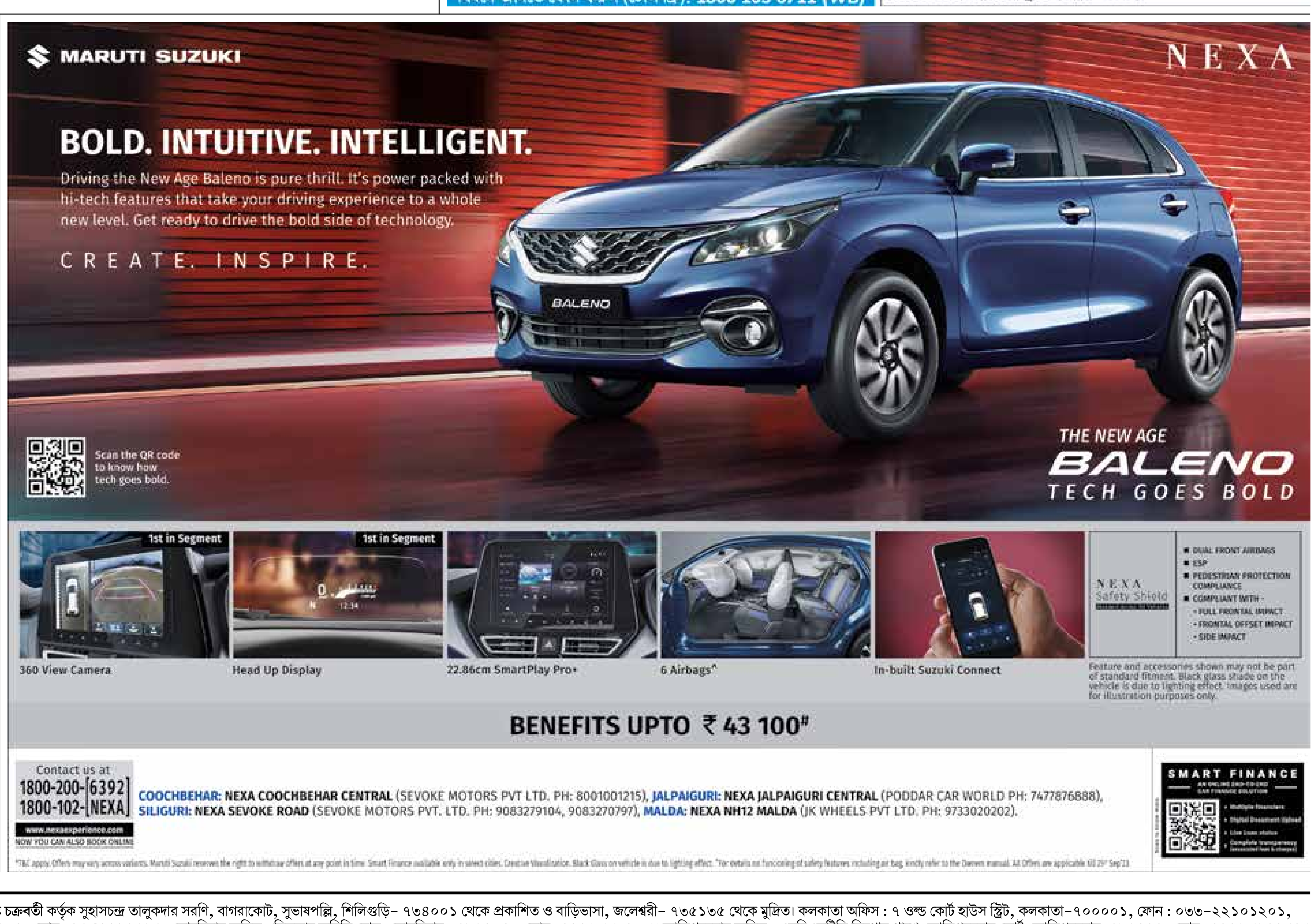

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com